অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু জিয়ড়-নৃসিংহ দর্শনপূর্ব্বক গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে স্নান-জন্য আগত রায়-রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরিচিত হইয়া রামানন্দ তাঁহাকে সেইগ্রামে কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুরোধে কোন বৈদিক-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের বাটীতে তিনি অবস্থান করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দ-রায় দীনবেশে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে সাধ্য-নির্ণয়ের জন্য শ্লোক পড়িতে আজ্ঞা দিলেন। রামানন্দ-রায় প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সজ্জন-সামান্য ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া 'কর্ম্মার্পণ', পরে 'আসক্তিশূন্য কর্ম্ম', পরে 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি' ও অবশেষে **'জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধ-ভক্তি'** সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিলে মহাপ্রভু শেষটীকে **'সাধ্যবস্তু'** বলিয়া স্বীকার করিলেন। আবার, ভক্তিসম্বন্ধে (প্রভু রায়কে) উচ্চ অধিকার বর্ণন করিতে বলিলে, রায় প্রথমে 'শুদ্ধা কৃষ্ণরতি-রূপা প্রেমভক্তি', পরে 'দাস্যপ্রেম', পরে 'সখ্যপ্রেম', পরে 'বাৎসল্যপ্রেম' এবং (অবশেষে) **'কান্তভাবগত প্রেমকে সাধ্যসার'** বলিয়া বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম, কিরূপে সাধ্যসার হয়, তাহাও রায় বিবিধরূপে কহিলেন। প্রভু উহাকে **সাধ্যাবধি বলিয়া স্বীকার** করিলে রায়কর্ত্তৃক রাধিকার প্রেম বর্ণিত হইল; পরে রায় কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। তাহার পর মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে, রামানন্দ-রায় প্রেমবিলাসবিবর্ত্তরূপ বিপ্রলম্ভগত-অধিরূঢ়-ভাবময় স্ব-কৃত একটী গীত বলিলেন। অবশেষে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা-রূপ পরম সাধ্যবস্তু পাইবার উপায়স্বরূপ ব্রজসখীর আনুগত্য বিশেষরূপে বিবরিত হইল। কয়েকদিবস প্রতিরাত্রে নানাবিধ কৃষ্ণালাপের পর, মহাপ্রভুর মূলতত্ত্ব ও স্ব-স্বরূপ দেখিতে পাইয়া রামানন্দ মূর্চ্ছিত হইলেন। কয়েকদিন পরে রামানন্দকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম যাইতে আজ্ঞা করত প্রভু দক্ষিণ যাত্রা করিলেন। এই সমস্ত বিবরণ স্বরূপদামোদরের কড়চা-অনুসারে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রামানন্দদ্বারা প্রভুর নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার ঃ—

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং প্রযাতি ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

জিয়ড়নৃসিংহ দর্শন ও নৃত্য-স্তুতি-গীত ঃ—

পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
'জিয়ড়নৃসিংহ'-ক্ষেত্রে কতদিনে গেলা ॥ ৩ ॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ-প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য-গীত-স্তুতি ॥ ৪ ॥
"শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥" ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সিদ্ধান্তামৃতসমুদ্ররূপ শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দ-নামক ভক্ত-মেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃত সঞ্চারণ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ সেই ভক্তিসিদ্ধান্তদ্বারা পুনরায় স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞতা-রূপ সমুদ্রতা লাভ করিলেন।

৬। কেশরী যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তানদিগের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহপূর্ণ।

অনুভাষ্য

১। গৌরাব্ধিঃ (শ্রীগৌরাঙ্গঃ এব অব্ধিঃ সিদ্ধান্তামৃতসমুদ্রঃ) রামাভিধ-ভক্তমেঘে (রামানন্দ-নামা এব সিদ্ধান্তামৃতবর্ষকঃ মেঘঃ, তস্মিন্) স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি সঞ্চার্য্য অমুনা (রামানন্দ-মেঘেন) এতৈঃ (স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃতৈঃ) বিতীর্ণৈঃ (ব্যাপ্তৈঃ, নিবিড়ৈঃ) তজ্জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং (তানি সিদ্ধান্তামৃতানি জানাতি যঃ সঃ এব তজ্জ্ঞঃ, তস্য ভাবঃ তজ্জ্ঞত্বম্ এব রত্নং, তস্য আলয়তাং সিদ্ধান্তামৃতাভিজ্ঞত্বরূপসমুদ্রতাং) প্রযাতি (প্রাপ্নোতি)।

৩। জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র—বি, এন, আর, লাইনে ভিজাগাপটম্ বা বিশাখাপত্তনের অব্যবহিত ৫ মাইল উত্তরে 'সিংহাচলম্' নামক স্থান। 'সিংহাচল'-নামে রেলষ্টেশনও আছে। শ্রীনৃসিংহ-দেবের মন্দির পর্ব্বতের উচ্চ-প্রদেশে অবস্থিত। ভিজাগাপটমের মধ্যে এই মন্দিরটীই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং স্থাপত্যকার্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে বিরাজমান । একটী প্রস্তর-ফলকে দেখা যায় যে, রাজা তৃতীয় 'গোঙ্কা'র এক ভক্তিমতী মহিষী শ্রীবিগ্রহকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন—(ভিজাগাপটম্ গেজেটিয়ার)। মন্দিরের নিকট শ্রীনৃসিংহের সেবকবৃন্দ ও অন্যান্য অধিবাসিগণ বাস করেন। এক্ষণে পর্ব্বতোপরি শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন অনেক যাত্রীর থাকিবার স্থান ও অনেক গৃহ আছে। বিজয়মূর্ত্তি আলোকময় স্থানে এবং মূল নৃসিংহ-মূর্ত্তি অভ্যন্তরে বিরাজমান।

শ্রীনৃসিংহ অভক্তের নিকট কঠোর, ভক্তের নিকট কোমল ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৯।১)-টীকায় শ্রীধরস্বামি-ধৃত আগমবচন—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৬ ॥

এইমত নানা শ্লোক পড়ি' স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥ ৭ ॥

সিংহাচলে রাত্রিবাস ঃ—

পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্রে কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি' করিলা গমন ॥ ৮ ॥

প্রাতে পুনরায় যাত্রা ঃ—

প্রভাতে উঠিয়া চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান রাত্রি-দিবসে ॥ ৯ ॥

গোদাবরীতীরে আগমন ও 'যমুনা' বলিয়া উদ্দীপন ঃ—

পূর্ব্ববৎ 'বৈষ্ণব' করি' সর্ব্ব লোকগণে।
গোদাবরী-তীরে প্রভু আইলা কতদিনে ॥ ১০ ॥

গোদাবরী দেখি' হইল 'যমুনা'-স্মরণ।
তীরে বন দেখি' স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ ১১ ॥

সেই বনে কতক্ষণ করি' নৃত্য-গান।
গোদাবরী পার হঞা তাঁহা কৈল স্নান ॥ ১২ ॥

ঘাট ছাড়ি' কতদূরে জল-সন্নিধানে।
বসি' প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৩ ॥

স্নানার্থে রায়-রামানন্দের তথায় আগমন ঃ—

হেনকালে দোলায় চড়ি' রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা, বাজনা বাজায় ॥ ১৪ ॥

তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈল তেঁহো স্নানাদি-তর্পণ ॥ ১৫ ॥

রামানন্দের সহিত মিলনজন্য প্রভুর ব্যগ্রতা ঃ—

প্রভু তাঁরে দেখি' জানিল—এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি' ধায় ॥ ১৬ ॥

প্রভুসমীপে রামানন্দের আগমন ঃ—

তথাপি ধৈর্য্য ধরি' প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥ ১৭ ॥

প্রভুর রূপদর্শনে রায়ের বিস্ময় ও দণ্ডবৎ-প্রণাম ঃ—

সূর্য্যশত-সম কান্তি, অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ, কমল-লোচন ॥ ১৮ ॥

দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ ১৯ ॥

আলিঙ্গনোৎসুক প্রভুর ধৈর্য্য, রায়কে উত্থাপন ও নামজিজ্ঞাসা ঃ—

উঠি' প্রভু কহে,—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'।
তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ২০ ॥

তথাপি পুছিল,—"তুমি রায় রামানন্দ?"
তেঁহো কহে,—"হঙ মুঞি দাস শূদ্র মন্দ ॥" ২১ ॥

পরিচয় শুনিয়াই প্রভুর রায়কে আলিঙ্গন, উভয়ের প্রেম ঃ—

তবে তারে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য, দোঁহে অচেতন ॥ ২২ ॥

স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দুঁহাকে আলিঙ্গিয়া দুঁহে ভূমিতে পড়িলা ॥ ২৩ ॥

স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ।
দুঁহার মুখেতে শুনি' গদ্গদ 'কৃষ্ণ'বর্ণ ॥ ২৪ ॥

তদ্দর্শনে বিপ্রগণের বিস্ময় ও বিচার ঃ—

দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥ ২৫ ॥

'এই ত' সন্ন্যাসীর তেজ দেখি' ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥ ২৬ ॥

এই মহারাজ—পাত্র পণ্ডিত, গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইলা অস্থির ॥' ২৭ ॥

অনুভাষ্য

কতিপয় রামানুজীয় শ্রীবৈষ্ণবগণ বিজয়নগর-রাজের অধীনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন।

৫। পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ—পদ্মার অর্থাৎ স্ববক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর কান্ত। ভাঃ ১।১।১ এবং ১০।৮৭।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি-কৃত-শ্লোক—"প্রহ্লাদ-হৃদয়াহ্লাদং ভক্তা-বিদ্যা-বিদারণম্। শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্।।" "বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যান্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। রাধাকৃষ্ণের বিশাখা-সখীর প্রতি ও বিশাখা-সখীর রাধাকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম, তাহাই উদিত হইল।

অনুভাষ্য

৬। অন্যেষাং (স্বপাল্যশাবকাভিন্নানাং গজ-ব্যাঘ্রাদীনাং সম্বন্ধে) উগ্রবিক্রমঃ (প্রচণ্ডপরাক্রমঃ) স্বপোতানাং (নিজশাবকা-নাং সম্বন্ধে) শান্তঃ কেশরী (সিংহ) ইব অয়ং নৃকেশরী (নৃসিংহ-দেবঃ) উগ্রং (প্রচণ্ডবিক্রমঃ) অপি স্বভক্তানাং (নিজপাল্যদাসানাং সম্বন্ধে) অনুগ্রঃ (শান্তঃ কোমলঃ বৎসলঃ)।

প্রভুর ভাব-বেগ-সম্বরণ ঃ—

এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন ।
বিজাতীয় লোক দেখি' প্রভু কৈল সম্বরণ ॥ ২৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক নিজাগমন-কারণ-বর্ণন ঃ—

সুস্থ হঞা দুঁহে সেই স্থানেতে বসিলা ।
তবে হাসি' মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৯ ॥
"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতনে ॥ ৩০ ॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন ।
ভাল হৈল, অনায়াসে পাইলুঁ দরশন ॥" ৩১ ॥

রামানন্দের দৈন্য ও প্রভুস্তুতি ঃ—

রায় কহে,—"সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য-জ্ঞান ।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ ৩২ ॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন ।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্যজনম ॥ ৩৩ ॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা,—তার এই চিহ্ন ।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥ ৩৪ ॥
কাঁহা তুমি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ ।
কাঁহা মুঞি—রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম ॥ ৩৫ ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা, বেদভয় ।
মোর দর্শন তোমা বেদে নিষেধয় ॥ ৩৬ ॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥ ৩৭ ॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইঁহা আগমন ।
পরম দয়ালু তুমি পতিত-পাবন ॥ ৩৮ ॥
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর ।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ ৩৯ ॥

অহৈতুকী কৃপা করাই ভগবান্ ও ভক্তের ধর্ম্ম ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।৪)—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ ॥ ৪০ ॥

প্রভুর রূপ দর্শন ও আচরণফলে সঙ্গিসকলের কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া প্রভুকে রায়ের কৃষ্ণ-জ্ঞান ঃ—

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন ।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥ ৪১ ॥
'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি সবার বদনে ।
সবার অঙ্গ—পুলকিত, অশ্রু—নয়নে ॥ ৪২ ॥
আকৃত্যে-প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥" ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। রামানন্দ রায় কহিলেন,—সার্ব্বভৌম আমাকে স্বীয় দাস জানিয়া পরোক্ষেও অর্থাৎ অনুপস্থিতিতেও আমার হিত-চেষ্টা করেন।

৪০। হে ভগবন্! দীনচেতা গৃহিলোকদিগের নিত্যমঙ্গল-সাধনের জন্য মহদ্ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গিয়া থাকেন, অন্যকারণে গমন করেন না।

৪৩। 'আকৃতি'তে অর্থাৎ 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল'-আকারে, 'প্রকৃতি'তে অর্থাৎ পরমদয়ালু স্বভাবে, তুমি 'ঈশ্বর' বলিয়া লক্ষিত হইতেছ।

অনুভাষ্য

২৮। বিজাতীয় লোক—স্ব-জাতীয় আশ্রয়বিশিষ্ট রামানন্দ অন্তরঙ্গ-ভক্ত ; রামানন্দের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণাদি-কর্ম্মনিষ্ঠগণ অন্তরঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, শুদ্ধভক্তও নহেন, তজ্জন্যই তাঁহারা বিজাতীয় অর্থাৎ অভক্ত। পরস্পরের প্রীতি প্রকাশ পাইলেও কর্ম্মিগণকে বহির্ম্মুখ বুঝিয়া তাহা গোপন করিলেন।

৩২। সাবধান—উদ্দোগী।

৩৫-৩৬। শ্রীল রায় রামানন্দ স্বাভাবিক দীনতাক্রমে 'বিষয়ী', 'শূদ্রাধম' প্রভৃতি নিকৃষ্ট বিশেষণে আপনাকে অভিহিত করিলেও এবং শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভূত না হইয়াও তিনি প্রকটলীলায় নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভাগবত-পরমহংস ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে বৈদিক-একায়ন-শাখাস্থিত অপ্রাকৃত দৈক্ষ্য-ব্রাহ্মণ বলিলে তাঁহার সামান্য মহিমাই ব্যক্ত হয়। মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, সহস্রবৈদিক- শাখাধ্যায়ী ব্যক্তিও তাঁহাকে জাতি (শূদ্র)-বুদ্ধি করিয়া অপর শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির সহিত সমান বলিয়া জ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই নরক লাভ করিবেন—"বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম"—(পদ্মপুরাণ)। পরমার্থলিপ্সু জীবের তদ্দাসাভিমানেই চিরকল্যাণ নিহিত।

৩৭। নিন্দ্যকর্ম্ম—সন্ন্যাসীর বিষয়ি-দর্শন ও শূদ্রসঙ্গ অবিধেয়, সুতরাং নিন্দনীয় ; তথাপি তোমার অসীম কৃপাহেতু আমার জন্য ইহাও স্বীকার করিয়াছ।

৪০। বসুদেবপ্রেরিত গৃহসমাগত মহর্ষি গর্গের প্রতি নন্দ-মহারাজের উক্তি,—

হে ভগবন্ (মুনে) মহদ্বিচলনং (মহতাং নিরহংস্তম্ভানাং সর্ব্বমদৈর্ম্মুক্তানাং নিজাশ্রমাৎ কুত্রাপি বিচলনং গমনং ন স্যাৎ, যদি ক্বচিৎ বিচলনং ভবতি, তদা) দীনচেতসাং (কৃপণানাং)

প্রভুর নিজদৈন্য ও রায়ের প্রশংসাচ্ছলে আত্মগোপনচেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন ॥ ৪৪ ॥
অন্যের কি কথা, আমি—'মায়াবাদী সন্ন্যাসী'।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসি ॥ ৪৫ ॥
এই জানি' কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥" ৪৬ ॥

প্রভু ও ভক্ত, পরস্পরের স্তুতি ঃ—

এইমত দুঁহে স্তুতি করে দুঁহার গুণে।
দুঁহে দুঁহার দরশনে আনন্দিত মনে ॥ ৪৭ ॥

বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহেই প্রভু ভিক্ষা, প্রভুর নিমন্ত্রণে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণব্রুবের অনধিকার ঃ—

হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি' কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৮ ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৪৯ ॥

রায়ের সহিত প্রভুর পুনঃ সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা ঃ—

"তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন ॥" ৫০ ॥

রামানন্দের দৈন্য ও সসম্ভ্রমে প্রভুর নিকট উপদেশাকাঙ্ক্ষা ঃ—

রায় কহে,—"আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে ॥ ৫১ ॥
দিন পাঁচ-সাত রহি' করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥" ৫২ ॥

বিদায়ান্তে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ের পরস্পরের বিরহ অসহ্য ঃ—

যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়।
তথাপি দণ্ডবৎ করি' চলিলা রামরায় ॥ ৫৩ ॥
প্রভু যাই' সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি' সন্ধ্যা হৈল ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর প্রত্যহ তিনবার স্নান, সন্ধ্যায় প্রভুসহ রায়ের মিলন ঃ—

প্রভু স্নান-কৃত্য করি' আছেন বসিয়া।
একভৃত্য-সঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৫ ॥

রায়ের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কৃষ্ণ-কথা কয় সেইস্থানে ॥ ৫৬ ॥

প্রভু-রামানন্দ-সংবাদ ; প্রভুকর্ত্তৃক সাধ্য-সাধন জিজ্ঞাসা ; রায়ের উত্তর—(ক) সাধন-(অভিধেয়) স্তর—(১) আদৌ দৈববর্ণাশ্রম-রূপ স্বধর্ম্ম-পালনে সেশ্বর-নৈতিক বা ধর্ম্মজীবনারম্ভ ঃ—

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥" ৫৭ ॥

অনুভাষ্য

গৃহিণাং (গৃহতাপক্লিষ্টানাং গৃহব্রতানাং, গৃহং ত্যক্তুমশক্নুবতাং) নৃণাং নিঃশ্রেয়সায় (চরম-কল্যাণাপ্তয়ে) এব, ক্বচিৎ অন্যথা ন কল্পতে (নিজস্বার্থায় ন ঘটতে)।

৪৩। অপ্রাকৃত গুণ—কৃষ্ণভজনবিষয়ে সকলেরই চৈতন্য-সম্পাদন।

৪৪। মহাভাগবত-লক্ষণ—(অর্চ্চনমার্গে) যথা, পদ্মপুরাণে—"তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্-বিপ্রঃ মহাভাগবতোত্তমঃ।।" (ভাবমার্গে) যথা, ভাগবতে—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।"

৫৭। শ্রীরামানুজপাদ 'বেদার্থসংগ্রহে'—'এবংবিধ-পরভক্তি-রূপ-জ্ঞানবিশেষস্যোৎপাদকঃ পূর্ব্বোক্তাহরহরুপচীয়মানজ্ঞান-পূর্ব্বক-কর্ম্মানুগৃহীত-ভক্তিযোগ এব ; যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—"বর্ণাশ্রম" ইতি। নিখিলজগদুদ্ধারণায়াবনিতলেহব-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। সন্ন্যাসীরা ত্রিসবন স্নান করিয়া থাকেন। সেই বিধি-অনুসারে সন্ধ্যাকালে প্রভু স্নান করিয়া বসিয়াছিলেন।

৫৭। প্রভু কহিলেন,—'হে রামানন্দ রায়, সাধ্যতত্ত্ব-নির্ণয়-কারী শাস্ত্রশ্লোক পাঠ কর।' রায় কহিলেন,—'মানবদিগের স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।'

অনুভাষ্য

তীর্ণঃ পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমঃ স্বয়মেতদুক্তবান্—"স্বকর্ম্ম-নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।" (গীঃ ১৮।৪৫-৪৬) ইতি যথোদিতক্রমপরিণত-ভক্ত্যেকলভ্য এব, ভগবদ্বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দ্দি-ভারুচি-প্রভৃত্য-বিগীত-শিষ্টপরিগৃহীত-পুরাতন-বেদ-বেদান্ত-ব্যাখ্যান-সুব্যক্তার্থ-শ্রুতিনিকর-নিদর্শিতোহয়ং পন্থাঃ।"

ভক্তিই নিরতিশয়প্রিয় ও একমাত্র প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল

অমৃতাণুকণা—৫৭-৯৭। "ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীব তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম-শরীরের দ্বারা যে-সকল সুখ-দুঃখ-ফল লাভ করে, সেই ফলের বিধাতা-সূত্রে যে ভগবত্তার কল্পনা, তাহা জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়তর্পণের সরবরাহকারী মাত্র। অভিধেয়-নির্ণয়-প্রশ্নে সাধারণ ধর্ম্ম ও তদনুগত বিধি-পালনপর ব্যক্তিদিগের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীরামানন্দ বলিলেন,—কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে বিষ্ণু-আরাধনা প্রয়োজনীয় তত্ত্বান্তর্গত হয় এবং সেই বিষ্ণু-আরাধনা বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মে জনগণের আনুষ্ঠানিক কৃত্য।

দৈববর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম-পালনেই বিষ্ণুর তুষ্টি ঃ—
বিষ্ণুপুরাণ (৩।৮।৮) পরাশরোক্তি—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের আচারযুক্ত পুরুষকর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই।

তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানকে পরিতুষ্ট করাই সাধ্যতত্ত্ব। মানবগণ স্বীয় স্বীয় স্বভাব-অনুসারে নির্ণীত বর্ণধর্ম্ম ও অবস্থানুসারে নির্ণীত আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলেই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারি বর্ণ। প্রতিবর্ণের যে-ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, তাহাই আচরণ করিয়া মনুষ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস,—এই চারিটী আশ্রম। স্বীয় স্বীয় আশ্রমবিহিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবে। ইহাতে ব্যভিচার হইলে মানবের প্রত্যবায় ও নরক-গমন হয়। পরমার্থ-পথ ধরিতে হইলে প্রথমেই ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজন। জীবননির্ব্বাহকারী ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবের ব্যক্তিদের জন্য স্বভাবতঃই পৃথক্ পৃথক্।

মানুষের জন্ম, সংসর্গ, শিক্ষা হইতে স্বভাবের উদয় হয়। স্বভাব-অনুসারে বর্ণ স্বীকার না করিলে কেহই জীবনযাত্রায় চতুর হইতে পারে না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মূলবিভাগে চারিপ্রকার,—(১) ঈশ্বর ও বিদ্যাই যাঁহাদের স্বভাবগত বিষয়, তাঁহারা—'ব্রাহ্মণ' ; (২) শৌর্য্য ও রাজ্যশাসনই যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাঁহারা—'ক্ষত্রিয়' ; (৩) কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যক্রিয়াই যাঁহাদের স্বভাবগত কর্ম্ম, তাঁহারা—'বৈশ্য' ; (৪) ত্রিবর্ণের সেবামাত্রই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা—'শূদ্র'। নিজ-নিজ-বর্ণধর্ম্মে এবং অবস্থাক্রমে আরাধন করিতে করিতে মানবের নৈসর্গিক উন্নতি হয় ; বিপরীত-আচারে নৈসর্গিক পতন হয়। সুতরাং ধর্ম্মজীবনই মানবের সকল উৎকর্ষের মূল।

অনুভাষ্য

বস্তুতে বিতৃষ্ণাজনক জ্ঞানবিশেষ। সেই ভক্তিযুক্ত আত্মদ্বারাই ভগবান্ বরণীয় এবং ভক্তগণের লভ্য হন। পূর্ব্বকথিত নিরন্তর সমৃদ্ধিবিশিষ্ট জ্ঞানপূর্ব্বক-কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগই এইপ্রকার পরমভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষের উৎপাদক। ভগবান্ পরাশর "বর্ণাশ্রমাচারবতা" শ্লোকে ঐরূপ বলিয়াছেন। সমগ্র জগতের উদ্ধারকল্পে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পরব্রহ্মভূত পুরুষোত্তম স্বয়ংই বলিয়াছেন যে,—"মানব নিজ-নিজ-কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া যে-প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিবে, তাহা শ্রবণ কর—যে ভগবান্ হইতে প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়াছে, যে ভগবৎকর্ত্তৃক এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, মানব নিজ-কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকেই বিশেষ-ভাবে অর্চ্চন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে।" এই সিদ্ধিপথ কর্ম্মানুগৃহীত, যথোচিত-ক্রম-পরিণত-ভক্ত্যেকলভ্য এবং ভগবান্ বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতি শিষ্টগণ এই অনিন্দ্য পন্থারই অনুমোদন করেন, পুরাতন বেদবেদান্তব্যাখ্যা এবং সুন্দররূপে প্রকাশিত (সুস্পষ্ট) অর্থবিশিষ্ট শ্রুতিসমূহের ইহাই নির্দ্দিষ্ট পন্থা। রামানুজীয় সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ বলেন,—'ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়শ্চ শাস্ত্রাধিগত-তত্ত্বজ্ঞানপূর্ব্বক-স্বকর্ম্মানুগৃহীত-ভক্তিনিষ্ঠাসাধ্যানবধিকাতিশয়প্রিয়-বিশদতমমপ্রত্যক্ষতাপন্নানু-ধ্যান-রূপ-পরভক্তিরেব। বর্ণাশ্রমাচারবতেত্যুক্তরীত্যা ন সন্ন্যাস-নিয়তা, নাপি যৎকিঞ্চিদেকবর্ণ-নিয়তা, কিন্তু স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমনিয়তা। কর্ম্মাঙ্গকং জ্ঞানমেব, জ্ঞানং ন তু নৈষ্কর্ম্ম্যং, নাপি জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সম-সমুচ্চয়ঃ।" সাধ্য—যাহা সাধনদ্বারা সিদ্ধি হয়, শক্য। ভাঃ ১।২।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৫৮। বর্ণাশ্রমাচারবতা (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রবর্ণাচারপালন-রতেন ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-ভিক্ষাশ্রমাচারপালনপরেণ চ স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারবতা) পুরুষেণ পরঃ পুমান্ (পুরুষোত্তমঃ বিষ্ণুঃ) আরাধ্যতে। তৎ (তস্য বিষ্ণোঃ) অন্যঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিনাশী কোঽপি) পন্থাঃ (মার্গঃ) তোষকারণং (প্রীত্যর্থং) ন ভবতি।

৫৯। সাধ্য অর্থাৎ সাধনযোগ্য বা সাধনীয় ভক্তি নির্ণয়

(২) ভগবানে কর্ম্মার্পণরূপা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি
শুদ্ধভক্তি নহে ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণ—সর্ব্বসাধ্য-সার॥"৫৯॥

"বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালিত না হইলে জগতে পাপভার বৃদ্ধি হয়। যাঁহারা শ্রেণীবিভাগ না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে নিয়মিত করিবার জন্যই বর্ণাশ্রমের বিধি। বর্ণাশ্রম-বিধান উল্লঙ্ঘিত হইলে জগতে অন্যায় ও অবিধির প্রগল্ভতা বিস্তৃতি লাভ করিবে। বিষ্ণুকে কেবল জগৎ পরিচালনা ও সামাজিক সুষ্ঠুতা-বিধানের নিয়ামকরূপে যাঁহারা নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের বিষ্ণু-ধারণায় স্বীয় অপস্বার্থ প্রবেশ করায় বাস্তব-সত্য-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর দর্শনে প্রাপঞ্চিক অপেক্ষাযুক্ত ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হয়।

"বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের অধিষ্ঠানের উপকারিতা নীতিপুষ্ট-সমাজ সকলেই বিদিত আছেন। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে যে-সকল সম্প্রদায় উদিত হইয়া সাংসারিক কর্ম্মফল-পদ্ধতির বৈপরীত্য সাধন করিয়াছে, তন্মূলে আমরা দেখিতে পাই যে, শক-জাতি ক্ষাত্রবিধান-অবলম্বনে তপস্যানিরত হইয়াও ঋষিকুলের বিচার ন্যূনাধিক উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ড কোনস্থলে নৈষ্কর্ম্ম-জড়বাদ, কোথায়ও

ভোগলিপ্সু কর্ম্মীকে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ-জন্য আদেশ ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (৯।২৭)—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৬০ ॥

(৩) কেবল ফলভোগ-ত্যাগ বা নৈষ্কর্ম্ম্য
শুদ্ধভক্তি নহে ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্ম-ত্যাগ,—এই সাধ্য-সার ॥" ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৯-৬০। গীতায় বলিয়াছেন,—হে কৌন্তেয়, যাহাই কর, যাহাই ভক্ষণ কর, যাহাই হবন কর, যাহাই দান কর এবং যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই, আমি কৃষ্ণ, আমাতে অর্পণ কর।

রায়ের প্রথম-উত্তরে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মান্তর্গত কৃষ্ণরাধনাকে 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় প্রভু তাহাকে 'বাহ্য' বলিয়া তাঁহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার জন্য সামান্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা আছে, তাহা বলিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে রায় উত্তর করিলেন,—সেই বর্ণাশ্রমগত সকলকর্ম্মই কৃষ্ণে অর্পণ করাই 'সকলসাধ্যের সার' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৬১। এ কথা শুনিয়াও প্রভু কহিলেন,—ইহাও বাহ্য, আমার প্রশ্নের উত্তর ইহাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে, তাহা বল। তদুত্তরে রায় কহিলেন,—স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্যসার, অর্থাৎ বর্ণ-চতুষ্টয়মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বীয় (গৃহ) ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং অপর বর্ণসকল তদনুসারে বৈরাগ্য-লক্ষণ গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। এই সন্ন্যাসের নাম স্বধর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মত্যাগ। ত্যাগধর্ম্মে হরিতোষণ-লাভ হয়।

অনুভাষ্য

করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরামানন্দ আদৌ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তি-সাধকের বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া অন্যাভিলাষিতা নিরসনপূর্ব্বক নীতিবাদিগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলেই বিষ্ণুর তুষ্টি হয়,—এই সাধ্য প্রমাণ বলিলেন। নির্ণয়কারীর অস্মিতায় সম্বন্ধোপলব্ধি—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, সুতরাং তাদৃশ অস্মি-তার বৃত্তিও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, এজন্য বাহ্য। শ্রীভগবান্ গৌরহরি নিজধাম বৈকুণ্ঠের বা গোলোকের বহিঃরাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তির বাহ্যানুভূতিকে 'বাহ্য সাধ্য' বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে বলিলেন। পূর্ব্বোক্ত সাধ্যবিষয়ক প্রমাণ বিষ্ণুর বিশেষত্বের স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ করে নাই। তজ্জন্য ঐ শ্রেণীর সাধকগণ কর্ম্মমার্গে 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ' উভয়প্রকার বিষ্ণুর আরাধনা

বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া হরিভজন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ৬২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট (সাধু)।

৬৩। সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র, আমি যে ভগবান্, আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

অনুভাষ্য

লক্ষ্য করিতে পারেন—বুঝিতে পারিয়া নির্ব্বিশেষতত্ত্বপরতা ত্যাগ করিয়া সবিশেষত্বই যে কর্ম্মোদ্দেশের তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক, সেই প্রমাণ বলিলেন।

৬০। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—

হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন) যৎ কর্ম্ম করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ দদাসি, যৎ জুহোসি, যৎ তপস্যসি, তৎ সর্ব্বং মদর্পণং কুরুষ্ব। ভাঃ ১১।২।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬১। 'মদর্পণ'-শব্দে যদিও জড়নির্ব্বিশেষ নিরসন করিয়া স্বতন্ত্র সবিশেষতত্ত্ব-স্বরূপ কৃষ্ণকেই অর্পণ বুঝায়, তথাপি সাধকের অস্মিতার উপলব্ধি—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত এবং সাধনীয়া বৃত্তিও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, তজ্জন্য ইহাও বাহ্য ; অর্থাৎ কর্ম্মকারী জীব বাহ্যানুভূতিতে বাহ্যকর্ম্মসমূহ কর্ম্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র-বস্তুকে প্রদান করিবার উপদেশ-মাত্র লাভ করিতেছেন। তখন রামানন্দ ঐ ভাব শোধন করিয়া কর্ম্মোন্নত জীবের যেরূপ ধারণার উন্নতি করিতে হইবে, তদ্ভাববিশিষ্ট হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগের দ্বারা যে সাধ্যলাভ হয়, এরূপ প্রমাণ বলিলেন।

৬২। ভগবৎপ্রিয় সাধুর লক্ষণ জানিতে অভিলাষী উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবানের উক্তি,—

যঃ (সাধকঃ) গুণান্ দোষান্ (প্রাকৃত-সদসদ্ভাবাদীন্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) অপি ময়া (বৈদিককর্ম্মোপদেশকেন) [কর্ম্মরতান্] আদিষ্টান্ (উপদিষ্টান্) সর্ব্বান্ স্বকান্ ধর্ম্মান্ (লৌকিক-বিপ্র-

সাংখ্যবিচার অবলম্বন করিয়া হীনায়ন-মহায়নাদির পথ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম কোথায়ও বা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছে। যে-কালে বিষ্ণুর পরতত্ত্ব জাগতিক অল্পকাল-স্থায়ী বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট, সেইকালে সৎকর্ম্ম-সংজ্ঞা কুকর্ম্ম-বিকর্ম্মাদির অপেক্ষা করায় তাহার প্রতিকারের জন্য স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হইতে পারে,—এই বিচার উত্থাপন করা হইয়াছে।

(৪) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নহে ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার ॥" ৬৪ ॥

সম্বন্ধজ্ঞানলব্ধ ব্রাহ্মণই কৃষ্ণভজনফলে বৈষ্ণব ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৪। প্রভু এই উত্তর শুনিয়া ইহাকেও বাহ্য বলিয়া, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা কহিতে আজ্ঞা দিলেন ; তাহাতে রায় কহিলেন,—জ্ঞানমিশ্রভক্তিকে 'সাধ্যসার' বলা যায়।

৬৫। গীতায় বলিয়াছেন,—অভেদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা স্বয়ং প্রসন্নাত্মা শোক ও বাঞ্ছারহিত ও সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করিয়া পরে আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির উল্লেখ হইয়াছিল, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

অনুভাষ্য

ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র-বর্ণধর্ম্মান্ ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থসন্ন্যাসাদ্যাশ্রম-ধর্ম্মাংশ্চ) সংত্যজ্য (দূরে সম্যক্ বিহায়) মাং (বিশেষতত্ত্বাশ্রয়ং স্বতন্ত্রং ভগবন্তং কৃষ্ণং) ভজেৎ, স তু সত্তমঃ (সাধূনাং শ্রেষ্ঠঃ)।

৬৩। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের গুহ্য উপদেশ,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদি-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবর্ণধর্ম্মান্ ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ-বানপ্রস্থতুর্য্যাশ্রমাদিব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ) পরিত্যজ্য (দূরে বিহায়) একং (তদতীতম্ অদ্বয়জ্ঞানম্) [অব্যভিচারিণ্যা মত্যা] মাং (সবিশেষতত্ত্বং ভগবন্তং কৃষ্ণং) শরণং ব্রজ (গচ্ছ) ; অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতেভ্যঃ প্রাকৃত-নিত্যবৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানপরিত্যাগজনিতাধর্ম্মেভ্যঃ) মোক্ষয়িষ্যামি (উদ্ধারয়ামি)। মা শুচঃ (অনিত্যধর্ম্মজন্য-শোকং মা কুরু)।

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু-স্ব-কৃত 'মনঃশিক্ষা'য়—"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু, ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু" ইত্যাদি বলিয়াছেন। ভাঃ ৪।২৯।৪৬—"যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।।" (এতৎপ্রসঙ্গে) ভাঃ ১।৫।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬৪। কর্ম্মোন্নত-জীবোপলব্ধিতে 'অস্মিতা'—ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বিরজানদীতে, তথায় গুণত্রয়ের প্রাবল্যের অভাব, সাম্য

(৫) জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই শুদ্ধভক্তি-শব্দবাচ্য ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—সাধ্যসার ॥" ৬৬ ॥

কৃষ্ণের সম্পূর্ণ শরণাগত জনই কৃষ্ণবশকারী শুদ্ধভক্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৩)—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৬। এই কথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন,— ইহাও বাহ্য ; ইহার পরে যাহা আছে, তাহা বল। রায় কহিলেন যে,—জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সাধ্যগণের সার।

৬৭। ভাগবতে ব্রহ্মা ভগবানকে কহিলেন,—"হে ভগবন্, নির্ভেদ-ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়-

অনুভাষ্য

বা অব্যক্তাবস্থামাত্র আছে। অন্তরঙ্গা-শক্তি-প্রকটিত বৈকুণ্ঠ ও বহিরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ড, এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক ও বিরজা নদী। ঐ স্থানদ্বয়—জড়বিরক্ত ও জড়নির্ব্বিশেষ জীবোপলব্ধির আশ্রয় ; সুতরাং বৈকুণ্ঠ না হওয়ায় তদ্বহির্ভূত বলিয়া বাহ্য। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সর্ব্বধর্ম্মত্যক্ত সাধকের অনুভূতিতে বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের অনুভূতি না থাকায় তাদৃশ সাধ্যবৃত্তি জড়ভোগত্যক্ত হইলেও অচিৎ-নির্ব্বিশেষত্ব-প্রতিপাদক, এজন্য উহাও বাহ্য। রামানন্দ তখন সেই ভাবকে বাহ্য সাধ্যভাব জানিয়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই যে তদুন্নত সাধ্য, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিলেন।

৬৫। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য,—

ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবোধমুক্তঃ নির্ব্বিশেষানুভবপরঃ) প্রসন্নাত্মা (অভাবধর্ম্মরহিতঃ) শোচতি ন (জড়াভাবে তস্য শোকঃ নাস্তি), কাঙ্ক্ষতি ন (তস্য জড়ভোগে আকাঙ্ক্ষা চ ন বর্ত্ততে), সর্ব্বেষু ভূতেষু [মৎসেবাসম্বন্ধযোগং জ্ঞাত্বা] সমঃ সন্, পরাং (পরমাং শুদ্ধাং) মদ্ভক্তিং লভতে।

৬৬। এই অবস্থায়ও অস্মিতা ও তদ্বৃত্তি শুদ্ধবৈকুণ্ঠস্থ বা বৈকুণ্ঠোদ্দিষ্ট নহে বলিয়া, ইহাও বাহ্য। জড়বাধ্যতা না থাকিলেই অথবা জড়াতিরিক্ত নির্ম্মল অনুভবপরতাতে বাস্তব সত্য বস্তুর স্বতন্ত্র ও বিশেষ উপলব্ধি না হওয়ায়, নিজানুভূতি ও নিজমনোবৃত্তি—বহির্ম্মুখিনী। বাস্তবিকপক্ষে, উহাও শুদ্ধজীবের সাধ্য

"সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পরিপালক শ্রীগৌরসুন্দর এইপ্রকার লৌকিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য স্বধর্ম্মাচরণের মধ্যে ভগবদ্ভজনকে মিশ্রধর্ম্মে অবস্থিত করাইবার পক্ষপাতী হন নাই। তখন শ্রীরামানন্দ ভগবৎপক্ষের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ভগবানে জীবের লৌকিক-চেষ্টা বিহিত করিবার প্রণালী উল্লেখ করিলেন।

"প্রাপঞ্চিক বিচার-প্রাধান্যে বিষ্ণুর সহিত আপেক্ষিক সম্বন্ধ রাখিয়া সাংসারিক নিজ নিজ অপস্বার্থ পরিপোষণ করা এবং তাহাকে নির্ম্মলা বিষ্ণুভক্তি বলিয়া প্রচার করা তারতম্য-বিচারে আদর লাভ করিতে পারে না। মানবের যাবতীয় কৃত্য, যাবতীয় ভোগ, যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান,

স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ৬৭ ॥

(খ) সাধনের সিদ্ধি—প্রেমভক্তি (ভাব—
প্রেমের অঙ্কুর) ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"প্রেমভক্তি—সর্ব্বসাধ্যসার ॥" ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্যমধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।

৬৮। এই কথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—এখন সাধ্য নির্ণীত হইল বটে, ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা আছে, তাহা বল। তাৎপর্য্য এই যে কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন অপেক্ষা কর্ম্মার্পণ—শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণধর্ম্ম-ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ—শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও, সে-সমুদায়ই বাহ্য ; কেননা, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধভক্তি, তাহা সেই চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে নাই। 'আরোপসিদ্ধা' ও 'সঙ্গসিদ্ধা' ভক্তি কখনই 'শুদ্ধভক্তি' বলিয়া পরিচিত হয় না। 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'—একটী পৃথক্ তত্ত্ব ; তাহা—কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক্। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই যে, তাহা—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন। উহাই সাধ্যবস্তু ; কেন না, সাধন-অবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্ম্মলরূপে লক্ষিত হয়। প্রভুর শেষ-প্রশ্নের উত্তরে রায় কহিলেন,—প্রেমভক্তিই সর্ব্ব-সাধ্যসার। শুদ্ধভক্তি প্রথমাবস্থায় শান্ত-ভক্তিরূপে প্রতীত ; তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি থাকে না।

অনুভাষ্য

নহে। নির্ব্বিশেষত্ব-কল্পনায় সচ্চিদানন্দ-বিশেষসমূহ সুপ্ত থাকে। তৎপূর্ব্বে কাল্পনিক বিচারময় বাক্যসমূহও নির্ব্বিশেষ-ধ্যানমাত্র-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, সুতরাং তাদৃশ ভগবৎসেবা-বৃত্তিরহিত কাল্পনিক নির্ব্বিশেষ-পর মুক্ত অবস্থাও বাহ্য।

৬৭। গো-বৎস-হরণাদি করিবার ফলে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাগত হইয়া স্তব করিতেছেন,—

ভক্তপ্রেমেই কৃষ্ণ বশ ঃ—

পদাবলীতে ১১শ অঙ্ক-ধৃত রামানন্দ রায়-কৃত শ্লোক—

নানোপচার-কৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে ॥ ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৯। যেমত জঠরে যে-পর্য্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য-পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়, সেইরূপ আর্ত্ত-বন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে গলিত হয়।

অনুভাষ্য

জ্ঞানে (জ্ঞানার্থং) প্রয়াসং (চেষ্টাজন্যক্লেশাদিকম্) উদপাস্য (দূরে বিহায়) সন্মুখরিতাং (সদ্ভিঃ মহাভাগবতৈঃ মুখরিতাং নিসর্গপ্রকটিতাং) শ্রুতিগতাং (কর্ণকুহরপ্রাপ্তাং) ভবদীয়বার্ত্তাং (হরি-নামরূপগুণলীলাময়ীং কথাং) যে স্থানস্থিতাঃ (স্বস্থানে সাধু-মার্গে স্থিতাঃ সন্তঃ) তনুবাঙ্মনোভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) নমন্তঃ (সর্ব্বতোভাবেন আত্মনিবেদনং কুর্ব্বন্তঃ) এব জীবন্তি, হে অজিত (অধোক্ষজত্বাৎ অভক্তৈঃ অনভিভাব্য, অপরাধীন, অপরিমেয়) অপি ত্রিলোক্যাং তৈঃ (ত্বদ্ভক্তৈরেব) প্রায়শঃ [ত্বং] জিতঃ (বশীকৃতঃ) অসি।

৬৮। "জ্ঞানে প্রয়াসং" শ্লোক সাধ্যনির্ণয়ে কথিত হইলে মহাপ্রভু ঐ বৃত্তিকে **সাধ্যবৃত্তি** বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাই **'সাধনভক্তি'** বলিয়া কথিত হয়। পরে আরও অগ্রসর হইতে আদেশ করিলে রামানন্দ রায় সাধনভক্তির পরে ভাবভক্তি—প্রেমভক্তির অঙ্কুরাবস্থা এবং শান্তরসে নৈরপেক্ষ্য ধর্ম্ম প্রধান বলিয়া রসচতুষ্টয়যুক্ত **প্রেমভক্তিকেই সাধ্য** বলিলেন। 'সাধন-ভক্তি' বলিলে 'শ্রদ্ধা', 'সাধুসঙ্গ', 'ভজনানুষ্ঠান', 'অনর্থনিবৃত্তি', 'নিষ্ঠা', 'রুচি' ও 'আসক্তি' বুঝায়।

৬৯। যাবৎ জঠরে (উদরে) জরঠা (অতিশায়িনী) ক্ষুৎ পিপাসা চ অস্তি, তাবৎ ভক্ষ্যপেয়ে [যথা] সুখায় (আনন্দায়) ভবতঃ, [তথা] আর্ত্তবন্ধোঃ (দীননাথস্য) নানোপচার-কৃতপূজনং (বিবিধ-ষোড়শোপচারসমন্বিতার্চ্চনাদিকম্ অনুষ্ঠিতমপি) ভক্ত-হৃদয়ং প্রেম্ণা (কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণময্যা ভক্ত্যা) এব সুখ-বিদ্রুতম্ (আনন্দেন দ্রবীভূতং) স্যাৎ।

যাবতীয় দান, যাবতীয় সাধন, সকলগুলিই ব্যক্তিগত নিজ নিজ স্বার্থ পোষণকল্পে উদ্দিষ্ট না হইয়া বিষ্ণুসেবা-প্রাধান্যে তত্তদ্বিষয়ে বিরাগবিশিষ্ট হওয়া—কর্ম্মফল-ত্যাগোদ্দিষ্টা কর্ম্মমিশ্রা সেবার অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে নশ্বর-জগতের বাহ্য-বিচার সংশ্লিষ্ট থাকায় ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তির কথা স্থান পায় নাই,—এরূপ কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইয়া দিলে মানবের কেবল লৌকিক নিজ-ধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক যে ভগবানের সেবা, কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা নিবৃত্ত-কর্ম্মবিচারে ন্যূনাধিক প্রাপঞ্চিক অপস্বার্থ-সম্বন্ধযুক্ত স্বধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত দেখা যায়। 'স্বধর্ম্মত্যাগ'—এই ভাষার মধ্যে ভগবৎসম্বন্ধরহিত নিজাভিমানের প্রাবল্যহেতু তাহা হইতে বিরাগবাসনা-ক্রমে যে স্বধর্ম্ম-ত্যাগের কথা উল্লেখমুখে ভগবৎসেবা

রাগমার্গেই কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য, সুকৃতিজনিত
বৈধভক্তিতে দুর্ল্লভ ঃ—

পদাবলীতে ১২শ অঙ্ক-ধৃত রামানন্দ রায়-কৃত শ্লোক—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে ।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। কোটিজন্মকৃত সুকৃতিদ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটী মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণ-ভক্তিরসভাবিত মতি যাহা হইতেই পাও, ক্রয় করিয়া ফেল।

উক্ত দুইটী কবিতার মধ্যে, প্রথমটি শ্রদ্ধামূলক বৈধভক্তির সূচনা করিতেছে। দ্বিতীয়টি লোভমূলক রাগানুগা-ভক্তির সূচনা করিতেছে। ইহার পরে এই রাগানুগা-ভক্তি অবলম্বন করিয়াই রায় রামানন্দের কথিত বচনগুলি ব্যবহৃত হইবে অর্থাৎ এখন হইতে তিনি রাগভক্তি-সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতেছেন এবং বৈধীভক্তির কথা পরিত্যাগ করিলেন।

অনুভাষ্য

৭০। কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা (কৃষ্ণসেবারস-ভাবনাময়ী) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) যদি কুতঃ (যত্র ক্বাপি দেশকালপাত্রতঃ অনুষ্ঠানাৎ বা) লভ্যতে, তদা [যুষ্মাভিঃ তাদৃশী মতিঃ] ক্রীয়তাং (মূল্যপ্রদানেন অবশ্যমেব গ্রহণীয়া)। তত্র (মতিক্রয়বাণিজ্যে) একলং লৌল্যং (লোভঃ) এব হি মূল্যং, [যতঃ তন্মতিঃ] জন্মকোটি-সুকৃতৈঃ (বহুজন্মজন্মান্তরসঞ্চিতভাগ্যৈঃ) ন লভ্যতে, [সা পরমদুর্ল্লভা এবেত্যর্থঃ]।

৭১। উপরিলিখিত শ্লোকদ্বয়ে প্রেমভক্তিকে সাধারণতঃ 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করায় শ্রীমহাপ্রভু রামানন্দকে আরও অগ্রসর হইয়া ঐ 'সাধ্য' বিশেষরূপে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। তখন 'দাস্যপ্রেমভক্তি'কে 'সাধ্য' বলিয়া প্রমাণিত করিতেছেন।

(১) 'দাস্য-প্রেম' উত্তম নহে ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"দাস্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥" ৭১ ॥

কৃষ্ণদাসই কৃষ্ণের সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৯।৫।১৬)—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭১। এ পর্য্যন্ত শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—ইহাই বটে ; কিন্তু ইহার পর যাহা আছে তাহা বল। রায় তদুত্তরে কহিলেন,—দাস্যপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার। 'প্রেমলক্ষণভক্তি'তে 'মমতা' সংযুক্ত হইলেই 'দাস্যপ্রেম' হয়। প্রেম-সাধারণে ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। 'ভগবান্ই আমার প্রভু'—এইরূপ মমতা-ভাব তাহাতে যুক্ত হইলে, সাধারণপ্রেম 'দাস্যপ্রেম' হইয়া পড়ে, ইহা সাধারণপ্রেম অপেক্ষা উচ্চ ।

৭২। শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন,—যাঁহার নামশ্রবণ-মাত্রেই জীব নির্ম্মল হন, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁহারা দাস, তাঁহাদের আর কি অবশিষ্ট প্রাপ্য থাকে?

অনুভাষ্য

৭২। অক্ষজ-কুদর্শনকারী বৈষ্ণববিরোধ-দুর্ব্বাসনাপরায়ণ ব্রাহ্মণাভিমানি-দুর্ব্বাসাকে বৈষ্ণবাস্ত্র সুদর্শন পীড়ন করিতে থাকিলে মহাভাগবত অম্বরীষের প্রার্থনা-ফলে তাহা নিবৃত্ত হইল ; তদ্দর্শনে দুর্ব্বাসার জাতিবুদ্ধি দূরীকৃত হইয়া তৎকর্ত্তৃক শুদ্ধভক্ত ও ভগবানের এইরূপ স্তুতি,—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ (যস্য ভগবতঃ নামশ্রবণেনৈব) পুমান্ (জীবঃ) নির্ম্মলঃ (শুদ্ধঃ) ভবতি, তস্য তীর্থপদঃ (তীর্থং পদে যস্য সঃ তস্য ভগবতঃ) দাসানাং (কিঙ্করাণাং) কিং বা অবশিষ্যতে? [ন কিঞ্চিদেবেত্যর্থঃ]।

করিবার বিধান দেখা যায়, তাহাতেও 'অতন্নিরসন'-বিধি অবস্থিত থাকায় কেবলা ভক্তির সন্ধান ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে। যেকাল পর্য্যন্ত না নৈষ্কর্ম্ম-ধারণায় প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধগন্ধশূন্য স্বরূপের উপলব্ধি হয়, সেকাল পর্য্যন্ত বিরূপ-সংসর্গবশতঃ মিশ্রভাবের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ ঘটে না। ভোগময় জগতের কর্ত্তৃত্বাভিমানে প্রতিষ্ঠিত জনগণ নিজ নিত্যস্বরূপের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কালাধীনতাক্রমে অদ্বয়জ্ঞানের অভাবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইতে অসমর্থ হন। কর্ম্মের সহিত সংযোগক্রমে তিনপ্রকার আন্তর্গণিক বিভাগযুক্ত ভজনকে 'কর্ম্মমিশ্রা' ভক্তি বলিয়া অভিহিত করায় উহা ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিচালিত জাগতিক ক্ষণভঙ্গুর-অনুদ্বুদ্ধ শ্রেয়োমণ্ডিত নহে। স্বধর্ম্মাচরণ, যাবতীয় কর্ম্মার্পণ এবং স্বধর্ম্মত্যাগ-মুখে যে সাধন-পর্য্যায় কথিত হয়, তাহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির উত্তরোত্তর উন্নত প্রকারভেদ।

"যেকালে মানবের তাৎকালিক ধর্ম্মসমূহের অপেক্ষায় বা তৎপরিহারাপেক্ষায় ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইবার ইচ্ছা, উহাতেও পাপপুণ্য প্রভৃতি পরস্পর-বৈষম্যযুক্ত ভাবসমূহ প্রবল আছে। পাপপুণ্যের বিচার কর্ম্মাগ্রহিতায় আবদ্ধ। পাপ-পরিহারপূর্ব্বক পুণ্যে অবস্থান এবং পুণ্যসঞ্চয়-মানস-বিমুখতা—উভয়ই অপস্বার্থ পোষণকল্পে নিযুক্ত।

"বদ্ধজীব নিজ ক্লেশের, অমঙ্গলের, অসুবিধার, পাপের, ভয়ের মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম পরিহার

ভগবদ্দাসের দৈন্য ঃ—

যামুনাচার্য্যপাদ-কৃত স্তোত্ররত্ন (৪৬)—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্ ॥৭৩॥

(২) 'সখ্যপ্রেম'—উত্তম ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো হয়, কিছু আগে আর।"
রায় কহে,—"সখ্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥" ৭৪ ॥

ব্রজের গোপালগণের কৃষ্ণসখ্যমহিমা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১২।১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৭৫॥

(৩) 'বাৎসল্য-প্রেম' তদপেক্ষাও উত্তম ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"বাৎসল্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥" ৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। এইকথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—আর কিছু আগে যাইতে পারিলেই সর্ব্বসার মিলিবে। রায় তাহার উত্তর করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণে 'সখ্যপ্রেম'ই সর্ব্বসাধ্যসার। রায়ের তাৎপর্য্য এই যে, দাস্যপ্রেমে মমতা থাকিলেও তাহাতে 'ভগবান্'—'প্রভু', এই বুদ্ধিজনিত একটী 'ভয়' ও 'সম্ভ্রম' সহজে উদিত হয়। সেই 'ভয়' ও 'সম্ভ্রম' পরিত্যাগপূর্ব্বক 'বিশ্রম্ভ' অর্থাৎ 'একান্ত বিশ্বাস'কে বরণ করিতে পারিলে সেই প্রেমই 'সখ্যপ্রেম' হয়। এই প্রেমে কৃষ্ণে এবং তৎসখাগণের মধ্যে একটী 'সমতা ভাব' উদিত হয়।

৭৫। শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন,—যিনি জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে, দাস্যরসের ভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদিগের নিকট নরবালকরূপে প্রকাশ পান, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজরাখালগণ বহু-সুকৃতিফলে সখ্যরসে বিহার করিয়াছিলেন।

৭৬। প্রভু কহিলেন,—'সখ্যরস' 'দাস্যরস' অপেক্ষা উত্তম বটে, তথাপি আর একটু অগ্রগামী হইলেই সাধ্যসার পাওয়া যাইবে। রায় তদুত্তরে কহিলেন,—'বাৎসল্য'-ভাবের প্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার। সখ্যরসের যে বিশ্রম্ভাত্মক প্রেম, তাহাতে অধিকতর স্নেহ সংযুক্ত হইলে 'বাৎসল্যরসে'র উদয় হয়।

অনুভাষ্য

৭৩। মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ২০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৫। শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট বন-ভোজনার্থ বহির্গত কৃষ্ণের সহিত বিশ্রম্ভ-প্রেমসূত্রে আবদ্ধ সখা ব্রজরাখালগণের সৌভাগ্যাতিশয্য বর্ণন করিতেছেন,—

ইত্থম্ (এবম্প্রকারেণ) কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ (কৃতঃ অনুষ্ঠিতঃ পুণ্যানাং পুঞ্জঃ সমূহঃ যৈঃ তে গোপবালকাঃ) সতাং (নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানিনাং) ব্রহ্মসুখানুভূত্যা (ব্রহ্মানন্দানুভবৈকস্বরূপেণ), দাস্যং গতানাং (লব্ধভজনানাং ভক্তানামিতি যাবৎ) পরদৈবতেন (পরমেশ্বর-স্বরূপেণ), মায়াশ্রিতানাং (ভগবন্মায়া-মোহিতানাং) নরদারকেণ (নরবালকরূপেণ) [ভগবতা] সার্দ্ধং [সখ্যেন] বিজহ্রুঃ (বিহারাণি চক্রুঃ, অহো ভাগ্যং কৃষ্ণ-সখানামিতি ভাবঃ)।

৭৬। রামানন্দের 'সখ্যপ্রেমের' সাধ্যনির্ণয় শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে 'দাস্যপ্রেম' অপেক্ষা 'উত্তম' বলিলেন এবং আরও অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলে রামানন্দ তখন বাৎসল্য-প্রেমকে সাধ্য বলিলেন।

করিবার ইচ্ছা করেন এবং ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য শরণাগত হইবার উপদেশ লাভ করেন, তাদৃশ শরণোপদেশে কর্ম্মগন্ধ একেবারে বিদূরিত হয় না। এজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তারতম্য-বিচারমুখে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকে বহির্জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখাইয়া উহাতে কেবল-কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, বলিতে বাধ্য হইলেন। জাগতিক বৈষম্যসমূহ কেবলজ্ঞানদ্বারা নিরাকৃত হইয়া যে প্রাপঞ্চিক সমতা উদয় করায়, তাহা প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত হইলেও কেবলা ভক্তি লাভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাতে জ্ঞানমিশ্রা সেবার আবাহন লক্ষিত হয়, তাহাও আধ্যক্ষিক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

"মুমুক্ষু জীবের বদ্ধতা-পরিহার-বাসনায় যে প্রাপঞ্চিক অবিদ্যা অবস্থিত, সেই অবিদ্যাবশে মুক্ত হইবার অধিষ্ঠানে স্বরূপবোধের অভাব আছে। জীবের স্বরূপ—নিত্য ; সুতরাং প্রপঞ্চাবদ্ধ বিচারপ্রণালীতে যে কেবলজ্ঞানের উন্মেষণ, তাহাতেও আপেক্ষিক খণ্ডিত জ্ঞানের প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকায় পূর্ণতার উদ্দেশ্যে প্রপঞ্চরাহিত্য বিচার আংশিক—জ্ঞানগন্ধশূন্য বলা যাইতে পারে না।

"নির্ভেদব্রহ্ম-অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানরাহিত্য ব্যতীত শুদ্ধভক্তির স্বরূপজ্ঞান-লাভ জড়নির্ব্বিশেষবাদী চিদচিৎ-সমন্বয়বাদী নির্ভেদব্রহ্ম-অনুসন্ধিৎসুর মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না। বাহ্য-জ্ঞানের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া যে অনুদ্বুদ্ধ-স্বরূপে মুক্তি কল্পনা, তাহা কখনই বিষ্ণুভক্তির সন্ধান দিতে পারে না।

"কেবলজ্ঞানশূন্যা সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারাই জীবের স্বরূপোদ্বোধন সম্ভবপর হয়। সেইকালে কর্ম্মোত্থ ও নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞানোত্থ অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া জীব স্বরূপে অবস্থানের যোগ্যতা লাভ করেন। কেবলা ভক্তিকে একমাত্র সাধন ও সাধ্যরূপে দর্শন করাই বহিঃপ্রজ্ঞা-মুক্ত জীবের শ্রেয়োলাভের কারণ। সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে জীবের (নিকট) মায়াবাদের উৎকর্ষ ও ভোগবাদের মহিমা ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। তিনি কর্ম্মবীরত্ব অথবা জাগতিক প্রতিষ্ঠাশা হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট ভাবের আবাহন প্রভৃতি অমঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যাপৃত না

নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-মহিমা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।৪৬)—

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৭৭ ॥

যশোদার যশোগান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৯।২০)—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। শ্রীমদ্ভাগবতে কহিয়াছেন,—হে ব্রহ্মন্, নন্দ এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহার পুত্ররূপে উদিত হইয়াছিলেন? যশোদাই বা এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলেন, যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁহাকে 'মা' বলিয়া তাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন?

৭৮। যশোদা-গোপী সাধারণের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মা, শিব বা বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়া লক্ষ্মীও পান নাই।

অনুভাষ্য

৭৭। শুকদেব-কর্ত্তৃক যশোদার কৃষ্ণবাৎসল্য-বর্ণন শ্রবণ করিয়া বিস্মিত পরীক্ষিতের উক্তি,—

হে ব্রহ্মন্, নন্দঃ এবং মহোদয়ং (মহান্ শ্রেষ্ঠঃ উদয়ঃ উৎকর্ষঃ যস্মিন্ তৎ অপূর্ব্বফলোদয়ং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলপ্রদং কর্ম্ম) কিম্ অকরোৎ, মহাভাগা (অতিশয়-সৌভাগ্যশালিনী) যশোদা বা কিম্ অকরোৎ, হরিঃ যস্যাঃ (যশোদায়াঃ) স্তনং পপৌ?

৭৮। কৃষ্ণ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে উদ্যত জননীকে অসমর্থা ও পরিশ্রান্তা দেখিয়া স্বয়ংই বদ্ধ হইলেন ; যশোদার এই কৃষ্ণ-বশকারিতা-গুণ-দর্শনে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি,—

গোপী (যশোদা) বিমুক্তিদাৎ (শ্রীহরেঃ সান্নিধ্যাৎ) যৎ প্রসাদং প্রাপ, তৎ ইমং প্রসাদং বিরিঞ্চঃ (পুত্রো ব্রহ্মাপি) ন, ভবঃ (আত্মতুল্যঃ শম্ভুঃ) ন, অঙ্গসংশ্রয়া (পত্নী) শ্রী (লক্ষ্মীঃ) অপি ন লেভিরে।

৭৯। সখ্যপ্রেম অপেক্ষা 'বাৎসল্যপ্রেম' উত্তম, কিন্তু প্রভু

(৪) 'কান্তভাব'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"কান্তভাব—প্রেমসাধ্যসার ॥" ৭৯ ॥

ব্রজগোপীর মাহাত্ম্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৯। প্রভু কহিলেন,—ইহা পরপর হইয়া উত্তম হইয়াছে বটে, তথাপি ইহাকে অতিক্রম করিয়া আর একটী রস আছে, যাহাকেই 'সাধ্যসার' বলিতে পার। রায় উত্তর করিলেন,—**শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'কান্তভাব'ই প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপ সাধ্যগণের সার।** তাৎপর্য্য এই,—সাধারণ-প্রেমে 'মমতা'র অভাব, দাস্যরসে 'বিশ্রম্ভ' বা 'বিশ্বাসে'র অভাব, সখ্যরসে 'স্নেহাধিক্যে'র অভাব এবং বাৎসল্যরসে 'নিঃসঙ্কোচ-ভাবে'র অভাবহেতু সাধ্য-প্রেমের পূর্ণতা তত্তদ্রসে হয় নাই। কৃষ্ণে যখন কান্তভাবের উদয় হয়, তখনই ঐ সকল-অভাবশূন্য, সকলসাধ্যের সার একটী অখণ্ডপ্রেমতত্ত্ব পাওয়া যায়।

৮০। শ্রীবৃন্দাবনে রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীত-কণ্ঠ ব্রজসুন্দরীদিগের যে-প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতি পরব্যোমস্থ নিতান্ত অনুগত শক্তিগণেরও প্রাপ্য হয় নাই, পদ্মগন্ধপ্রভাবা স্বর্গীয় রমণীগণেরও সেরূপ হয় নাই, তখন অন্য স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বলিব?

অনুভাষ্য

রায়কে আরও অগ্রসর হইতে বলিলে, রামানন্দ 'কান্তভাব'কেই প্রেমের 'সাধ্যত্ব' বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

৮০। উদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়া কয়েক মাস তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনদ্বারা হর্ষোৎপাদন করিলেও কৃষ্ণবিরহতপ্তা গোপীগণের কৃষ্ণৈকগত চিত্তের বৈক্লব্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের পরম সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন,—

থাকিয়া চিন্ময় কল্যাণকর নিত্য-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উন্মেষণক্রমে নিত্যবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবৎসেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তখন তিনি বহিঃপ্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত ত্রিলোক-বিচরণকারী অস্মিতায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক কেবলা ভক্তি আশ্রয় করেন এবং ইহজগতে মহাভাগবতরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। তাহাই তাঁহার প্রেমভক্তি-ভূমিকায় অবস্থান। সেখানে প্রাপঞ্চিক বিচারের স্বাধ্যায়, যোগ, সাঙ্খ্য, পাশুপত-ভাব, বৌদ্ধবিচার, প্রাকৃত-সাহজিক বিচার প্রভৃতি নিরস্ত হয়।

"জীবের হৃদয় প্রাপঞ্চিক বাসনা-নির্ম্মুক্ত হইলেই সেখানে প্রেমভক্তির প্রাকট্য দর্শন করিতে পারা যায়। কেবলা ভক্তির অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিলে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত দৃশ্যজগতের মহিমা খর্ব্ব হয় এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তির উদয়ে হৃদয় প্রেমাপ্লুত হয়। কিন্তু, সেরূপ ভূমিকার উপযোগিতা ভগবদ্বিষয়ে কৌতূহলের উপরই নির্ভর করে। সেই সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িণী চেষ্টা কোটিজন্মের সৌভাগ্যপরতাদ্বারাও লব্ধ হয় না। রুচিপ্রভাবে উৎকট-আগ্রহই নির্ম্মলা ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি লাভের উপায়।

ব্রজগোপীরই মদনমোহন-বিগ্রহ-দর্শনে অধিকার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয় ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয় ॥ ৮২ ॥

প্রতিরসের শ্রেষ্ঠতা হইলেও পরস্পরের তারতম্য বর্ত্তমান ঃ—

কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম ।
তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তর-তম ॥ ৮৩ ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।৩৮)—

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি ।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২-৮৬। প্রভো, আমি পূর্ব্বে-পূর্ব্বে সাধ্য অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ উপায় কহিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র ভেদ আছে যে, উপায়-বিশেষ-অনুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বিচার করিতে হইবে। মানবগণ যে-যে-উপায় অবলম্বন করিবার অধিকারী, সেই সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তদবস্থা-যোগ্য সাধ্যবস্তু যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি, তাহাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ, রসলাভের অধিকারী-দিগের 'দাস্য', 'সখ্য', 'বাৎসল্য' ও 'মধুর',—এই চারিপ্রকার রসই উত্তম। যিনি যে-রসের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে সেই রসই সর্ব্বোত্তম। রসবিষয়ে যে রাগোদয় হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া

অনুভাষ্য

রাসোৎসবে (রাসক্রীড়াকালে) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং (ভুজদণ্ডাভ্যাং বাহুভ্যাং গৃহীতঃ আশ্লিষ্টঃ কণ্ঠঃ গলদেশঃ যেন তস্মাৎ লব্ধাঃ প্রাপ্তাঃ আশিষাঃ কল্যাণ-মনোরথাঃ যাভির্গোপীভিস্তাসাং) ব্রজসুন্দরীণাং (গোপললনানাং) যঃ (প্রসাদঃ) উদগাৎ (আবির্ব্বভূব), নলিনগন্ধরুচাং (নলিনস্য পদ্মস্য ইব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং) স্বর্যোষিতাং (দেব-রামাণাং) ন অভুৎ ; উ (অহো) অঙ্গে (বক্ষসি) নিতান্তরতেঃ (অনন্যাত্যন্তাশ্রিতায়াঃ) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ অপি) অয়ং প্রসাদঃ ন অভূৎ ; অন্যাঃ (স্ত্রিয়স্তু) কুতঃ [এবং কৃষ্ণানুগ্রহবিষয়াঃ) ভবন্তি?]

৮১। আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ ২১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২-৮৬। এই বাক্য দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে, যাহার যে কোন মনোধর্ম্ম বা খেয়াল, সেইটীই সর্ব্বোত্তম ; উচ্ছৃঙ্খলতা কখনও সর্ব্বোত্তমতা হইতে পারে না।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রস-চতুষ্টয়ের তারতম্য দেখা যায় না ; কিন্তু তটস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ-ভাবে দেখিলে ঐ রসের তারতম্য আছে। 'শান্ত', 'দাস্য', 'সখ্য', 'বাৎসল্য' ও 'মধুর',—এই পঞ্চবিধ রসে ক্রমশঃ তারতম্য আছে। শান্তরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতারূপ গুণটী **দাস্যরূপে মমতা**-যুক্ত হইয়া অধিক সমৃদ্ধ ; আবার **সখ্যরসে** কৃষ্ণৈকান্তনিষ্ঠতা

অনুভাষ্য

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরে-র্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্।।" গৃহব্রত-ধর্ম্মযাজন, তজ্জন্য শাস্ত্র-বিগর্হিত অপরাধময় ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, শিষ্য-ব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায়, বহির্ম্মুখ সামাজিকতা, লৌকিকতা প্রভৃতি অপেক্ষাযুক্ত মনোধর্ম্মের সহিত শুদ্ধভক্তির সমন্বয় এখানে উদ্দিষ্ট হয় নাই; এবং আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী, নব্য-গোস্বামি-মত বা জাতি-গোস্বামি-মত-প্রচারকারী এবং ঐ জাতিগোস্বামীর মতকেই 'ষড়্গোস্বামীর মত' বলিয়া লোকবঞ্চনাকারী, কৃষ্ণভক্ত, গৌরমন্ত্র ও গৌরনাম-বিরোধী, নবছড়া-রচনাকারী, বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, ভৃতক-পাঠকাদি, নীচ-জাতির সাহচর্য্যজনিত বর্ণব্রাহ্মণতাকেই 'বৈদিক ব্রাহ্মণতা' বলিয়া প্রচারকারী, স্মার্ত্ত, সাত্বতপঞ্চরাত্রবিরোধী, মায়াবাদী, স্ত্রীসঙ্গী প্রভৃতি কখনই নিষ্কিঞ্চন, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, অনুক্ষণ হরিসেবারত সর্ব্বস্বত্যাগী, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে আত্মবিক্রীত, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সংযত গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ত্রিদণ্ডিবেষিগণের সহিত এক বা সমান হইতে পারে না।

যে-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী এই বাক্যের অবতারণা

"ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত প্রেমতাৎপর্য্যপর সেবাপ্রবৃত্তিকে বিরূপচেষ্টা-পরিত্যক্ত সাধন-সাধ্য বিচার করেন। নতুবা সাধ্যের সাধনে অবান্তর উদ্দেশ্যের গন্ধ পরিলক্ষিত হওয়া পর্য্যন্ত লৌল্যময়ী অবিমিশ্রা প্রেমভক্তির সম্ভাবনা নাই। প্রেমভক্তি-প্লাবিত হৃদয়েই ভগবদ্দাস্যের কথা ঐকান্তিকতায় পর্য্যবসিত হয়। সেই প্রেমভক্তি-পর্য্যায়ের ভগবদ্দাস্যে কেবলা প্রীতি সাধ্য-বিচারে গণনীয় হয়।

"ভগবদ্দাস্য যাঁহাদিগের প্রীতির অন্যতমতা লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগের প্রাপঞ্চিক মলিনতা না থাকায় সকল পবিত্র বস্তুর একমাত্র আরাধ্য ভগবৎকৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অপর লোভনীয় বস্তু কিছুই থাকিতে পারে না। দাস্যপ্রেম-সাধন অবিকৃত ভক্তির সোপান হইলেও তারতম্য-বিচারে সখ্যপ্রেম সাধ্যপর্য্যায়ে গণ্য। এইরূপ প্রীতি মুক্তপুরুষে দেখা গেলে তাঁহাদিগের সৌভাগ্য মর্য্যাদা-পথের দাস বা সখাগণের প্রীতিপর্য্যায়ে বিশ্রম্ভ আনয়ন করে।

"বিশ্রম্ভ-সখ্য যে প্রীতির দ্বারা ভগবানের সহিত ভক্তের নৈকট্য স্থাপন করে, তাহা 'উত্তম' হইলেও তাহার উন্নতস্তরে সাধ্য-বিচারে বাৎসল্যে কৃষ্ণের প্রীতি-সংগ্রহ উত্তম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যেস্থলে বিশ্রম্ভাতিশয্যে কেবলমাত্র পূজ্যবুদ্ধির শৈথিল্য পরমবাস্তব সত্যবস্তুর আমূল-সেবা ও আপনাকে সেবকগণের উত্তম-প্রতীতিতে ভগবৎপ্রীতির উদয় দেখা যায়, তাহা বিশ্রম্ভসখ্য-প্রীতি অপেক্ষা উন্নতস্তরে স্থাপিত।

মধুর-রসেই শান্তাদি রসচতুষ্টয়ের পর্য্যবসান ঃ—

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-রসের গুণ—পরে-পরে হয় ।
এক-দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥ ৮৫ ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে ।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥৮৬॥

জড়ীয় দৃষ্টান্ত ; পঞ্চম মহাভূত 'ভূমি'তেই অপর ভূত-চতুষ্টয়ের পর্য্যবসান ঃ—

আকাশাদির গুণ যেন পর-পর ভূতে ।
দুই-তিন-গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ৮৭ ॥

শৃঙ্গার-রস-লক্ষণ প্রেমার বশ কৃষ্ণ ঃ—

পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই 'প্রেমা' হৈতে ।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণে প্রেমভক্তিই কৃষ্ণপ্রদা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৭-৮৮। রসের তারতম্য বুঝাইবার জন্য একটী প্রাকৃত উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ;—'আকাশ', 'বায়ু', 'অগ্নি', 'জল' ও 'পৃথিবী'—এই পাঁচটী মহাভূত। আকাশে 'শব্দ' বলিয়া একটী গুণ আছে ; বায়ুতে 'শব্দ' ও 'স্পর্শ',—দুইটী গুণ আছে ; অগ্নিতে 'শব্দ' , 'স্পর্শ' ও 'রূপ',—এই তিনটী গুণ আছে ; জলে 'শব্দ', 'স্পর্শ', 'রূপ' ও 'রস'—এই চারিটী গুণ আছে ; মৃত্তিকায় 'শব্দ', 'স্পর্শ', 'রূপ', 'রস' ও 'গন্ধ'—এই পাঁচটী গুণ আছে। এখন দেখুন, আকাশাদি পর-পর-ভূতে ক্রমশঃ গুণসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—পঞ্চগুণই পৃথিবীতে লক্ষিত হইল। সেইরূপ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরে ক্রমশঃ গুণবৃদ্ধি হইয়া মধুররসে পাঁচটী গুণই পরিপূর্ণরূপে পাওয়া গেল ; অতএব পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি 'মধুর' বা শৃঙ্গার-রস-রূপ প্রেমেই পাওয়া যায়। ভাগবত বলেন,—মধুর-রসোৎফুল্ল-প্রেমে কৃষ্ণ নিতান্ত বশ হন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ও মমতা **বিশ্রম্ভের** সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর প্রফুল্ল হইয়াছে; **বাৎসল্যরসে** আবার শান্ত-দাস্য-সখ্যের গুণত্রয় **স্নেহাধিক্যের** সহিত যুক্ত হইয়া প্রতীয়মান হয়। **কান্তাভাবরূপ মধুর-রসে** ঐ চারিটী গুণ **সঙ্কোচশূন্য** হইয়া অতিশয় মাধুরী লাভ করে। ইহাতে গুণাধিক্যক্রমে স্বাদাধিক্য-বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তটস্থবিচারে মধুর-রস—সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অনুভাষ্য

করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধভাবপঞ্চকের কথা। অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চবিধভাবে এই পঞ্চরসের রসিকগণ সেবা করিয়া থাকেন। অনর্থনিবৃত্তির পর ঐ সকল সিদ্ধভাবের মধ্যে যে-কোনটী কাহারও নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের স্বভাব-অনুসারে উদিত হউক না, তাহা তত্তদ্রসের অধিকারীর পক্ষে সর্ব্বোত্তমই বটে। কারণ, সকলের বিষয়ই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণেতর প্রাকৃত দেবাদি নহেন। আবার তটস্থ অর্থাৎ মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিলে সেই ভাবপঞ্চকের রসাস্বাদনের মধ্যে তারতম্য অনুভূত হইয়া থাকে ;—যেমন, দাস্যরসে শান্তরস ও দাস্যরস,—উভয়ই সমকালে বর্ত্তমান, অতএব উহা শান্তরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার, সখ্যরসে শান্ত ও দাস্য বর্ত্তমান ; সুতরাং উহা শান্ত ও দাস্য হইতে আরও উন্নত। আবার, বাৎসল্যরসে শান্ত, দাস্য এবং সখ্য অন্তর্ভুক্ত থাকায় উহাতে উক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবিধ রস হইতে অধিকতর চমৎকারিতা বর্ত্তমান। আবার, মধুররসে পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্ব্বিধ রসই বিরাজিত বলিয়া তাহার

অনুভাষ্য

চমৎকারিতা ও মাধুর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব ও ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ মহাজনগণ এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে স্বরূপোপলব্ধির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ বিচার করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দৈবমায়াবিমূঢ় অসৎ-সিদ্ধান্তনিপুণ ব্যক্তিগণ এই সব সিদ্ধান্তের কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে,—তাহা ঐ সকল বালভাষী ব্যক্তির দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় দেয়।

৮৪। আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৯। আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

"বাৎসল্য-প্রীতি অত্যুত্তম হইলেও পরোত্তমতা মধুর-প্রীতিরসে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রেমভক্তির চরম পদবীতে কান্তভাবের প্রাকট্য। তাহা বিষয়জাতীয় বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি উৎপন্ন করে বলিয়া উহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা মাধুর্য্য পর্য্যায়ে পরিগণিত।

"বিভিন্ন সাধনের সাধ্য-পর্য্যায় বহুবিধ। প্রত্যেক স্থানেই উপাস্য-বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনের অবস্থিতি থাকিলেও উৎকর্ষাদি-বিচারে মধুর-রতিতে অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয়। কিন্তু আশ্রয়ের অনুগত-জনগণ অন্যাপেক্ষা নিজ-নিজ-ভাবে শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বদাই পোষণ করেন। তাহা হইলেও রস-বিশেষে প্রবিষ্ট না হইয়া নিরপেক্ষভাবে উহাদিগের তারতম্য নির্দ্দেশ করিতে গেলে ভাব উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া কান্তভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাই স্থাপন করে।

"উপাদেয় নিত্য-সদ্‌গুণ-বিচারেও কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে কান্তভাবে পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত এই অদৃষ্টচর পরমদুর্ল্লভ তারতম্য-

ভক্তের ভজন-গাঢ়তা-তারতম্যে কৃষ্ণভক্তি-
লাভেরও তারতম্য ঃ—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ৯০ ॥

গোপীর মধুর-রসের সেবার বিনিময়ে কৃষ্ণের
আত্মপ্রদানে অসামর্থ্যহেতু ঋণ ঃ—

এই 'প্রেমে'র অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব 'ঋণী' হয়—কহে ভাগবতে ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০-৯১। কৃষ্ণের এইটী সাধারণ প্রতিজ্ঞা যে, যিনি তাঁহাকে যেরূপে ভজন করিবেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে সেইরূপে ভজন করিবেন। অন্যান্য-রসে ভক্তের ভজনানুরূপ প্রতিভজনে কৃষ্ণ সমর্থ হন ; কিন্তু মধুররসোৎফুল্লপ্রেমে ভজনের অনুরূপ প্রতিভজন না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণ কহিলেন,—হে ব্রজসুন্দরীগণ, আমি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না।

অনুভাষ্য

৯০। প্রাকৃত লোকের বিচারে—"যিনি যে-ভাবেই ভজন করুন না, তিনি ভগবানকেই পাইয়া থাকেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, যে-উপায়েই ভগবান্‌কে ভজন করা যায়, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যেমন, কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহার বিভিন্ন পথ আছে, তদ্রূপ ভগবানের নিকট যাইবারও বিভিন্ন পথ। ভগবান্‌কে কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, রাম, হরি, ব্রহ্ম, যে-কোন নামেই ডাকা হউক্ না কেন, একই কথা ; অথবা, যেমন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে এবং তাহাকে যে-কোন নামে ডাকিলে তিনি উত্তর প্রদান করেন, তদ্রূপ ভগবৎসম্বন্ধেও সেই কথা।'

কিন্তু এই সকল কথা বালোচিত মনোধর্ম্মিব্যক্তিগণের মনোরঞ্জক হইলেও সারগ্রাহি-ব্যক্তিগণ উহা কুসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যিনি স্বর্গাদি-কামী হইয়া আধিকারিক দেবতার উপাসনা করিবেন, ভগবদ্বিমুখিনী মায়াশক্তি তাঁহাকে ঐ সকল আধিকারিক দেবতাতেই শ্রদ্ধারূপ ফল প্রদান করিয়া তাঁহাকে আত্যন্তিক মঙ্গলরূপ ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন এবং জন্মমরণমালার কর্ম্মচক্রে কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে ভ্রমণ করাইবেন। আর যাঁহারা নিত্য ভগবৎসেবা-প্রার্থী হইবেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে তাঁহার নিত্যসেবা প্রদান করিবেন। সুতরাং যিনি যে-ভাবে ভজন করুন না কেন, তিনি ভজনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, সত্য ; কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, সকল ফল সমান নহে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামীর ফল এবং নিত্য অহৈতুকী কৃষ্ণসেবা-প্রার্থীর ফল এক নহে। ধর্ম্মার্থাদির ফল—নশ্বর স্বর্গাদি, সাযুজ্য-মোক্ষাদির ফল—আত্মবিনাশাদি, অহৈতুকী হরিসেবার উত্তর ফল—নিত্য নবনবায়মান হরিসেবা-লাভ বা ভগবৎপ্রেমা। সুতরাং ধর্ম্মার্থকামী, নির্ব্বিশেষ-মুক্তিকামী ও হরিসেবাতৎপর ব্যক্তির ফলে 'আকাশ-পাতাল' ভেদ বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

জড়জগদধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী মহামায়া ও অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি ও বিরূপবৈভব; তাঁহারা ভগবানের আদেশে জগৎসৃষ্টি-কার্য্যের বিভিন্ন অংশের পরিচালনা করিতেছেন। জগৎসৃষ্টি-কার্য্যটী ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির কোনও ব্যাপার নহে। চিদ্ধামে যে-সকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাই অন্তরঙ্গা-শক্তির কার্য্য, উহা যোগমায়াদ্বারা সাধিত হয়। যোগমায়া—ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি বা চিচ্ছক্তি ; যাঁহারা চিদ্ধামে ভগবানের সেবাপ্রার্থী হন, তাঁহারা যোগমায়ার নিষ্কপট কৃষ্ণ-সেবোন্মুখী কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জড়-ব্রহ্মাণ্ডে অভ্যুদয়মূলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতির অন্যাভিলাষ বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎসেবা-বিমুখিনী নির্ব্বিশেষ-গতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহামায়া বা রুদ্রাদি-দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়,—ব্রজললনাগণ নন্দগোপ-কুমারকে পতিত্বে লাভ করিবার জন্য অর্থাৎ চিদ্ধামে তাঁহার নিত্যসেবা-লাভের জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আরাধনা করিয়া-

---

বিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে পুরুষোত্তম-কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি-সেবা বিধান করে। যদিও মুক্তপুরুষের অভিধেয়-বিচারে শান্তের পরবর্ত্তী দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য উত্তরোত্তর বিভিন্ন প্রকার নিত্য-সদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়া বরণীয় হইয়াছে এবং তাহাতেও কৃষ্ণের প্রীতিমূলে কৃষ্ণবশ্যতা দেদীপ্যমান আছে, তথাপি উজ্জ্বল-রস উহাদিগকে ক্ষীণপ্রভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়। ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি-বিষয়ে দাস্যাদি বাৎসল্যান্ত প্রেমসমূহে কৃষ্ণপ্রীতি আকর্ষণ করিবার প্রকারভেদ অবস্থিত, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর বিশ্রম্ভ ও অত্যন্ত ঘনসমাশ্লেষ কান্তরসে যেরূপ দীপ্তির প্রোজ্জ্বলতা সাধন করে, সেরূপ অন্যত্র নাই।

"সাধ্য-বিষয়ক তারতম্য-নির্দ্দেশে কান্তভাবের মহিমা সর্ব্বোচ্চ স্থিরীকৃত হইলেও ঐ কান্তপ্রীতির আন্তর্গণিক বিচারধারা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পরিচয় দেয়। উহাই সাধ্যশিরোমণি বা মধুররতি-আশ্রিত ভগবৎ-অভিন্ন-কলেবরের সর্ব্বভাব-সমন্বিত প্রতিষ্ঠা।

"মধুররতির আশ্রিত-তত্ত্ব-বিচারে আলম্বনের আনুষঙ্গিক উদ্দীপন-বিচারে কৃষ্ণপ্রীতির ঘনপর্য্যায়ে হ্লাদিনীসার-সমবেত মহাভাবস্বরূপিণীর প্রাধান্য যাঁহার হৃদ্দেশ অধিকার করে তিনিই ধন্যতমা। মধুর-রসাশ্রিতা শতকোটী আশ্রিত-তত্ত্বের মধ্যে যিনি মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দনের

গোপীর প্রেম-ঋণ—কৃষ্ণের অপরিশোধ্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৯২ ॥

গোপীর মধুর-প্রেমেই কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-বিলাস প্রকটিত ঃ—

যদ্যপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের ধুর্য্য ।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। যদিও কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্যেই কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তথাপি ব্রজদেবীর সঙ্গ হইলে সে মাধুর্য্য অনন্তগুণে বৃদ্ধি পায় ; সুতরাং গোপীজনবল্লভ-প্রেমই সর্ব্বভক্তের সাধ্যসার। ইহাতে ভক্তের যেরূপ (পরিপূর্ণ-মাধুর্য্যময়) কৃষ্ণপ্রাপ্তি, এরূপ আর রসের কোন অবস্থাতেই নয়।

অনুভাষ্য

ছিলেন। আর সপ্তশতীতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা সুরথ এবং সমাধি-নামক বৈশ্য নিজদিগকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত কোন অভাবগ্রস্ত জীব মনে করিয়া জড়াধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার আরাধনা-তৎপর হইয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে 'যোগমায়া' ও 'জড়-মায়া'কে এক করিয়া 'মুড়ি ও মিছরী' সমান-দরে চালাইবার প্রয়াসীর ন্যায় 'সমন্বয়বাদ' প্রচার করা হয়, সে-স্থানে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভগবৎ-স্বরূপোপলব্ধির অভাবই জানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা জগতে দেখা যায়,—'কাণা-ছেলের নাম পদ্মলোচন' হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে সেরূপ নহে। ভগবানের নাম-নামীতে কোন ভেদ নাই,—ভগবানের কোন নামই নিরর্থক বা ভগবানের বাস্তবসত্তা হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীভগবানের নাম—বহুবিধ ; যথা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা, নারায়ণ, রুক্মিণীরমণ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ প্রভৃতি। কিন্তু যিনি ভগবানকে 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিয়া ডাকিবেন, তিনি নারায়ণের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন না ; কারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি নাম-সমূহ জগতের বিষ্ণুবহির্ম্মুখ জীবের সৃষ্ট অক্ষজজ্ঞানদত্ত নাম। 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিলে ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধি হয় না ; কারণ, সৃষ্টিকার্য্যটী ভগবানের স্বরূপশক্তির কার্য্য নহে, উহা—তাঁহার বহির্ম্মুখিনী শক্তির পরিচায়ক। আবার 'ব্রহ্ম' বলিলে ভগবানের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না ; কারণ, ভগবানের নির্ব্বিশেষ-ভাবই 'ব্রহ্ম' নামে খ্যাত, সুতরাং উহাও ভগবানের সম্যক্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের দ্যোতক নাম নহে। 'পরমাত্মা' বলিলেও ভগবানের সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না ; কারণ, ব্যষ্টি-জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে ভগবানের আংশিক পরিচয়ই 'পরমাত্মা' বলিয়া খ্যাত। আবার নারায়ণ-ভজনকারী ব্যক্তিও কৃষ্ণের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তও আবার এক কৃষ্ণেতেই মাধুর্য্যের দ্বারা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া সম্পূর্ণ পরম-চমৎকারিতা বর্ত্তমান দেখিয়া নারায়ণ-ভজনে স্পৃহা করেন না ;—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও 'রুক্মিণীরমণ' বলিয়া সম্বোধন করেন না। 'রুক্মিণীরমণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' জাগতিক অভিধানে প্রতি-শব্দ বা সমপর্য্যায়ভুক্ত শব্দ হইলেও একটীর পরিবর্ত্তে আর একটী ব্যবহৃত হইতে পারে না। যদি মূর্খতাবশতঃ কেহ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে 'রসাভাস'-দোষ হয়। যাঁহারা ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞ-সমাজের মত এরূপ রসাভাস বা সিদ্ধান্তবিরোধ করেন না। কিন্তু তথাপি কলির প্রাবল্যহেতু উচ্ছৃঙ্খলতা-পূর্ণ কুসিদ্ধান্তই উদারতা বা মহাসমন্বয়-বাদ বলিয়া এবং সৎসিদ্ধান্তই মূর্খলোকের দ্বারা গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতার নামে প্রচারিত হইতেছে।

৯০-৯২। আদি ৪র্থ পঃ ১৭৭-১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অত্যধিক অসামান্য প্রীতি সংগ্রহ করিবার লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাঁহার অসমোর্দ্ধ সেবায় যাঁহার চিত্তের আকৃষ্টির অভাব লক্ষিত হয়, তাহার ন্যায় ভাগ্যহীন জন জগতে বিরল। সেই কান্তভাবের পর্য্যালোচনা-কুশল-পাত্রই আশ্রিত-তত্ত্ব বৃষভানুনন্দিনীর কৌটিল্য ও বাম্যধর্ম্ম-বিচারে সেবাপ্রবৃত্তির সর্ব্বোত্তমতা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন। অত্যুৎকট ভজনচেষ্টায় বার্যভানবীর সেবা-প্রাবল্য মধুর-রসাশ্রিত তত্ত্বসমূহের একমাত্র বাঞ্ছিতপদ। রাধাদাস্য-বৃত্তিই সেবা-পরাকাষ্ঠা—ইহা যাঁহাদিগের ধারণা, তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির পথ অনুসরণ করিতে যোগ্য। সেইরূপ প্রতীতিতেই জীবের নির্ম্মল স্বরূপ-উদ্বোধনে স্বীয় ঈশ্বরীর স্বরূপ উপলব্ধি ঘটে। নিজ-স্বরূপের সেবা-সৌন্দর্য্যে স্বীয় ঈশ্বরীর পাল্যভাবে অবস্থিতিই জীবের মুক্তিপর্য্যায়ের চরম-সীমা,—উহা কেবল প্রাপঞ্চিক দুঃখরাহিত্য মাত্র নহে, পরন্তু কৃষ্ণপ্রীতি-উৎপাদিকা বৃত্তির সুষ্ঠু নৃত্যোল্লাস।

"প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলে শ্রীরাধাস্বরূপের উপলব্ধির অভাবে অনেকে ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট-অভিমানেও নারকীলভ্যা 'অহংগ্রহোপাসনা' করিয়া বসে। তাহারা ভাগ্যহীন ও কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত। সাধ্য-সাধন-আলোচনায় যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাকুলতা কোন জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্থানস্থিত-ধর্ম্মের বিপর্য্যয় সাধন করে, তাহা হইলে তাহার নিকট প্রেমভক্তির দ্বার রুদ্ধ থাকে। যাহাদের দূষিত প্রাপঞ্চিক ধারণা প্রবল, তাহারা মুখে ন্যূনাধিক বর্ণাশ্রমাধিকারের কথা বলিলেও সেই মল অপসারিত করিতে অসমর্থ হন। তাহারা যে-সকল প্রলপিত-বাক্যের উচ্চারণ-মুখে বর্ণাশ্রম পরিত্যাগের অভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহাতেও তাহাদের কোন মঙ্গলের উদয় হয় না। যদি প্রাকৃত-বর্ণ-বিচার বা প্রাকৃত-আশ্রম-বিচার

গোপীমধ্যে কৃষ্ণ—যেন, মণি-মধ্যে মরকত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৬)—

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ৯৪ ॥

(গ) গোপীর কৃষ্ণপ্রেমাই সাধ্যাবধি হইলেও প্রভুর পুনঃ প্রশ্ন ঃ—

প্রভু কহে,—"এই 'সাধ্যাবধি' সুনিশ্চয় ।
কৃপা করি' কহ, যদি আগে কিছু হয় ॥" ৯৫ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা প্রভুর 'অসমোর্দ্ধত্ব' বলিয়া রায়ের জ্ঞান ঃ—

রায় কহে,—"ইহার আগে পুছে হেন জনে ।
এতদিন নাহি জানি, আছয়ে ভুবনে ॥ ৯৬ ॥

(ঘ) শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমাই—সাধ্যশিরোমণি ঃ—

ইঁহার মধ্যে রাধার প্রেম—'সাধ্যশিরোমণি' ।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ৯৭ ॥

শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীরাধাকুণ্ডও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ঃ—

লঘুভাগবতামৃত (২।৪৫)-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৯৮ ॥

ভাগবতে শ্রীরাধার ইঙ্গিত ও অদ্বিতীয়ত্ব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩০।২৮)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥" ৯৯ ॥

প্রভুর উল্লাস ও রায়ের প্রশংসা-কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু কহে,—"আগে কহ, শুনিতে পাই সুখে ।
অপূর্ব্বামৃত-নদী বহে তোমার মুখে ॥ ১০০ ॥

অদ্বিতীয়া শ্রীরাধাতে কৃষ্ণের নিরপেক্ষ প্রেম ঃ—

চুরি করি' রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে ।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। দেবকীসুত ভগবান্ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সার হইলেও ব্রজ-দেবীর সঙ্গে তিনি হেমমণিদিগের মধ্যে মহা-মরকতের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন।

৯৫। এতাবৎ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কহিলেন,—**শ্রীগোপীজনবল্লভ-প্রেমই সাধ্যতত্ত্বের অবধি** বটে, তথাপি যদি আরও কিছু থাকে, তাহা বল।

৯৭। গোপীসাধারণের যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, তন্মধ্যে **শ্রীরাধার কৃষ্ণ-প্রেমই সাধ্যশিরোমণি-তত্ত্ব।** সাধারণ-জীবের পক্ষে ঐ ভাব-স্থলীয় ভাবগ্রহণের উপদেশ নাই ; কিন্তু সেই ভাবের অনুগত অর্থাৎ তদনুরূপ কৃষ্ণপ্রেমের অত্যুচ্চভাব গ্রহণ করিতে সিদ্ধাবস্থায় জীবের যোগ্যতা হইতে পারে। সাধনাবস্থায় রাধিকার সখী ও তৎপরিচারিকাগণের ভাবই অনুসরণীয়। **উদ্ধব-দর্শনে রাধিকার যে ভাব মহাপ্রভুতে লক্ষিত হয়, তাহা জীবের সাধ্য নয়, কিন্তু কথঞ্চিৎ অন্যাকারে অনুসরণীয়।**

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০১-১০২। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন,—অন্য সমস্ত গোপীর সহিত একত্রে (অবস্থিতা) রাধিকার সহিত নিরপেক্ষ প্রেম হইল না, অন্যাপেক্ষাবশতঃ প্রেমের গাঢ়তার স্ফূর্ত্তি হইল

অনুভাষ্য

৯৪। শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক পরীক্ষিতের নিকট রাসলীলাকারী গোপীমধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-বর্ণন,—

তত্র (বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে) হৈমানাং (সুবর্ণখচিতানাং মণীনাং) মধ্যে মহামরকতঃ যথা, [তথা ইব] তাভিঃ (ব্রজ-দেবীভিঃ) [বেষ্টিতঃ সন্] ভগবান্ দেবকীসুতঃ অতিশুশুভে।

৯৭-১১৫। আদি ৪র্থ পঃ ৬৮-৯৭ এবং ১২২-১৪৩, ২১৪-২১৯, ২৩৯-২৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। আদি, ৪র্থ পঃ ২১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৯। আদি, ৪র্থ পঃ ৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

করিতে গিয়া কেহ নিরন্তর-ভজনকারী পরমচতুর বক্তাকে তাহার আশ্রম ও বর্ণের প্রাপঞ্চিকতায় দর্শন করেন, তাহা হইলে ঐরূপ দর্শনকারীর কোনদিন ভোগময়ী ধারণা হইতে উন্নতস্তরে অভিগমন সম্ভবপর নহে।

"বৌদ্ধ-প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ অনেকসময় বাহ্যাবরণকে প্রাধান্য দেওয়ায় তাহাতে পরমহংস অবধূতগণের আচরণ ধরা যায় না। বাল-চাপল্য প্রকাশ করিয়া যদি কেহ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে গৈরিকবসনধারী-সন্ন্যাসী-মাত্র জ্ঞানে বা ব্রাহ্মণমাত্র বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শ্রীরায় রামানন্দ বা শ্রীরূপ-সনাতনকে বিচার-বহির্ভূত বর্ণাশ্রমে অবস্থিত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বহিঃপ্রজ্ঞা তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, জানিতে হইবে। তাঁহারা 'কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতা-মতি' শ্রীরামানন্দ-রায়ের শ্লোকটীর তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন।

"শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমভক্তি-প্রচারকল্পে শ্রীরামানন্দমুখে যে-সকল তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য-নির্দ্দেশক কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা স্নিগ্ধ, নিরপেক্ষ, ভগবৎকৃপালব্ধ সঞ্চারিত-শক্তি জনগণের পক্ষে উপযোগী এবং তাদৃশ উপযোগিতা সৌভাগ্যক্রমে প্রপঞ্চে বিচরণকারী জীবের অবশ্যপ্রাপ্য। কেহ তাদৃশ সৌভাগ্যকে সুদূর-পরাহত জানিয়া যদি পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে স্বীয় কল্যাণলাভের পথে কণ্টক-আরোপণ বা সুগম-পথ রুদ্ধ করিবেন মাত্র।"

(শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ-কৃত 'নীলাচলে ভক্তিবিনোদ' প্রবন্ধ 'গৌড়ীয়' ৭ম খণ্ড হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীরাধাতে কৃষ্ণের একনিষ্ঠ প্রেম ঃ—

রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ ।
তবে জানি,—রাধায় কৃষ্ণের গাঢ়-অনুরাগ ॥" ১০২ ॥

শ্রীরাধাতে কৃষ্ণপ্রীতির নিরুপমত্ব ঃ—

রায় কহে,—"তবে শুন প্রেমের মহিমা ।
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা ॥ ১০৩ ॥

সেবকের সেবালাভার্থ তাহার অদর্শনে সেব্যের বিলাপ ঃ—

গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া ।
রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধাই কৃষ্ণপ্রীতি-সেবার মূর্ত্তি ঃ—

শ্রীগীতগোবিন্দ (৩।১-২)—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১০৫ ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥১০৬॥

উক্ত শ্লোকদ্বয় বিচার ঃ—

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি ।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥ ১০৭ ॥

রাস-বর্ণন ঃ—

শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস ।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধা-পাশ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমে বামতা-ভাবের প্রাধান্য ঃ—

সাধারণ-প্রেম দেখি' সর্ব্বত্র 'সমতা' ।
রাধার কুটিল-প্রেম হইল 'বামতা' ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমার কৌটিল্য ঃ—

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১০২)—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ১১০ ॥

শ্রীরাধার রাস পরিত্যাগ-ফলে কৃষ্ণের তদন্বেষণ ঃ—

ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি' ।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল হরি ॥ ১১১ ॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের, ইচ্ছা রাসলীলা ।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ১১২ ॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে ।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ১১৩ ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি' কাঁহা রাধা না পাঞা ।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা ॥ ১১৪ ॥

কৃষ্ণকামপূর্ত্তি-বিগ্রহ শ্রীরাধিকার অসমোর্দ্ধত্ব ঃ—

শতকোটি-গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥" ১১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

না ; তন্নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ভয়ে রাধিকাকে রাসস্থলী হইতে চুরি করিয়া অন্য গোপীগণ হইতে পৃথক্ হইয়া গেলেন। "কংসারিরপি" শ্লোকটী (১০৫ সংখ্যা) এইস্থলে উদাহরণীয়।

১০৪। শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেম-সুলভ মমতা-দর্শনে কৌটিল্যবামতা-প্রযুক্ত রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা,—শ্রীমতী রাস-লীলার রস পুষ্টি করেন, কিন্তু তদভাবে শ্রীকৃষ্ণ খিন্ন হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১০৬। অনঙ্গবাণ-ব্রণদ্বারা খিন্নমানস ও কৃতানুতাপ হইয়া, মাধব কলিন্দনন্দিনী-তটস্থিত বনে ইতস্ততঃ রাধিকাকে অন্বেষণ করিয়াও না পাইয়া কুঞ্জমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিষাদ করিতে লাগিলেন।

১০৯-১১০। দুই-দুই গোপীর মধ্যে রাসমণ্ডলে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার পার্শ্বে এক মূর্ত্তি কৃষ্ণ—এইরূপ প্রকাশ হইয়াছিল। রাধিকা তাহাতে স্বীয় কুটিল-প্রেমের 'বামতা' প্রকাশ করিলেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে,—

সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব-কুটিলা গতি ; এতন্নিবন্ধন যুবক-যুবতীর মধ্যে 'অহেতু' ও 'সহেতু' এই দুইপ্রকার মানের উদয় হয়।

অনুভাষ্য

১০৫। আদি, ৪র্থ পঃ ২১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৬। অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ (কামশরব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ) মাধবঃ ইতস্ততঃ তাং রাধিকাম্ অনুসৃত্য (অন্বিষ্য) কৃতানুতাপঃ (কৃতঃ অনুষ্ঠিতঃ অনু পশ্চাৎ তাপো যেন সঃ রাধিকা-নাদর-রূপ-নিজাচরিতকর্ম্মজন্য-শোকবশঃ সন্) কলিন্দনন্দিনী-তটান্ত-কুঞ্জে (যমুনাতটপ্রান্তস্থকুঞ্জে) বিষসাদ (বিষণ্ণঃ অভূৎ)।

১১০। অহেঃ (সর্পস্য) ইব প্রেম্ণঃ গতিঃ স্বভাবকুটিলা (নিসর্গতঃ বক্রা) ভবেৎ ; অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ) হেতোঃ (কারণোদয়াৎ) অহেতোঃ চ (কারণাভাবাদপি) যূনোঃ (কান্তা-কান্তয়োঃ) মানঃ উদঞ্চতি (উদেতি)।

১১২-১১৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৪ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বক্তা রায়ের নিকট শ্রোতৃরূপী প্রভুর শিষ্যত্বাভিমান ঃ—

প্রভু কহে,—"যে লাগি' আইলাম তোমা-স্থানে ।
সেই সব তত্ত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে ॥ ১১৬ ॥

এতাবৎ প্রভুর কৃষ্ণভজন-ক্রম শ্রবণ ঃ—

এবে জানিলুঁ সাধ্য-সাধন-নির্ণয় ।
আগে আর আছে কিছু, শুনিতে মন হয় ॥ ১১৭ ॥

প্রভুর (১) কৃষ্ণ, (২) রাধা, (৩) রস ও (৪) প্রেমের স্বরূপ-তত্ত্ব বর্ণনার্থ রায়কে অনুরোধ ঃ—

'কৃষ্ণের স্বরূপ' কহ 'রাধার স্বরূপ' ।
'রস'—কোন্ তত্ত্ব, 'প্রেম'—কোন্ তত্ত্বরূপ ॥ ১১৮ ॥
কৃপা করি' এই তত্ত্ব কহ ত' আমারে ।
তোমা-বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে ॥" ১১৯ ॥

রায়ের আপনাকে 'যন্ত্র' ও প্রভুকে 'যন্ত্রি'-জ্ঞান ঃ—

রায় কহে,—"ইহা আমি কিছুই না জানি ।
তুমি যেই কহাও, সেই কহি বাণী ॥ ১২০ ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক-পাঠ ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট ॥ ১২১ ॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী ।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি ॥" ১২২ ॥

আপনাকে 'কৃষ্ণবিমুখ' ও 'দীন' জানাইয়া প্রভুর রায়কে ছলনা-চেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী ।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি ॥ ১২৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য-কথন ; সার্ব্বভৌম—ব্রাহ্মণ ও মুক্তিদাতা ; রামানন্দ—কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞ ও কীর্ত্তনকারী আচার্য্য বা বৈষ্ণব ঃ—

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল ।
'কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব কহ', তাঁহারে পুছিল ॥ ১২৪ ॥
তেঁহো কহে,—'আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা ।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা ॥' ১২৫ ॥

'বঞ্চক'-লীলাভিনয়কারী বৈষ্ণব ঃ—

তোমার ঠাঞি আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিয়া ।
তুমি মোরে স্তুতি কর 'সন্ন্যাসী' জানিয়া ॥ ১২৬ ॥

যে-কোন অবস্থায় থাকুন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই দিব্যজ্ঞানদাতা ঃ—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য

১১৬। মধ্য, ৮ম পঃ ১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১১৭। পাঠান্তরে—'সেব্য-সাধন-নির্ণয়।'

১২৬। অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী গুরু-বৈষ্ণবের নিকট জড়ীয় বহিঃসম্পদের মূল্য নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া গুরু-বৈষ্ণবের নিকট নিঃশ্রেয়সার্থী শিষ্যত্ব-প্রয়াসী ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল বিষয়-মদের দম্ভ প্রদর্শন করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। ঐ জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীর অভিমানকে সম্বল করিয়া কেহ যদি গুরু-বৈষ্ণবের নিকট বহির্দ্দৃষ্টিতে উপস্থিত হইয়াও প্রকৃতপক্ষে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার সহিত অভিগমন না করে, তাহা হইলে বৈষ্ণবও তাহাকে তাহার কাম্য বাহ্য-সম্মান দিয়া বিদায় করেন, অব্রাহ্মণ বা শূদ্র-জ্ঞানে তাহাকে কখনও দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সম্বন্ধানুভূতি প্রদান করেন না ; তৎফলে ঐ ব্যক্তি পরমার্থ-বঞ্চিত হইয়া নরকপথেই অগ্রসর হয়,—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দর প্রাকৃত-লোকের দৃষ্টিতে স্বয়ং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় (ব্রাহ্মণ-বর্ণ ও সন্ন্যাসাশ্রমে) অবস্থান করিয়া এবং শ্রীরামানন্দ-প্রভুকে তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর অবস্থায় (শূদ্রবর্ণ ও গার্হস্থ্যাশ্রমে) অবস্থাপিত দেখাইয়া কলিহত অক্ষজ-জ্ঞান-সর্ব্বস্ব নির্ব্বোধ-জীবকে ঐ প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি হইতে সতর্ক করিবার জন্য জগদ্‌গুরু আচার্য্যরূপে শিক্ষা প্রদান করিলেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৭। প্রভু কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং শূদ্রদিগের নিকট (হইতে) ধর্ম্মশিক্ষা আমার অনুচিত, এরূপ মনে করিও না। কেননা, বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মশিক্ষা ও দীক্ষাতেই ব্রাহ্মণ-গুরুর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞান—সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের 'গুরু' হইবার অধিকার-বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে,—বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্যপুরুষ থাকিতে হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়—এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষি-বৈষ্ণবপর ; অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধি-মতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত

অনুভাষ্য

১২৭। বর্ণে ব্রাহ্মণই হউন, বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রই হউন, আশ্রমে সন্ন্যাসী হউন বা ব্রহ্মচারি-বাণপ্রস্থ-গৃহস্থই হউন, যে-কোন বর্ণে বা যে-কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু অর্থাৎ বর্ত্মপ্রদর্শক, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে,—

রায়কে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে অনুরাধে ঃ—

'সন্ন্যাসী' বলিয়া মোরে না করিহ বঞ্চন ।
কৃষ্ণ-রাধা-তত্ত্ব কহি' পূর্ণ কর মন ॥" ১২৮ ॥

প্রভুর মায়ায় মহামহাসূরিগণও মুগ্ধ, কিন্তু বাস্তব-তত্ত্ববিৎ রামানন্দ ধীর-স্থির ঃ—

যদ্যপি রায়—প্রেমী, মহাভাগবতে ।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর ইচ্ছাশক্তি-চালিত সেবকের চলন—মায়াদাস্য নহে, উহা প্রভুর ইচ্ছাশক্তির প্রভুত্ব ও রায়ের বশ্যত্ব-জ্ঞাপক ঃ—

তথাপি প্রভুর ইচ্ছা—পরম প্রবল ।
জানিলেহ রায়ের মন হৈল টলমল ॥ ১৩০ ॥

রায় কহে,—"আমি—নট, তুমি—সূত্রধার ।
যেই মত নাচাও, সেই মত চাহি নাচিবার ॥ ১৩১ ॥
মোর জিহ্বা—বীণাযন্ত্র, তুমি—বীণাধারী ।
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি ॥ ১৩২ ॥

(১) কৃষ্ণতত্ত্ব-বর্ণনারম্ভ ; কৃষ্ণের স্বরূপ-পরিচয় ঃ—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥ ১৩৩ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহা,—সবার আধার ॥ ১৩৪ ॥
সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে-কোন বর্ণে বা যে-কোন আশ্রমেই পাওয়া যান, তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া বরণ করাই বিধি।' শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন,—"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।। ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদঃ। অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ।। মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।। বিপ্র-ক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্। শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ।।'

অনুভাষ্য

বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না। শ্রীমহাপ্রভুর এই আদেশ শাস্ত্রীয় আদেশের বিরুদ্ধ নহে। এই তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীবিশ্বম্ভর-মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী-সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমাধ-বেন্দ্রপুরী গোস্বামী (মতান্তরে, শ্রীমদ্ লক্ষ্মীপতি তীর্থ) সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ঐ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-সন্ন্যাসীর নিকটই দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ শৌক্র-ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দের নিকট, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শৌক্রব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুরের নিকট, কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীদাসগদাধরের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। ধর্ম্ম-ব্যাধাদি অনেকেরও শিক্ষাগুরু হইবার ব্যাঘাত ছিল না। মহাভারতীয় স্পষ্ট আদেশ-সমূহ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায় ৩২ শ্লোকে —"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।" এই বাক্যে বিধিলিঙ্-প্রয়োগে বৈষ্ণব-বিশ্বাসানুগমনে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তার বৃত্তব্রাহ্মণতাই স্বাভাবিক; সুতরাং কলি-প্রচলিত শৌক্র-সম্বন্ধ ব্যতীত ব্রাহ্মণতা যেখানে হইতে পারে না, তৎস্থলে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলে শৌক্রশূদ্রও শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া গুরু হইতে পারেন—ইহাই শ্রীমহাপ্রভু

অনুভাষ্য

সূক্ষ্মভাবে বুঝাইয়া দিলেন। যে-সকল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈদিক-বাজ-সনেয় শাখান্তর্গত কাত্যায়ন-গৃহ্যসূত্রোক্ত সাবিত্র্য-সংস্কার গ্রহণ করেন না, তাঁহারা—একায়নশাখী দৈক্ষ্যব্রাহ্মণমাত্র। কিন্তু নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহাদিগকে অনেক সময় 'অচ্যুতব্রাহ্মণ' বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া নিরয়গামী হয় ; তজ্জন্য রসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দদাসের বংশে, নবনী-হোড়ের বংশে সাবিত্রব্রাহ্মণ-সংস্কার এবং শৌক্রবিপ্রশিষ্য-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-কার্য্য আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহাই যে একমাত্র বিধি হইবে, এরূপ নহে। বৈষ্ণবগণ লক্ষণদ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু নির্ব্বোধগণ তাদৃশ লক্ষণদ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন। হরিভক্তিবিলাসে সংগৃহীত সিদ্ধান্ত শ্রীমহাপ্রভুর নিজ আদর্শাচার ও উপদেশের সহিত এক হইলেও নির্ব্বোধের বিচারে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এই সংখ্যাধৃত 'গুরু'-শব্দটীতে তাহার বিচারে শ্রবণগুরু বা ভজন-শিক্ষাগুরুই উদ্দিষ্ট, দীক্ষা বা মন্ত্রদাতা গুরু উদ্দিষ্ট হন নাই ; কেননা, তাহার মতে বংশ-পরিচয় অর্থাৎ রক্ত বা শুক্রই দিব্যজ্ঞান-দাতার অধিকার নির্ণয় ও পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং শুদ্ধাত্মবৃত্তি কৃষ্ণভক্তি তাহার মতে নিরপেক্ষ নহে; বিশেষতঃ দীক্ষাগুরু বা মন্ত্রদাতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য তাহার মূর্খতানুসারে 'শ্রবণ-গুরু' অথবা 'ভজন-শিক্ষাগুরু' অপেক্ষা অধিকতর! এ-সম্বন্ধে আদি, ১ম পঃ ৪৭ সংখ্যার অনুভাষ্য বিশেষভাবে আলোচ্য। বস্তুতঃ ঐরূপ ধারণা তাহাদের অক্ষজ-জ্ঞানজনিত অপরাধের ফলমাত্র।

১২৯। আদি, ৩য় পঃ ৮৫-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩১। সূত্রধার—"বর্ত্তনীয়তয়া সূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে। রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে।।" নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট।

ব্রহ্মসংহিতা (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৩৬ ॥

ব্রজে নিত্যসেবিত মদনমোহন-বিগ্রহ ঃ—

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন' ।
কামগায়ত্রী, কামবীজে যাঁর উপাসন ॥ ১৩৭ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের আকর্ষণ-শক্তি ঃ—

পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম ।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ ১৩৯ ॥

অনুভাষ্য

১৩৬। আদি, ২য় অধ্যায় ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। বৃন্দাবন—ব্রহ্মসংহিতায় ৫ম অঃ ৫৬ শ্লোক—"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণ-ময়ী তোয়মমৃতম্। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।। স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্ নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে।।" "অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে সকলই চিন্ময় ; অপ্রাকৃত লক্ষ্মী বা গোপীসমূহ—কান্তা, পরমপুরুষ কৃষ্ণ —সকলের কান্ত, তথাকার বৃক্ষসমূহ—কল্পতরু, ভূমি—চিন্তা-মণিগণ-সমন্বিত, সলিল—অমৃত, কথা—গান, গমন—নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী, চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসমূহ—চিদানন্দময় ; সেই অপ্রাকৃত চিন্ময়ভাবই আস্বাদ্য বা অনুশীলনীয় ; তথায় চিন্ময় গোসমূহ হইতে ক্ষীরসমুদ্র প্রবহমান হইতেছে, তথায় নিমেষার্দ্ধকালও নিত্যকালই অথবা তথায় কাল বৃথা অতিবাহিত হইয়া ভিন্ন-কালে পরিণত হয় না। এই প্রপঞ্চোদিত বৃন্দাবন-ধামের—যাহাকে কতিপয় দুর্ল্লভ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুগণ 'গোলোক' বলিয়া জানেন—সেই শ্বেতদ্বীপের—আমি ভজন করি।" জড়বুদ্ধিযুক্ত নিজজড়েন্দ্রিয়-প্রাপ্য ও ভোগ্য পার্থিব-জ্ঞানে বৃন্দাবন-দর্শন ঘটে না ; যেহেতু অপ্রাকৃত বৃন্দাবন—অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত ক্ষেত্র। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তৎকৃত 'প্রার্থনা'য়—"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।। রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব শ্রীযুগল-পিরীতি।।" মধ্য, ১৪ পঃ ২১৯-২২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অপ্রাকৃত নবীনমদন—জড় বা প্রাকৃত ও তদ্বিপরীত চিন্ময় বা অপ্রাকৃত, উভয় অবস্থাতেই 'কাম' বর্ত্তমান বটে ; তবে জড়-কাম কালদ্বারা ক্ষুব্ধ হয় অর্থাৎ প্রকাশকালেই ইহার অনুভূতি হয় এবং পরক্ষণে মলিন হয় ও থাকে না ; আর অপ্রাকৃত কাম—নিত্য নবনবায়মান অর্থাৎ কালে তাহার সমাপ্তি নাই, সর্ব্বদাই উজ্জ্বল থাকে। জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কাম—জড়-দেহ-মনোবৃত্তি এবং উহা ইন্দ্রিয়তর্পণপর প্রত্যেক কৃষ্ণবিমুখ জীবের নিসর্গে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭-১৩৮। চিন্ময়ধামরূপ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ—প্রকৃতির অতীত অভিনব-মদনস্বরূপে বিরাজমান। 'মদন'-শব্দে সামান্যতঃ জড়-কবিসকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহা—প্রাকৃত-জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষী, নিতান্ত প্রাকৃত ও হেয় কামতত্ত্ব। জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়া দেহে আত্মাভিমান করত সেই কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থাতে অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুইপ্রকার—'স্বরূপগত' ও 'বস্তুগত'। তত্ত্বপ্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু 'বস্তুতঃ' এখনও জড়সম্বন্ধ বিগত হয় নাই, এমত অবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্বের কথঞ্চিৎ উদয় হইলে 'স্বরূপতঃ' বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়, কিন্তু বস্তুতঃ' হয় না ; স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছা-ক্রমে সম্বন্ধগত রহিত হইলেই 'বস্তুতঃ' বৃন্দাবনে অবস্থিতি হয়। স্বরূপাবস্থিতিতে সাধনা আছে, সেই সময় চিন্ময়ী কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে। পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম, সকলকেই সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মন্মথমন্মথ-স্বরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

কামগায়ত্রী—সাড়ে চব্বিশ অক্ষরে একটী বেদমন্ত্র-বিশেষ। কামবীজ—কৃষ্ণোপাসনায় যে বীজ জপিত হয়, তাহাই।

অনুভাষ্য

বর্ত্তমান, কিন্তু তাৎকালিক মাত্র ; আর চিদিন্দ্রিয়ের সেব্য মদন—মন্মথমন্মথ কৃষ্ণচন্দ্র ; তিনি—নিত্য নবীন, স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ।

কাম-গায়ত্রী—'গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।' 'যে বস্তু গানকারীকে ত্রাণ করে বা গানদ্বারা ত্রাণ করায়।' মধ্য, ২১শ পঃ ১২৫ সংখ্যা—"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ, সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে-অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি' উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়।।'—"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।" কামদেব (১৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) বা মদনমোহন-কৃষ্ণই সম্বন্ধাধিদেবতা, পুষ্পবাণ বা গোবিন্দই অভিধেয়াধিদেবতা এবং অনঙ্গ বা গোপীজনবল্লভই প্রয়োজনাধিদেবতা। কামগায়ত্রী—অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত-অনুভূতিতে অপ্রাকৃত-বচনাবলম্বনদ্বারা সাধক কৃষ্ণের উপাসনা করেন।

ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ ২৭-২৮ শ্লোক—"অথ বেণু-নিনাদস্য

নানা-ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয় ।
সেই সব রসামৃতের 'বিষয়' 'আশ্রয়' ॥ ১৪০ ॥

বার্ষভানবী-দয়িতের জয় ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।১)—
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে স্বয়ং কৃষ্ণই মুগ্ধ ঃ—
শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর ।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্ত-হর ॥ ১৪২ ॥

ব্রজসুন্দরীগণের সহিত নিত্যবিলাসী কৃষ্ণ ঃ—
শ্রীগীতগোবিন্দ (১।১।১)—
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণ-রূপ-মাধুর্য্য নারায়ণের এবং লক্ষ্মীরও আকর্ষক ঃ—
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন ।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ১৪৪ ॥

অনুভাষ্য

ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ। স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাজানি স্বয়ম্ভুবঃ।। গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।। সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ।। ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধির্বিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ। তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবম্।।" অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতি (বেদমাতা ত্রি-অষ্টাক্ষরী—ত্রিবিধ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মিকা) প্রকাশিত হইয়া স্বয়ম্ভু-ব্রহ্মার মুখপদ্মে সহসা প্রবিষ্ট হইল। পদ্মযোনি ব্রহ্মা বেণুগীত-নিঃসৃত গায়ত্রী-দীক্ষা লাভ করিয়া আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দ্বিজ-সংস্কার প্রাপ্ত হইলেন (শ্রীজীব প্রভুর টীকা দ্রষ্টব্য)। ত্রয়ীময়ী অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিশিষ্টা গায়ত্রী-স্মরণদ্বারা জাগরিত হইয়া ব্রহ্মা তত্ত্বসমুদ্রে নিষ্ণাত হইলেন অর্থাৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং এই বেদসার-স্তোত্রদ্বারা কেশবকে সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতি লাভ করিলেন।

কামবীজ—অপ্রাকৃত 'ক্লীং'। ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায়ে ৩য় শ্লোক—"প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসেনাবস্থিতং হি যৎ। জ্যোতীরূপেণ মনুনা কাম-বীজেন সঙ্গতম্।।" অপ্রাকৃত কামবীজ-সংযুক্ত অপ্রাকৃত কাম-গায়ত্রীদ্বারা অপ্রাকৃত নিত্য নূতন মদনমোহন বিগ্রহের অপ্রাকৃত উপাসনা হয় ; যথা, গোপালতাপনী উপনিষদে "তস্য পুনারসনং জলভূমীন্দু-সম্পাতকামাদি-কৃষ্ণায়েত্যেকং পদং গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং গোপীজনেতি তৃতীয়ং বল্লভায়েতি তুরীয়ং স্বাহেতি পঞ্চমমিতি পঞ্চপদীং জপন্ পঞ্চাঙ্গং দ্যাবাভূমী সূর্য্যচন্দ্রমসৌ সাগ্নী তদ্রূপতয়া ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ইতি।" শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা—"জলং ককারঃ তদ্বাচিত্বাৎ, ভূমির্লকারঃ লকার-বীজত্বাৎ, তথা ঈ—দীর্ঘ ঈকারঃ অগ্নিঃ কৃত-সন্ধিত্বাৎ, ইন্দুরনুস্বারঃ তদাকারত্বাৎ। তেষাং সম্পাতো মিলনং তেন জাতং যৎ কামবীজং তদাদিকং কৃষ্ণায়েত্যেকপদমিত্যর্থঃ। অর্থাৎ 'ক্লীং' এই বীজটী—জল (ক-কার), ভূমি (ল-কার), ঈ (দীর্ঘ ঈকার বা অগ্নি) এবং ইন্দু (অনুস্বার) ইহাদিগের সম্মিলনে প্রকটিত। এই ক্লীং-বীজকে আদিতে যোগ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে কৃষ্ণ-নামক পরব্রহ্মের রসন অর্থাৎ সন্তোষমূলক উপাসনা হইয়াছে। আদি ৫ম পঃ ২১২-২১৪, ২১৯, ২২১-২২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৮। আদি, ৪র্থ পঃ ১৪৭-১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৯। আদি, ৫ম পঃ ২১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪০। বিষয়—কৃষ্ণ। আশ্রয়—রসাশ্রিত ভক্ত।

১৪১। অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ (অখিলাঃ শান্তাদ্যাঃ পঞ্চ মুখ্য-রসাঃ হাস্যাদ্যাঃ সপ্ত গৌণরসাশ্চ যস্মিন্ তদেব অমৃতং পরমানন্দ এব মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ) প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ (প্রসৃমরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধে বশীকৃতে তারকা-পালী যেন সঃ) কলিত-শ্যামা-ললিতঃ (কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্যামা চ ললিতা চ যেন সঃ) রাধাপ্রেয়ান্ (রাধায়াঃ প্রেয়ান্ প্রিয়তমঃ) বিধুঃ (কৃষ্ণচন্দ্রঃ) জয়তি।

১৪২। আদি ৪র্থ পঃ ১৪৪ ও ২২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। আদি ৪র্থ পঃ ২২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৪। আদি ৫ম পঃ ২২৩ এবং মধ্য ৯ম পঃ ১১১-১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। পূর্ব্বকথিত পঞ্চপ্রকার রসামৃত-উপাসনায় ভক্তই সেই রসের 'আশ্রয়' এবং উপাস্য শ্রীকৃষ্ণই সেই রসের 'বিষয়'।

১৪১। (ভক্তিরসামৃতে) অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, প্রসরণশীল-কান্তিদ্বারা, তারকা-পালি-নাম্নী সখীদ্বয়ের অবরুদ্ধকারী, শ্যামা এবং ললিতাসখীর বশকারী, রাধার অত্যন্ত প্রিয়, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র জয়যুক্ত হউন। তাৎপর্য্য এই,—যিনি যেই রসেই তাঁহাকে ভজন করুন, শ্রীকৃষ্ণ সেই রসামৃতমূর্ত্তি হইয়াও রাধিকার রসেরই একমাত্র পরম বিষয়।

১৪২। শৃঙ্গার—রসরাজ ; তন্ময়-মূর্ত্তিধর—শ্রীকৃষ্ণ ; এত-ন্নিবন্ধন কৃষ্ণের শ্রীরূপ কৃষ্ণের পর্য্যন্ত চিত্ত হরণ করে।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৯।৫৮)—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা, ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে ।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্, হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥১৪৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১৪৬॥

নিজ-মাধুর্য্যে নিজেই মুগ্ধ ঃ—

আপন-মাধুর্য্যে হরে আপনার মন ।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ ১৪৭ ॥

রাধিকার ন্যায় নিজমাধুর্য্য ভোগ করিতে নিজেরই ব্যগ্রতা ঃ—

শ্রীললিতমাধব (৮।৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৮ ॥

(২) রাধিকার তত্ত্ব-বর্ণনারম্ভ ঃ—

এই ত' সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধা-তত্ত্বরূপ ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণের শক্তিত্রয় ঃ—

কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন—প্রধান ।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি'-নাম ॥ ১৫০ ॥
'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে ।
অন্তরঙ্গা 'স্বরূপ-শক্তি'—সবার উপরে ॥ ১৫১ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১৫২ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপাভিন্ন স্বরূপশক্তি ঃ—

সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৫৩ ॥

স্বরূপশক্তির ত্রিবিধ রূপ ঃ—

আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী' ।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে জ্ঞান করি' মানি ॥ ১৫৪ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ১৫৫ ॥

অনুভাষ্য

১৪৫। দ্বারকায় বিপ্রকুমারকে অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অর্জ্জুনের চেষ্টা বিফল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে করিয়া বিপ্রকুমার প্রদর্শন করাইবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের পরবর্ত্তী প্রকৃতির পরিণামরূপ, ভীষণ অন্ধকাররাশি সুদর্শনচক্র-প্রভাবে অতিক্রম করিয়া মহাসলিলরাশির মধ্যে 'মহাকালপুরে' স্থিত সহস্রফণ-অনন্তে শয়ান শেষশায়ীকে দর্শনপূর্ব্বক অভিবাদন করিলে পরমেষ্ঠীপতি ভগবান্ শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে বলিলেন,—

ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্মসংরক্ষণায়) কলাবতীর্ণৌ (কলাভিঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ অবতীর্ণৌ প্রকটৌ) যুবয়োঃ দিদৃক্ষুণা (দর্শনেচ্ছুনা) মে (মম) ভুবি (মহাকালপুরে) দ্বিজাত্মজাঃ (বিপ্রকুমারাঃ) ময়া উপনীতাঃ (আনীতাঃ) ; ভূয়ঃ পুনরপি অবনেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভরাসুরান্ (ভারভূতান্ বিষ্ণু-বিরোধি-দৈত্যান্) হত্বা ইহ (অত্র) মে অন্তি (সমীপং) ত্বরয়া (শীঘ্রমেব) ইতম্ (আগচ্ছতম্)।

১৪৬। কালিয়-নাগ শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্রহারে মূর্চ্ছিত ও ভগ্ন-শির হইলে তৎপ্রতি নাগপত্নীগণের স্তবোক্তি,—

যদ্বাঞ্ছয়া (যৎ যস্য পাদপদ্মরেণুস্পর্শাধিকারস্য বাঞ্ছয়া ইচ্ছয়া) শ্রীঃ (ব্রহ্মাদিসেব্যা লক্ষ্মীঃ) ললনা (উত্তমা স্ত্রী অস্মদ্-গরীয়সী) [অপি সর্ব্বান্] কামান্ বিহায় ধৃতব্রতা (ব্রতনিষ্ঠা তপস্বিনী সতী) সুচিরং তপঃ অচরৎ, অস্য (সর্পযোনি-লব্ধজীব-স্যাপি কালিয়স্য) তব অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ (তাদৃশদুর্ল্লভ-পদরজঃস্পর্শনে অধিকারঃ সামর্থ্যং) কস্য (সুকৃতস্য) অনু-ভাবঃ (ফলং),—[বয়ম্ এতৎ] ন বিদ্মহে (জানীমঃ)।

১৪৭। আদি ৪র্থ পঃ ১৪৮-১৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৮। আদি ৪র্থ পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০-১৫১। আদি ২য় পঃ ১০১-১০৩ সংখ্যা, ৫ম পঃ ৪২, ৪৫, ৫৭-৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। আদি ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৩-১৫৫। আদি ৪র্থ পঃ ৬১-৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। ভূমা পুরুষ কহিলেন,—হে কৃষ্ণার্জ্জুন, তোমাদিগকে দেখিবার মানসে আমি ব্রাহ্মণকুমারদিগকে এখানে আনিয়াছি। তোমরা জগতের ধর্ম্মরক্ষার জন্য কলার সহিত অবতীর্ণ হইয়াছ এবং অবনীর ভাররূপ অসুরদিগকে মারিয়া পুনরায় শীঘ্র আগমন কর। তাৎপর্য্য এই,—ভূমাপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার রূপ দেখিবার মানসে দ্বিজকুমারদিগকে অপহরণের ছল করিয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।

১৪৬। হে দেব, যাঁহার চরণরেণু লাভ করিবার বাসনায় কমলা বহুকাল সমস্তকাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতব্রতা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই চরণরেণু এই কালীয়-সর্প যে কি সুকৃতিদ্বারা লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা জানি না।

হ্লাদিনী-সংজ্ঞার হেতু ও কার্য্য ঃ—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তা'তে নাম—'আহ্লাদিনী'।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ ১৫৬ ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে 'হ্লাদিনী'—কারণ ॥ ১৫৭ ॥

হ্লাদিনী ও শ্রীরাধিকা ঃ—

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান ॥ ১৫৮ ॥
প্রেমের পরম-সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ১৫৯ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে রাধাচন্দ্রাবলীর তারতম্য-কথনে (২।২)—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১৬০ ॥

শ্রীরাধার 'স্বরূপ' ও 'দেহ' একই বস্তু, তাহা সম্পূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমময় ঃ—

প্রেমের 'স্বরূপ'-'দেহ'—প্রেমের ভাবিত।
'কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ' জগতে বিদিত ॥ ১৬১ ॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৩৭)—

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬২ ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী, অষ্টসখী—তদভিন্ন কায়ব্যূহ ঃ—

সেই মহাভাব হয় 'চিন্তামণি-সার'।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর ॥ ১৬৩ ॥
'মহাভাব-চিন্তামণি' রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী—তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥ ১৬৪ ॥

কৃষ্ণ-প্রণয়ের মূর্ত্তিবিগ্রহ শ্রীরাধিকার বর্ণনা ঃ—

রাধা-প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ—সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তা'তে সুগন্ধি দেহ—উজ্জ্বল-বরণ ॥ ১৬৫ ॥

শ্রীরাধার ত্রিবিধ ধারায় স্নান ; শ্রীরাধা-বিগ্রহ-বর্ণন ঃ—

কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥ ১৬৬ ॥
লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ-লজ্জা-শ্যাম-পট্টসাটি-পরিধান ॥ ১৬৭ ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ—দ্বিতীয় অরুণ-বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ-আচ্ছাদন ॥ ১৬৮ ॥
সৌন্দর্য্য—কুঙ্কুম, সখী-প্রণয়—চন্দন।
স্মিতকান্তি—কর্পূর, তিনে—অঙ্গে বিলেপন ॥ ১৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৭-১৬১। এইস্থলে আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিলে এইসকল কথা ভালরূপ বুঝা যাইবে।

১৬৫-১৭৯। শ্রীরাধিকার গুণবর্ণনায় করিবাজ গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিকৃত এই 'প্রেমাম্ভোজ-মকরন্দ'-নামক স্তবটীকে অবলম্বন করিয়াছেন,—

"মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাম্। সখীপ্রণয়সদ্গন্ধ-বরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্ ॥১॥ কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া। লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্ ॥২॥ হ্রীপট্টবস্ত্র-গুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঞ্চিতাম্। শ্যামলোজ্জ্বলকস্তূরীবিচিত্রিত-কলেবরাম্ ॥৩॥ কম্পাশ্রুপুলকস্তম্ভস্বেদগদ্গাদরক্ততা। উন্মাদো

অনুভাষ্য

১৫৬-১৫৭। আদি ৪র্থ পঃ ৫৯-৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৮-১৬২। আদি ৪র্থ পঃ ৬৮-৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৩। আদি ৪র্থ পঃ ৮৭ ও ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৪। আদি ৪র্থ পঃ ৭৯ সংখ্যা ও আদি ৫ম পঃ ২১৩ ও ২১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৫-১৭৯। শ্রীরাধাই কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ অর্থাৎ তাঁহার মানসিক ভাব, কায়িক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বেষাদি, সমস্তই যে কৃষ্ণপ্রেমের এক একটী শোভা বা ভূষণ, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন।

১৬৫। সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন—সৌগন্ধযুক্ত আবাটা, যদ্দারা অঙ্গের মল দূরীভূত হয় ; তাহাতে ঐ কৃষ্ণস্নেহ আবাটা মাখান-হেতু দেহ সৌগন্ধপূর্ণ ও উজ্জ্বলবর্ণ।

১৬৩-১৭০। শ্রীমতী রাধিকার স্বরূপ—কৃষ্ণাভিলাষপূর্ণ-কারী মহাভাব-চিন্তামণি। ললিতাদি সখীগণ—তাঁহার কায়ব্যূহ-সদৃশ বা প্রকাশবিন্যাস। (১) কৃষ্ণস্নেহ-আবাটা মাখিয়া প্রথম বা পূর্ব্বাহ্ন-স্নানের জলই কারুণ্যামৃত অর্থাৎ পৌগণ্ড অতিক্রম করিয়া প্রথম কৈশোরে করুণাবিশিষ্ট নবযৌবন ; (২) মধ্যম বা মধ্যাহ্ন-স্নানের জল তারুণ্যামৃত বা ব্যক্ত-যৌবন ; (৩) তদুপরি স্নান বা অপরাহ্ণ-স্নানের জল লাবণ্যামৃত বা পূর্ণযৌবন ; অর্থাৎ কায়িক-গুণের যে বয়স, রূপ ও লাবণ্য, উহাই ত্রিবিধ স্নান-জল। বসন দ্বিবিধ—(১) অধোবসন ও (২) উত্তরীয়। (১) অধোবসন—লজ্জারূপা, উহা শ্যামপট্টসূত্রদ্বারা নির্ম্মিত নীল-সাটী ; দ্বিতীয়-বসন অরুণবর্ণ—তাহাই কৃষ্ণানুরাগ। কৃষ্ণপ্রণয়মানরূপ কাঁচুলী-দ্বারা শ্রীরাধিকার বক্ষোদেশ আবৃত। শ্রীরাধার কায়িকগুণের সৌন্দর্য্যই কুঙ্কুম, অবিরূপতা—সখী-প্রণয়রূপ চন্দন, মাধুর্য্য—স্মিতকান্তিরূপ কর্পূর ; এই তিন বস্তু অঙ্গের লেপন অর্থাৎ

কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস—মৃগমদ-ভর ।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর ॥ ১৭০ ॥
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য—ধম্মিল্ল-বিন্যাস ।
'ধীরাধীরাত্মক' গুণ—অঙ্গে পট্টবাস ॥ ১৭১ ॥
রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল ।
প্রেমকৌটিল্য—নেত্রযুগলে কজ্জ্বল ॥ ১৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥৪॥ ক্লিপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীম্ । ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্ ॥৫॥ প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাম্ । কৃষ্ণনামযশঃ-শ্রাবাবতংসোল্লাসিকর্ণিকাম্ ॥৬॥ রাগতাম্বূলরক্তৌষ্ঠীং প্রেম-কৌটিল্য-কজ্জ্বলাম্ । নর্ম্মভাষিতনিঃস্যন্দস্মিত-কর্পূরবাসিতাম্ ॥৭॥ সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া । নিবিষ্টাং প্রেম-বৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্ ॥৮॥ প্রণয়ক্রোধসচ্চোলীবন্ধগুপ্তী-কৃতস্তনাম্ । সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষি-যশঃশ্রী-কচ্ছপী-রবাম্ ॥৯॥ মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধলীলান্যস্তকরাম্বুজাম্ । শ্যামাং শ্যামস্মরামোদ-মধূলী-পরিবেশিকাম্ ॥১০॥ ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ । স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্ ॥১১॥ ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ । অতো গান্ধর্ব্বিকে হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্ ॥১২॥ প্রেমাম্ভোজমকরন্দাখ্যং স্তবরাজ-মিমং জনঃ । শ্রীরাধিকাকৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥১৩॥

অনুভাষ্য

তাঁহার অঙ্গ—সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা ও মাধুর্য্যভূষিত। কৃষ্ণের উজ্জ্বলরসই মৃগমদ-কস্তুরী, ইহাই মার্দ্দবরূপ কায়িক গুণ।

১৭১। প্রচ্ছন্নমান—অন্তরে বক্রতাবিশিষ্ট হইয়াও প্রকাশ্যে দক্ষিণা-ভাব প্রদর্শন। বাম্য—সরলতার অভাব বক্রতা, মধ্য ১৪ পঃ ১৬১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। ধম্মিল্ল—খোঁপা।

ধীরাধীরাত্মক গুণ—উজ্জ্বলনীলমণিতে—"ধারাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্। ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরা-ধীরেতি কথ্যতে।।" যে নায়িকা প্রিয়তমকে ধীরার ধর্ম্ম অর্থাৎ বক্রোক্তিদ্বারা এবং অধীরার ধর্ম্ম অর্থাৎ অশ্রুপূর্ণনয়নে বাক্যাদি বলিয়া থাকেন, তিনিই 'ধীরাধীরা'। মধ্যলীলা, ১৪ পঃ ১৪৩-১৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'ধীরাধীরা-মধ্যা'র যে গুণ, 'ধীরাধীরা-প্রগল্ভা'রও সেই সব গুণ। 'প্রগল্ভা', 'মধ্যা' ও 'মুগ্ধা',—এই তিনের মধ্যে 'প্রগল্ভা' অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া তাড়নপরায়ণা ; 'মধ্যা' অপূর্ণ-রোষাবিষ্টা হইয়া কঠোরোক্তি এবং 'মুগ্ধা' অল্পরোষ-পরায়ণা হইয়া ক্রন্দন করিয়া থাকেন। খণ্ডিত-অবস্থায় এই গুণের বিশেষ প্রকাশ হয়। পট্টবাস—পাগড়ি ; রেশমের উত্তরীয় বস্ত্র একপাটা। পাঠান্তরে, পটবাস—বস্ত্রগৃহ, গন্ধচূর্ণ, পিটালি, শাটী।

'সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক' ভাব, হর্ষাদি 'সঞ্চারী' ।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি' ॥ ১৭৩ ॥
'কিলকিঞ্চিতাদি'-ভাব-বিংশতি-ভূষিত ।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥ ১৭৪ ॥
সৌভাগ্য-তিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল ।
প্রেম-বৈচিত্ত্য—রত্ন, হৃদয়—তরল ॥ ১৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মহাভাবে উজ্জ্বলচিন্তামণিভাবিতবিগ্রহ, কৃষ্ণপ্রতি সখীর যে প্রণয়, তাহাই সদ্‌গন্ধকুঙ্কুমাদিদ্বারা সুন্দর কান্তিপ্রাপ্ত ॥১॥ পূর্ব্বাহ্ণে কারুণ্যামৃতে, মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতে ও সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতে স্নাত যাঁহার বিগ্রহ ॥২॥ লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রপরিধান, সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুমশোভিত শ্যামবর্ণ, শৃঙ্গাররসরূপ কস্তূরীদ্বারা চিত্রকলেবর ॥৩॥ কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ স্বর, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তারূপ নয়টী উত্তমরত্নে অলঙ্কৃত ॥৪॥ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি গুণসকল পুষ্পমালারূপে যাঁহার শরীরে বিরাজমান ; ধীর ও অধীরা-ভাবকে তিনি পট্টবাস অর্থাৎ কর্পূরাদিদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়াছেন ॥৫॥ প্রচ্ছন্নরূপে মানই যাঁহার ধম্মিল্ল অর্থাৎ বদ্ধকেশপাশ (খোঁপা), সৌভাগ্যরূপ তিলকে যাঁহার কপাল উজ্জ্বল ; কৃষ্ণনাম ও যশঃশ্রবণই যাঁহার কর্ণভূষণ ॥৬॥ অনুরাগরূপ তাম্বূলদ্বারা যাঁহার ওষ্ঠ রক্তিমায় রঞ্জিত ; প্রেম-কৌটিল্যকেই যিনি কজ্জ্বলরূপে ধারণ করিয়াছেন ; নর্ম্ম অর্থাৎ উপহাসহেতু মৃদুহাস্যরূপ-কর্পূরদ্বারা যিনি সুবাসিত ॥৭॥ সৌরভরূপ-অন্তঃপুরে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে শায়িত হইলে বিপ্রলম্ভরূপ-হার প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ তরল (হার-মধ্যমণি)-রূপে দোলায়িত ॥৮॥ প্রণয়ক্রোধরূপ কাঁচুলীর দ্বারা যাঁহার স্তনযুগল আবৃত ; সপত্নীগণের মুখবক্ষঃশোষণকারী যশঃশ্রীই যাঁহার কচ্ছপী-বীণা ॥৯॥ যৌবনরূপ-সখীর স্কন্ধে স্বীয় লীলারূপ কর-কমল রাখিয়াছেন ; যিনি বহুগুণযুক্তা হইয়াও কৃষ্ণকন্দর্পানন্দি মধু পরিবেশন করিতেছেন ॥১০॥ এবম্ভূত শ্রীরাধাকে দন্তে তৃণধারণপূর্ব্বক প্রার্থনা করি,—এই সুদুঃখিতজনকে স্বীয় দাস্যরূপ অমৃতদানে জীবিত করুন ॥১১॥ হে গান্ধর্ব্বিকে, দয়াময় কৃষ্ণ শরণাগত-জনকে যেমন পরিত্যাগ করেন না, তুমিও তদ্রূপ আশ্রিতজনকে ত্যাগ করিও না ।

১৭৪। কিলকিঞ্চিতাদিভাব—বিংশতিটী ; বিংশতি-ভাব—

অনুভাষ্য

১৭২। কৃষ্ণরাগই তাম্বূলের বর্ণ, তদ্দ্বারা অধরটী উজ্জ্বল ; প্রেমকৌটিল্যই নয়নদ্বয়ের কজ্জ্বল।

১৭৩। সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব—মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১২ সংখ্যা ; হর্ষাদি ৩৩টী সঞ্চারী ভাব—মধ্য, ৩য় পঃ ১২৭ সংখ্যা, এবং মধ্য, ১৪ পঃ ১৬৭-১৬৮ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

মধ্য-বয়স, সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস ।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশপাশ ॥ ১৭৬ ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক ।
তা'তে বসি' আছে, সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥ ১৭৭ ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ—অবতংস কাণে ।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-প্রবাহ-বচনে ॥ ১৭৮ ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান ।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

(১) অঙ্গজ—ভাব, হাব, হেলা ; (২) আত্মজ—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য ; (৩) স্বভাবজ—কিলকিঞ্চিত, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত।

গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা—শ্রীমতীর গুণ তিনপ্রকার—মানসিক, বাচিক ও শারীরিক ; কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা ও কারুণ্য ইত্যাদি—মানসিক ; কর্ণের আনন্দদায়ক বাক্‌প্রয়োগাদি—বাচিক এবং গুণ, বয়স, রূপ, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি—কায়িক গুণ।

১৭৬। কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী—কৃষ্ণলীলানন্দরূপ শ্রীমতীর অষ্ট মনোবৃত্তি অষ্টসখী ও তদনুবৃত্তিসমূহ—অপরাপর মঞ্জরীগণ।

অনুভাষ্য

১৭৪। কিলকিঞ্চিতাদি ভাব—মধ্য, ১৪ পঃ ১৬৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা—মধ্য, ২৩ পঃ ৮২-৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

উজ্জ্বলনীলমণি-লিখিত পঞ্চবিংশতি গুণ—"বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব। ইত্যঙ্গোক্তিমনস্থাস্তে পরসম্বন্ধগাস্তথা। গুণা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা ইহা প্রোক্তাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।।" অধিক আর কি বলিব, শ্রীহরির ন্যায় শ্রীরাধিকারও অসংখ্য গুণসমূহ নিত্য বর্ত্তমান। গুণগুলি চারিভাগে বিভক্ত—(ক) অঙ্গস্থ, (খ) উক্তিস্থ, (গ) মনস্থ ও (ঘ) পরসম্বন্ধগ। (ক) 'অঙ্গস্থ' গুণ ছয়টী—১। মধুর বা চারু, ২। নববয়া বা কৈশোর, ৩। চলাপাঙ্গা, ৪। উজ্জ্বলস্মিতা, ৫। চারুসৌভাগ্যরেখাযুক্তা বা পাদাদিস্থিত চন্দ্ররেখা ও ৬। গন্ধোন্মাদিতমাধবা। (খ) 'উক্তিস্থ' গুণ তিনটী—১। সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা, ২। রম্যবাক্ ও ৩। নর্ম্মপণ্ডিতা। (গ) 'মনস্থ' গুণ দশটী—১। বিনীতা, ২। করুণাপূর্ণা, ৩। বিদগ্ধা, ৪। পাটবান্বিতা, ৫। লজ্জাশীলা বা আভিজাত্য ও শীলতাদির হেতু, ৬। মর্য্যাদা বা সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা, ৭। ধৈর্য্যশালিনী বা দুঃখসহিষ্ণু, ৮। গাম্ভীর্য্যশালিনী, ৯। সুবিলাসা ও ১০। মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী। (ঘ) 'পরসম্বন্ধগ' গুণ ছয়টী—১। গোকুলপ্রেমবসতি,

শ্রীরাধিকাই মূর্ত্তিমান্ কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধু ঃ—

কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের আকর ।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর ॥ ১৮০ ॥

রাধিকাই কৃষ্ণপ্রেমের মূল আকর ঃ—

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত (১১।১১২)—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা না চান্যা ।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা ॥ ১৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৯। শ্যামরস—মধুর রস।

১৮১। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের জন্মভূমি কে?—একা শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণের অনুপমগুণা প্রিয়া কে?—একা রাধিকা, অন্যে নয়। কেশে কুটিলতা, চক্ষে তরলতা, কুচদ্বয়ে নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি রাধিকারই আছে। একা রাধিকাই হরির বাঞ্ছা-পূর্ত্তির জন্য সমর্থা, আর কেহই নয়।

অনুভাষ্য

২। জগচ্ছ্রেণী-লসদ্‌যশা, ৩। গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা, ৪। সখী-প্রণয়িতাবশা, ৫। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা ও ৬। সন্ততাশ্রবকেশবা।

১৭৫। প্রেমবৈচিত্ত্য,—"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।" প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাব হইতে প্রিয়ের সন্নিকটে অবস্থিত হইয়াও তৎসহ বিচ্ছেদভয়ে যে ক্লেশের (আর্ত্তির) উদয় হয়, তাহাই 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' ; উহাই রত্ন। তরল—হারের মধ্যস্থিতমণি, ধুক্‌ধুকি।

১৭৬। মধ্যবয়স কিশোরীভাবই সখীস্কন্ধে করন্যাস এবং নিকটবর্ত্তিনী সখীগণ—কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-রূপা।

১৭৭। নিজাঙ্গরূপ সৌরভালয়ে, গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে বা খাটে।

১৭৮-১৭৯। অবতংস—কর্ণের অলঙ্কারবিশেষ ; কৃষ্ণনাম-গুণযশই তাঁহার কর্ণালঙ্কার। কৃষ্ণনামগুণযশো-বাক্যাবলীর স্রোতই সোমরস-মধু-ধারা ; তাহাই কৃষ্ণকে শ্রীমতী পান করান।

১৮০। শ্রীমতী রাধিকাই—কৃষ্ণের নির্ম্মল-প্রেমরূপ রত্নের আকর অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর মূর্ত্তবিগ্রহ এবং শ্রীরাধিকার দেহ—অতুলনীয় গুণসমূহে পরিপূর্ণ। মধ্য, ২৩ পঃ ৮১-৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮১। (প্রশ্নোত্তরক্রমেণ শ্রীরাধিকা-মাহাত্ম্যং বর্ণয়তি—) কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ (প্রণয়স্য জন্মভূমিঃ) কা?—একা রাধিকা। অস্য কৃষ্ণস্য প্রেয়সী (প্রেমপাত্রী) কা?—অনুপমগুণা (অতুলনীয়গুণসমন্বিতা) একা রাধিকা, ন চ অন্যা। অস্যাঃ (রাধিকায়াঃ এব) কেশে জৈহ্ম্যং (কৌটিল্যং), দৃশি (নয়নে) তরলতা (চঞ্চলতা), কুচে নিষ্ঠুরত্বং (কাঠিন্যং) হরেঃ বাঞ্ছা-পূর্ত্ত্যৈ (বাসনাপূরণায়) প্রভবতি (শক্নোতি), ন চ অন্যা (কাপি তাদৃশী)।

রাধিকার কৃষ্ণবশকারী বিবিধ গুণ ঃ—

যাঁর সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা ।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ ১৮২ ॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি-গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী ।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ ১৮৩ ॥
যাঁর সদ্‌গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার ।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥" ১৮৪ ॥

এ পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ; এক্ষণে রস-প্রেম-তত্ত্ব বর্ণনারম্ভ ঃ—

প্রভু কহে,—"জানিলুঁ কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব ।
শুনিতে চাহিয়ে দুঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥" ১৮৫ ॥

ব্রজের কিশোর-কিশোরীর চরিত বর্ণন ঃ—

রায় কহে,—"কৃষ্ণ হয় 'ধীর-ললিত' ।
নিরন্তর কামক্রীড়া—যাঁহার চরিত ॥ ১৮৬ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২৩০)—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ১৮৭ ॥

রাধাসহ নিত্যবিলাসরত কৃষ্ণ ঃ—

রাত্রি-দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে ।
কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে ॥ ১৮৮ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২৩১)—

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা-প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ১৮৯ ॥

নিত্য-চিন্ময়সেবা-বিলাসের সর্ব্বোত্তম অবস্থাই 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত', উহা জড় নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধি নহে ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর ।
রায় কহে,—"ইহা বই বুদ্ধি-গতি নাহি আর ॥ ১৯০ ॥
যেবা 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত' এক হয় ।
তাহা শুনি' তোমার সুখ হয়, কি না হয় ॥" ১৯১ ॥
এত বলি' আপন-কৃত গীত এক গাহিল ।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ॥ ১৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৫। বিলাস-মহত্ত্ব—উভয়ের প্রেমবিলাস-মহিমা।

১৮৭। যে পুরুষ চতুর, নবতরুণ, পরিহাস-বিশারদ, চিন্তা-শূন্য ও প্রেয়সীবশ, তিনি—'ধীর-ললিত'।

অনুভাষ্য

১৮২-১৮৩। আদি ৪র্থ পঃ ৬৯, ৭৫-৭৯, ৯০-৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৪। আদি ৪র্থ পঃ ১২২-১২৪, ২৪০-২৪৮, ২৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৭। বিদগ্ধঃ (রসিকঃ) নবতারুণ্যঃ (নবযৌবনযুক্তঃ) পরিহাস-বিশারদঃ (রহস্যনিপুণঃ) নিশ্চিন্তঃ (উদ্বেগরহিতঃ) ধীরললিতঃ (নায়কঃ) প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ (প্রেয়সীনাং প্রেম-তারতম্যেন বশীভূতঃ) স্যাৎ।

১৮৯। আদি ৪র্থ পঃ ১১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯১। "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার-ভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।" বিশুদ্ধসত্ত্বের উজ্জ্বল-তাময় চিত্তেই 'রস' আস্বাদিত হয়। উহা বাহ্যজগৎ বা অন্ত-র্জগতের স্থূলসূক্ষ্ম-উপাধিযুক্ত দেহ ও মনের আস্বাদনযোগ্য ব্যাপার নহে। গৌণ স্থূলসূক্ষ্ম-জগতে যে অস্মিতাভাস লক্ষিত হয়, তাহা অনাত্ম 'বুদ্ধি' ও 'মনঃ' শব্দবাচ্য। রসময় বিষয়—রসপূর্ণ-ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য। রসপূর্ণ-ইন্দ্রিয় রসময়দর্শন-স্পর্শনাদিদ্বারা রসিকশেখর, রসপ্রস্রবণ, বিষয়বিগ্রহ নন্দনন্দনের প্রেমসেবা করিয়া থাকে। উহা নির্ব্বিশেষবাদীর অতন্নিরস্ত জড়রাহিত্যাবস্থা-মাত্র নহে, এজন্য রসের সংজ্ঞায় ভাবনাবর্ত্মের বিশেষভাবে অতিক্রমণ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯০-১৯২। হে রামানন্দ, তুমি যে 'সাধ্য' নির্ণয় করিলে, রাধাকৃষ্ণের (তত্ত্ব) বর্ণন করিলে এবং উভয়ের বিলাস-মহত্ত্ব বলিলে, তাহাই সত্য। কিন্তু ইহার পর আর যে কিছু আছে, তাহা বল। রায় কহিলেন,—ইহার পর বুদ্ধির আর গতি দেখিতে পাই না। তবে **'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত'** বলিয়া একটী ভাব আছে, তাহা বলিতেছি, ইহা শুনিয়া তোমার সুখ হয় কি না, বলিতে

অনুভাষ্য

লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দৃক্‌দৃশ্যবাদী জড়জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে যে-অনুভূতি লাভ করেন, তাহা জড়বিবর্ত্তের শুধু প্রতিষেধকমাত্র হইলেও অপ্রাকৃত-রসের সান্নিধ্যলাভে অসমর্থ। দেহ ও মনের ধর্ম্মে যে চমৎকারিতা জন্মগ্রহণ করে, তাহা অসম্পূর্ণ, লঘু ও নশ্বর ; তজ্জন্যই চিন্ময়-রস চমৎকার-গুরুত্বের প্রকাশকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রেমা—শুদ্ধ, চিন্ময় ব্যাপার। অচিতে প্রীতি—নশ্বর ; হেয়-ধর্ম্ম কামেই অবস্থিত। জড়জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতহেতু যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা জড়প্রীতির 'বিবর্ত্ত'। প্রেমবিলাস ও বিলাসবিবর্ত্ত কোনও অভাব, অবরতা ও অনুপাদেয়তা উৎপন্ন করে না। অপ্রাকৃত-রস-রসিক শ্রীরামানন্দ স্ব-রচিত যে গীতটী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর-কর্ত্তৃক অনুমোদিত কিনা, এইরূপ লীলা অভিনয় করিতে গিয়া প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের বর্ণনা করিলেন।

ভক্তদাস বাউলের কৃত "বিবর্ত্তবিলাস" গ্রন্থ—শ্রীজগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' ও শ্রীরামানন্দের 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত' হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত গ্রন্থ। বর্ত্তমান শিক্ষিতাভিমানী সম্প্রদায় যে জড়-বিবর্ত্ত-

রায় রামানন্দের স্বকৃত গান ঃ—

গীত

"পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ॥
না সো রমণ, না হাম রমণী ।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি' ॥
এ সখি, সে-সব প্রেমকাহিনী ।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি' ॥
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন ।
দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ ॥
অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী ।
সু-পুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥" ১৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পারি না। তাৎপর্য্য এই,—এ পর্য্যন্ত আমি 'প্রেম-বিলাসের স্বরূপ' বর্ণন করিলাম। প্রেমবিলাসতত্ত্বে দুইপ্রকার ভাব আছে অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। **বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না।** বিচ্ছেদের নামই 'বিপ্রলম্ভ'; তাহাই **প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি।** রায় রামানন্দ নিজকৃত ঐ রসের একটী সঙ্গীত গান করিতে না করিতে মহাপ্রভু স্বীয় ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটি—বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং বিপ্রলম্ভদশায় সম্ভোগস্ফূর্ত্তি।

অনুভাষ্য

বিলাসের কথা অনুসরণ করিতে গিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে বিপরীত-বুদ্ধি স্থাপন করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের 'প্রাকৃত বিদ্যা-মন্দির' হইতে প্রাকৃত-বিদ্যাসাগরগণের নিকট হইতে 'পি-এইচ্, ডি' উপাধিলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু 'পি-এইচ্, ডি' উপাধিটী 'পরবিদ্যামন্দির' হইতে লাভ করিতে হইলে জড়াহঙ্কার পরিহার করিতে এবং স্বীয় নিত্যস্বরূপে অবস্থিত হইতে হয়। মানব-রচিত-ধর্ম্মশাস্ত্র ও অপ্রাকৃত-দর্শনশাস্ত্রে যে আকাশপাতাল ভেদ বর্ত্তমান, তাহা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বগত-সজাতীয়-ভেদ-নিরাসকারী সম্প্রদায়কে তাহাদিগের পরমাদৃত বিচারপন্থা অবলম্বন করিয়াই সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। জড়দার্শনিক-সম্প্রদায় জড়ীয়-প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তেই অবস্থিত, সুতরাং তাঁহারা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তটী নিজের মনগড়া অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। থালার ভিতর যেরূপ হস্তীর অবস্থান সঙ্কুলান হয় না, তদ্রূপ আরোহবাদীর তাণ্ডব অথচ নিতান্ত লঘু-বিক্রমের পক্ষেও অপ্রাকৃতানুভূতি অসম্ভব।

শ্রীরামানন্দ-রায়ের উক্তি হইতে যে 'প্রেমবৈচিত্ত্যে'র অন্তর্গত 'মোহন-মাদনাদি অধিরূঢ় মহাভাবে'র বিলাস-বৈচিত্র্য ও বিলাস-বিবর্ত্ত কথিত হইয়াছে, তাহা অনুসরণ করিতে প্রাকৃত-সহজিয়া অসমর্থ। প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রীরামানন্দের গীতার্থকে কেবল-নির্ব্বিশেষ-বাদে লইয়া যাইবার জন্যই ব্যস্ত হইবেন, কিন্তু তাহা শ্রীরামানন্দের বক্তব্য ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রোতব্য বিষয় ছিল

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৩। 'আহা, মিলনের পূর্ব্বরাগ সময়ে পরস্পরের নয়ন-ঈক্ষণ হইতে 'রাগ' বলিয়া একটী ভাবের উদয় হয়; সেই রাগ বাড়িতে বাড়িতে 'অবধি' বা ইয়ত্তা প্রাপ্ত হইল না; সেই রাগ—আমাদের উভয়ের স্বভাবজনিত। রমণস্বরূপ কৃষ্ণই যে তাহার কারণ, তাহা নহে, বা রমণীস্বরূপা আমিই যে তাহার কারণ, তাহা নহে। পরস্পর দর্শনে যে 'রাগ' উদিত হইল, তাহাই মনোভব অর্থাৎ মদন হইয়া আমাদের মনকে পেষণ করিয়া একত্র করিয়াছিল। এখন বিচ্ছেদের সময়, সে-সব প্রেমকাহিনী, হে সখি, কৃষ্ণ যদি ভুলিয়াই থাকেন, এরূপ বুঝিতে পার, তবে তাঁহাকে কহিও,—মিলন-সময়ে আমরা কোন দূতীকে অন্বেষণ করি নাই, অথবা অন্য কাহাকেও কোন অনুরোধ করি নাই; অনঙ্গরূপ পঞ্চবাণই আমাদের মিলনের মধ্যস্থ ছিল। আবার, এখন বিচ্ছেদ-সময়ে সেই রাগ 'বিরাগ' হওয়ায় অর্থাৎ বিশিষ্টরাগ বা বিচ্ছেদগত-রাগ বা অধিরূঢ়ভাবরূপে, হে সখি, তুমি দূতীরূপে কার্য্য করিতেছ ! সুপুরুষের প্রেমে এই রীতিই সর্ব্বত্র দেখিবে।' তাৎপর্য্য এই—সম্ভোগকালে 'রাগ' যেমন অনঙ্গরূপে মধ্যস্থ, বিপ্রলম্ভকালে উহা সেইরূপ অধিরূঢ়ভাবাপন্না দূতী হইয়া 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে' অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে সম্ভোগস্ফূর্ত্তি-কার্য্যে দূতীস্বরূপ হইলে তাহাকে শ্রীমতী 'সখী' বলিয়া সম্বোধন করত এই কথাটী বলিতেছেন। মূল তাৎপর্য্য এই,—প্রেমবিলাস-সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ; বিশেষতঃ, বিপ্রলম্ভে (সেবার পরাকাষ্ঠায় কৃষ্ণে তন্ময়ভাব-হেতু) সর্পে রজ্জু-ভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত্ত-ভাবাপন্ন অধিরূঢ়-মহাভাবরূপ একপ্রকার সম্ভোগের উদয় হয়।

অনুভাষ্য

না, এজন্যই ভজনের নিগূঢ় চমৎকারিতা ও অপূর্ব্বতা—অর্ব্বাচীন জড়-দার্শনিকসমাজে প্রচার করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর স্বহস্তে শ্রীরামানন্দের কৃষ্ণগান-রত বদন-কমল আবৃত করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বাহ্যজগৎ-দর্শনশীল জড়-দার্শনিকের অনুভূতির দ্বারা এই গীত যে অনুভবনীয় নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে পূর্ব্বোক্ত বিচার অবলম্বন করিলেই

অনুভাষ্য

কেবলাদ্বৈতবাদের স্থানে শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর ক্ষেত্র স্থাপিত হইতে পারে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলেন,—দ্বৈতজগতে যে অবরতা বর্ত্তমান, তাহা নিরসন করিতে গিয়া যে কাল্পনিক অদ্বয়জ্ঞানের নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাতে প্রেম-বিলাসের অভাব ; আবার প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে "না সো রমণ, না হাম রমণী" এই পদ্য-ব্যাখ্যার বিবর্ত্ত জড়বিবর্ত্তবাদীকে গ্রাস করিলে বিষয়-আশ্রয়-রাহিত্যরূপ কেবলা-দ্বৈত-সিদ্ধিকে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলাইয়া পুনরায় জড়ীয়-বিবর্ত্তেই ফেলিয়া দেয়। এস্থলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলেন,—"না সো রমণ, না হাম রমণী"—এই বাক্যে বাস্তব-সত্যকে ধ্বংস করা হয় নাই, কিন্তু বস্তুতে বস্তু-শক্তি-পরিচয়ে যে অশুদ্ধদ্বৈতাশঙ্কা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারই নিরসন উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর ভাষায় ঐ কথা বলিতে গেলে,—বস্তুর পরিচয় দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু শক্তি ও শক্তিমান্‌কে অভিন্ন-জ্ঞানে শক্তি-পরিচয়েই বস্তুর বিজ্ঞেয়তা। যাঁহারা বস্তুশক্তিকে বস্তু হইতে ভেদ করিয়া, 'রমণ' ও 'রমণী',—বস্তুদ্বয়ের কল্পনা করেন, তাঁহাদিগের বিচারে শ্রীরামানন্দের এই উক্তিটি—জড়শক্তিমান্ ও জড়শক্তির ভেদের নিরাসকারিণী-মাত্র।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়—জড়ভোক্তা রমণের সহিত জড়ভোগ্যা রমণীর ভেদ আছে—জ্ঞান করিয়া অশুদ্ধ দ্বৈত-বিচারকে বহুমানন করেন। তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিচার হইতে শ্রীরামানন্দের বা শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারটী একটু পৃথক্। শুদ্ধদ্বৈত-বিচার ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার এই স্থলে সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর বিচার, শুদ্ধদ্বৈতবাদীর বিচার, চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর বিচার, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদীর বিচার হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারটী পৃথক্ বলিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদাচার্য্য স্বয়ং অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন অপ্রাকৃত-সাহজিক শ্রীরামানন্দের শ্রীমুখে এই কথা প্রচার করিয়াছেন। এই রামানন্দের সম্বন্ধেই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"সমগ্র দক্ষিণদেশে তোমার ন্যায় অপ্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে পাই নাই ; আমি এক বাউল, তুমি দ্বিতীয় বাউল। অতএব তোমায়-আমায় হই সমতুল।।" এই কথা বলিতে গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার প্রদর্শন করায় শ্রীজীবপাদ স্বীয় 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে গৌড়ীয়ের বেদান্তদর্শনকেই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার বলিতে গিয়া প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় যে তৈলম্রক্ষিত-দেহে গঙ্গা-স্নানের গল্পটী উল্লেখ করেন, তাহা জড়জগতের বিবর্ত্তমাত্র। ঐ উদাহরণ-দ্বারা ভেদাভেদপ্রকাশ-তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। শক্তিশক্তিমৎ-তত্ত্বের অভেদ-প্রতিপাদনে বিষয়ের আশ্রয়ের জন্য উদ্দীপন ও আশ্রয়ের বিষয়ের জন্য উদ্দীপন-ভাবটী সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্যই শ্রীরামানন্দের গীতে রমণ-রমণীর পরস্পর স্বরূপ-জ্ঞান-ব্যত্যয়-ভাব। তাই বলিয়া কোন জীব যেন অহং-গ্রহোপাসক হইয়া না পড়েন। অহংগ্রহোপাসনা—চিন্মাত্রবাদীর মূঢ়তা এবং চিদ্বিলাসের বৈপরীত্য মাত্র। অদ্বয়জ্ঞানবস্তুতে আশ্রয়-জাতীয় ভাবের অভাব আছে বলিয়া যাঁহারা বিবেচনা করেন, তাঁহাদের জন্যই গোলোকস্থ ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য গৌরলীলার প্রপঞ্চে অবতরণ। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ গৌরলীলাটী যে কখনই জড়-সম্ভোগবাদী গৌরনাগরীগণের ভোগ্যা নহেন, তাহা জানাইবার জন্যই এই প্রেম-বিলাসবিবর্ত্তের উদাহরণ-লীলা। 'কাঞ্চনা' প্রভৃতি কাল্পনিক দূতীগণের অপ্রাকৃত প্রেম-বিলাসের আবশ্যকতা নাই। কৃষ্ণভজন-রসের কথা কৃষ্ণকথা-দুর্ভিক্ষময় জগতে প্রচার করিতে গেলে, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শুদ্ধ-ভক্তের সহিত আপনাদিগের সমত্ব প্রকাশ করিবার বাসনায় নানামতবাদ-বিবর্ত্তে পতিত হইতে পারে, জানিয়া এই সকল ব্যাখ্যা শুদ্ধভক্তিমান্ লোকের জন্যই সংরক্ষিত হইল।

১৯৩। পহিলেহি—প্রথমে। রাগ—পূর্ব্বরাগ। "রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।।" নয়ন-ভঙ্গে—পরস্পর দর্শন-বিনিময়ে, নয়ন-ভঙ্গীতে অর্থাৎ অপাঙ্গদর্শনে পরস্পরের চিত্তবৃত্তি-সংযোজক ইঙ্গিতে। অনুদিন বাঢ়ল—দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবধি না গেল—সীমা রহিল না। প্রৌঢ়া সমর্থা-রতিতে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু অর্থাৎ চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, অমর, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা। সমঞ্জসা-রতিতে—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ-কীর্ত্তন, উদ্বেগ, সবিলাপ উন্মাদ,—এই ছয়প্রকার দশা। সাধারণী-রতিতে ষোলপ্রকার অর্থাৎ প্রৌঢ় ও সমঞ্জসার সবিলাপ পর্য্যন্ত। সো—সেই রমণ শ্রীকৃষ্ণ ; হাম—আমি শ্রীরাধিকা রমণী ; আমরা উভয়েই উহার কারণ নহি বা আমাদের পার্থক্য-বুদ্ধি নাই। মনোভব (অর্থাৎ) কন্দর্প উহা জানিয়া, রমণ ও রমণী, উভয়ের মনকে (পেষল) পেষণ করিয়াছিল। প্রেম-কাহিনী—প্রেমবিলাসসমূহ। কানুঠামে—কৃষ্ণের স্থানে বা নিকটে। কহবি—বলিবে। বিছুরল—বিস্মরণ হইয়াছেন। জানি—জানিয়া। খোঁজলুঁ—অন্বেষণ করিলাম। দূতী—যে মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া নায়ক ও নায়িকাকে একত্র অর্থাৎ মিলন করায় ; দূতী দুইপ্রকার—স্বয়ং-দূতী ও আপ্তদূতী। স্বয়ংদূতী—কটাক্ষ এবং বংশীধ্বনি ; আপ্তদূতী—বীরা, বৃন্দা প্রভৃতি। সাধারণ-দূতী—শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী প্রভৃতি। না খোঁজলুঁ আন্—অন্য কাহাকেও অনুরোধ বা অন্বেষণ করি

পরস্পরের ভেদ-ভ্রম-দূরীভূত অবস্থা ঃ—

উজ্জ্বলনীলমণি (১৪।১৫৫)—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রি-নিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে নির্ধৃত-ভেদভ্রমম্ ।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নব-রাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গার-কারুকৃতী ॥ ১৯৪ ॥

এই পর্য্যন্ত সাধ্যাবধি ঃ—

প্রভু কহে,—"'সাধ্যবস্তুর অবধি' এই হয় ।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয় ॥ ১৯৫ ॥

সাধনদ্বারাই সাধ্য-প্রাপ্তি ঃ—

'সাধ্যবস্তু' 'সাধন'-বিনা কেহ নাহি পায় ।
কৃপা করি' কহ, রায়, পাবার উপায় ॥" ১৯৬ ॥

প্রভুর ইচ্ছার নিকট রায়ের বশ্যতা ঃ—

রায় কহে,—"যেই কহাও, সেই কহি বাণী ।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি ॥ ১৯৭ ॥
ত্রিভুবন-মধ্যে ঐছে হয় কোন্ ধীর ।
যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক স্থির ॥ ১৯৮ ॥

রায়ের মুখে প্রভু স্বয়ংই বক্তা ও স্বয়ংই শ্রোতা ঃ—

মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা ।
অত্যন্ত রহস্য, শুন, সাধনের কথা ॥ ১৯৯ ॥

সাধন-রহস্য বর্ণন ; কেবল মধুর-রসেই
'কান্তভাব' প্রাপ্য ঃ—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর ।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর ॥ ২০০ ॥

অনুগত সখীগণের দ্বারাই রাধাকৃষ্ণবিলাস-পুষ্টি ঃ—

সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার ।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ ২০১ ॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয় ।
সখী লীলা বিস্তারিয়া, সখী আস্বাদয় ॥ ২০২ ॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি ।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি ॥ ২০৩ ॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায় ।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ২০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৪। হে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত-নিকুঞ্জবাসি-করিরাজ, শৃঙ্গারশিল্প-শাস্ত্রনিপুণ-বিধাতা রাধিকা ও তোমার চিত্ত-লাক্ষাকে সাত্ত্বিক-বিকাররূপ ধর্ম্মদ্বারা দ্রবীভূত করত ভেদভ্রম দূর করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যমধ্যে নবরাগ-হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং জগতের আশ্চর্য্য-সম্বর্দ্ধনার্থ উভয়ের সেই চিত্তদ্বয়কে অতিশয় রঞ্জিত করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

নাই। দুঁহুকে—শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ এই দুইজনের। মিলনে—উভয়ের সংহতিতে ; মধ্যে পাঁচবাণ—রূপরস-গন্ধশব্দস্পর্শজ শরপঞ্চক। অব্—এক্ষণে। সোহি—সেই রাগ, বিরাগ—বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ়-মহাভাব। তুঁহু—তুমি। ভেলি—হইলে। সু-পুরুখ—উত্তম-নায়কের। প্রেমক—প্রেমের। ঐছন—ঐ প্রকার।

১৯৪। হে অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে (গিরি-গোবর্দ্ধন-নিকুঞ্জা-রণ্য-গজপতে, গোবর্দ্ধনকুঞ্জবিহারিন্), শৃঙ্গার-কারুকৃতী (শৃঙ্গার-কারুকর্ম্মণি সুনিপুণঃ) রাধায়াঃ ভবতশ্চ চিত্তজতুনী (চিত্তে এব জতুনী লাক্ষে) স্বেদৈঃ (অন্তর্বহির্দ্রবরূপৈঃ বিকারৈঃ অগ্নিতা-পৈর্ব্বা) ক্রমাৎ (শনৈঃ শনৈঃ) বিলাপ্য (দ্রবীকৃত্য) নির্ধূতভেদ-ভ্রমং (ভেদ এব ভ্রমঃ, তং নির্ধূতং দূরীভূতং) যুঞ্জন্ (কুর্ব্বন্) ইহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে (ব্রহ্মাণ্ডমেব হর্ম্ম্যং তস্যোদরে) চিত্রায় (চিত্রার্থং, বিস্ময়বর্দ্ধনার্থং) ভূয়োভিঃ (নানাবিধৈঃ) নবরাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ (নবানুরাগরূপ-হিঙ্গুল-রঞ্জনৈঃ) স্বয়ম্ অন্বরঞ্জয়ৎ।

২০১-২০৪। সখী,—উজ্জ্বলনীলমণিতে, যথা,—"প্রেম-লীলাবিহারিণাং সম্যগ্‌বিস্তারিকা সখী। বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২-২০৪। মহাপ্রভু এতাবৎ শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—সাধ্যবস্তুর সমগ্র কথিত হইল, এখন এই চরমসাধ্যবস্তু পাইবার যে সাধন বা উপায় আছে, তাহা বল। রায় রামানন্দ তদুত্তরে বলিলেন,—দাস্য-বাৎসল্যাদি-রসে এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায় না, ব্রজসখী বিনা এই লীলায় অন্যের প্রবেশ অসম্ভব ; ব্রজসখীর ভাবগ্রহণপূর্ব্বক সখীর আনুগত্যে সাধন করিতে পারিলে রাধা-কৃষ্ণ-কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়, অন্য উপায় নাই।

অনুভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও বিহারাদির সম্যগ্‌রূপে বিস্তারকারিণীকে 'সখী' বলে। সখীগণ—কৃষ্ণের বিশ্বাসরূপ রত্ন-মঞ্জুষা-স্বরূপা। সখীগণের বৃত্তি—"মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা। অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণম্। নর্ম্মাশ্বাসন-নেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবম্। ছিদ্রসংবৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা। শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ। তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা। নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখী-ক্রিয়াঃ।।" (১) নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রেমগুণোৎকীর্ত্তন, (২) একের অন্যের প্রতি আসক্তি বিবর্দ্ধন, (৩) উভয়ের অভিসার করান, (৪) কৃষ্ণে সখীসমর্পণ, (৫) পরিহাস, (৬) আশ্বাস-প্রদান, (৭) নায়ক-নায়িকার বেশকরণরূপ নেপথ্য, (৮) মনোগত-ভাব-প্রকাশকরণে নিপুণতা, (৯) নায়িকার দোষ-গোপন, (১০) পতি প্রভৃতির বঞ্চনা, (১১) শিক্ষা, (১২) যথোচিত কালে নায়ক-নায়িকার সম্মিলন করান, (১৩) চামরাদি-ব্যজন, (১৪) উভয়ের

সখীদ্বারা শৃঙ্গার-রসপুষ্টি ঃ—

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত (১০।১৭)—

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥ ২০৫ ॥

সখীগণের শ্রীরাধাপ্রেম ঃ—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন ।
কৃষ্ণ-সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ ২০৬ ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায় ।
নিজ-সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥ ২০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৫। রাধাকৃষ্ণের ভাব—স্বপ্রকাশ এবং সুখ—বিভু অর্থাৎ অনন্ত হইলেও সখীগণ ব্যতীত একক্ষণও রসপুষ্টি বহন করিতে পারে না , যেরূপ ঈশ্বরের চিদ্বিভূতি-ব্যতিরেকে ঈশ্বরত্ব পুষ্টি লাভ করে না, তদ্রূপ। অতএব তৎপ্রবিষ্ট কোন্ রসজ্ঞ সখী-দিগের পদাশ্রয় না করেন?

অনুভাষ্য

প্রতি তিরস্কার, (১৫) সংবাদ প্রেরণ, (১৬) নায়িকা-প্রাণরক্ষার্থ যত্ন। আদি, ৪র্থ পঃ ২১১,২১৭-২১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'সখীভেকী' ও 'গৌরনাগরী' প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্য জড়দেহেন্দ্রিয়ের ও চর্ম্মের শোভা-বর্দ্ধন কখনই কৃষ্ণকে আনন্দিত করায় না, অর্থাৎ কৃষ্ণেতর ঐ সকল কৃত্রিম চেষ্টা জড়েন্দ্রিয়েরই তৃপ্তিকর বলিয়া কৃষ্ণ উহাদিগকে উপভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করেন না। চিন্ময়ী শ্রীরাধা ও তৎসখীগণের দেহ, গেহ, বেশ-ভূষণ প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া বা চেষ্টা সমস্তই চিন্ময়, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিকর ও কৃষ্ণবশকারী—দেবীধামান্তর্গত চৌদ্দভুবনের কোন ব্যাপার বা বস্তু নহে। কৃষ্ণ ভুবনমোহন হইলেও তাঁহারা কিন্তু ভুবনমোহিনী নহেন, তাঁহারা—ভুবনমোহন-মনোমাহিনী।

ভোগপর মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের কাল্পনিক সিদ্ধদেহে আপনাকে 'সখী' বলিয়া অভিমান করাও অহংগ্রহো-পাসনাই হইয়া যায় ; ফলে, কল্পনাকারীর দেবীধামেই বাস হয়। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু প্রাকৃত-জীবকে এই বিষয়ে সতর্কও করিয়াছেন—যথা, ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২য় লঃ—"লুব্ধৈ-র্বাৎসলসখ্যাদৌ" শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকা—"ন তু ব্রজেন্দ্রা-দিত্বাভিমানেনাপীত্যর্থঃ। পিতৃত্বাদ্যভিমানো হি দ্বিধা সম্ভবতি—স্বতন্ত্রত্বেন, তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ। **তত্রান্ত্যমনুচিতং ভগবদভেদোপাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদ-য়িষ্যমাণেষু তদনৌচিত্যাৎ ; তথা তৎপরিকরেষু তদুচিত-ভাবনা-বিশেষেণাপরাধাপাতাৎ।**" এইজন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—(ঐ) "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।। সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।" (টীকা—'ব্রজলোকাস্ত্বত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনা-স্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ") * ; মধ্য, ২২শ পঃ ১৫৫ ও ১৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৫। রাধাকৃষ্ণয়োঃ (ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বয়োঃ) ভাবঃ (চিদ্বি-লাসঃ) বিভুঃ (পরমমহান্) অপি, সুখরূপঃ (সচ্চিদানন্দময়ঃ) স্ব-প্রকাশঃ (স্বয়ংপ্রকাশরূপঃ) অপি স্বাঃ (নিজসম্বন্ধিন্যঃ কায়-ব্যূহস্বরূপিণ্যঃ যাঃ সখীঃ) ঋতে (বিনা) রসপুষ্টিং ন হি প্রবহতি; যথা ঈশঃ (ঈশ্বরঃ) চিদ্বিভূতীঃ ইব, [সচ্চিদানন্দঃ ঈশ্বরঃ যথা নিজনিত্যচিদৈশ্বর্য্যাদিকং বিনা পুষ্টিং ন প্রাপ্নোতি, তথেত্যর্থঃ; অতঃ কারণাৎ] কঃ রসজ্ঞঃ (কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কৃতী) আসাং সখীনাং পদং ন শ্রয়তি? (আশ্রয়তি? সর্ব্বে সুনিপুণাঃ মধুররসজ্ঞাঃ ভক্তাঃ সখীপদং আশ্রয়ন্তীত্যর্থঃ)। (যথা কেবলাদ্বৈতবাদিনাং কল্পনা-ঙ্কিতবিগ্রহঃ অজ্ঞানসমষ্ট্যধিষ্ঠাতৃদেব ঈশ্বরঃ অজ্ঞান-ব্যষ্ট্যধিষ্ঠাতৃ-মলিনসত্ত্ব-বিকারাখ্য-জীবাদি-বিভূতিময়োঽপি ষণ্ঢবৎ নিত্যসত্য-বিলাস-রহিতঃ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিনামারাধ্যো নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বরো নিত্যচিদানন্দময়ঃ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-নিত্য-বিশেষবিভূতিভিঃ শান্ত-দাস্য-সখ্য-সার্দ্ধদ্বয়-রসপুষ্টিং করোতি, তথা

** শ্রীল জীবগোস্বামী 'দুর্গম-সঙ্গমনী'-টীকায় বলিয়াছেন,—'বাৎসল্য-সখ্যাদিভাবে লুব্ধ সাধকগণ কিন্তু ব্রজরাজ শ্রীনন্দাদি-অভিমান-দ্বারা ভক্তি সাধন করিবেন না, এই অর্থ। পিতৃত্বাদি-অভিমান দ্বিবিধ হইয়া থাকে—স্বতন্ত্ররূপে এবং শ্রীকৃষ্ণপিতা শ্রীনন্দাদির সহিত অভেদ-ভাবনারূপে। তন্মধ্যে শেষোক্ত অভিমান অনুচিত, যেহেতু, ভগবানের সহিত অভেদ হইবার উপাসনার ন্যায় ভগবানের সদৃশই নিত্যত্বরূপে (শ্রীনন্দাদি নিত্যসিদ্ধরূপে) প্রতিপাদন করিবে, এরূপ অভিমান অনুচিত। ভগবানের পিতা-সখাদিরূপ পরিকর-অভিমানে সেই উপযোগী ভাবনা-বিশেষদ্বারা অপরাধ হয় না।' শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—'কৃষ্ণকে এবং নিজ-অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জনকে স্মরণ করিতে করিতে তত্তৎ কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন। সেই ভাবলিপ্সুগণ সাধকরূপে ও অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ-স্বরূপে ব্রজবাসিগণের অনুসারী হইয়া সেবা করিবেন।' ইহার টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী বলিয়াছেন,—এস্থলে 'ব্রজলোক' অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন ও তাঁহার অনুগতগণ,—তাঁহাদের অনুসরণপূর্ব্বক, এই অর্থ।*

রাধা ও সখীগণের পরস্পরের প্রেম-সম্বন্ধ ঃ—

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা ।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥ ২০৮ ॥
কৃষ্ণলীলামৃত যদি লতাকে সিঞ্চয় ।
নিজ-সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥ ২০৯ ॥

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত (১০।১৬)—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী-নামশক্তেঃ
সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ ।
সিক্তায়াঃ কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাং স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥ ২১০ ॥

শ্রীরাধিকার সখীপ্রীতি ঃ—

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন ।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম ॥ ২১১ ॥
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি' সঙ্গম করায় ।
আত্মসুখ-সঙ্গ হৈতে কোটি-সুখ পায় ॥ ২১২ ॥

শ্রীরাধা ও সখীগণের পরস্পর প্রীতিতে কৃষ্ণের সুখ ঃ—

অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট ।
তাঁ-সবার প্রেম দেখি' কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥ ২১৩ ॥
সহজ গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত কাম ।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি' 'কাম'-নাম ॥ ২১৪ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৮৫)-ধৃত তন্ত্রবাক্য—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ২১৫ ॥

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য ।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য ॥ ২১৬ ॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার ।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥ ২১৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৮-২০৯। শ্রীরাধাই কৃষ্ণের প্রেমকল্পলতাস্বরূপ এবং সখীগণই সেই লতার পল্লবপুষ্পপাতা। লতারূপ রাধিকার পদাশ্রয়পূর্ব্বক লতাতে জল সেচন করিলে পল্লবাদির অত্যন্ত প্রফুল্লতা হয়। পল্লবাদিতে জল-সেচনে যেরূপ পল্লবাদির প্রফুল্লতা হয় না, সেইরূপ গোপীদের কৃষ্ণমিলনসুখ হইতেও রাধাকৃষ্ণমিলন-দ্বারাই অধিক সুখ হয়।

২১০। ব্রজসখীগণ—শ্রীরাধার তুল্য এবং ব্রজকুমুদচন্দ্রের হ্লাদিনী-নাম্নী শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকার সারাংশ-প্রেমবল্লীর কিশলয়দল-পুষ্পাদিস্বরূপ। কৃষ্ণলীলামৃতরস-সমূহদ্বারা পরমোল্লাসময়ী রাধিকা সিক্তা হইলেই সখীগণ আপনাদিগের সেচন হইতেও শতগুণ অধিক জাতোল্লাসা হন ;—ইহা বিচিত্র নয়।

অনুভাষ্য

পরিপূর্ণৌ সুখরূপৌ শ্রীবার্ষভাবনী-ব্রজেন্দ্রনন্দনৌ স্বয়ং-প্রকাশ-রূপৌ সন্তাবপি সখীভিঃ নিত্যরসপুষ্টিং কুরুত ইতি ভাবঃ *)।

২১০। ব্রজকুমুদবিধোঃ (ব্রজবাসিকুমুদানন্দকৃষ্ণচন্দ্রস্য) হ্লাদিনীনামশক্তেঃ (হ্লাদিন্যাখ্যশক্তেঃ) শ্রীরাধিকায়াঃ সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ (সারাংশঃ যঃ প্রেমা সঃ এব বল্লী লতা তস্যাঃ) কিশলয়-দল-পুষ্পাদিতুল্যাঃ (নবীনপত্রকুসুমাদিসমাঃ), অতএব স্বতুল্যাঃ সখ্যঃ (ললিতাদিপ্রিয়নর্ম্মসখ্যঃ) কৃষ্ণলীলামৃত-রস-নিচয়ৈঃ সিক্তায়াং অমুষ্যাং (রাধায়াম্) উল্লসন্ত্যাং চ [সত্যাং তাঃ] সখ্যঃ স্বসেকাৎ (স্ব-সেচনাৎ) শতগুণম্ অধিকং জাতোল্লাসাঃ (হর্ষান্বিতাঃ) ভবন্তি, ইতি যৎ, তৎ ন চিত্রং (বিস্ময়করম্)।

২১৩। অন্যোন্যে—পরস্পর। শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীগণ নিজ-নিজসুখবাঞ্ছায় কোনপ্রকার চেষ্টাশীলা না হইয়া একে অন্যের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করাইয়া প্রেমপুষ্ট করান, তদ্দর্শনে কৃষ্ণের তুষ্টি হয়।

২১৪-২১৭। 'কাম'—সম্বিদ্‌বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরা বৃত্তি নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর সুখতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। 'প্রেম'—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্য ও কৃষ্ণসেবাময়। গোপীর কামের নামই 'প্রেম', যেহেতু গোপিকা নিজেন্দ্রিয় সুখপরা নহেন, কেবল কৃষ্ণসুখের জন্য সজাতীয়-সখীর দ্বারা সেবা করাইয়া এবং তাদৃশী সখীর দ্বারা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-কাম স্বীকার করেন মাত্র। আদি ৪র্থ পঃ ১৬১-১৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

** কেবলাদ্বৈতবাদিগণের কল্পনা-নির্ম্মিত-বিগ্রহ 'অজ্ঞান-সমষ্টি'র অধিষ্ঠাতারূপ ঈশ্বর—'অজ্ঞান-ব্যষ্টি'র অধিষ্ঠাতা ও মলিন-সত্ত্বের বিকার-রূপ জীব প্রভৃতি বিভূতিযুক্ত হইলেও তিনি ক্লীববৎ নিত্য-সত্য-বিলাসরহিত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের আরাধ্য নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বর—নিত্য চিদানন্দময় ও স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় নিত্য-সবিশেষ বিভূতিসকলের সহিত শান্ত, দাস্য ও সখ্যের সার্দ্ধদ্বয় (আড়াই) রস পুষ্টি করেন। পরিপূর্ণ-সুখস্বরূপ শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং প্রকাশিত রূপ হইয়াও (অর্থাৎ অন্যাপেক্ষারহিত হইয়াও) সখীগণের সহিত নিত্যরসের পুষ্টি করিয়া থাকেন, এই অর্থ।*

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ২১৮ ॥

রাগানুগা-ভক্তির পরিচয় ঃ—

সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয় ।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥ ২১৯ ॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২০ ॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে ।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥ ২২১ ॥

রাগমার্গে শ্রুতিগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ—

তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ ।
রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২২ ॥

গোপীর আনুগত্যে শ্রুতির কৃষ্ণের মধুর-সেবা লাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৭।২৩)—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত-ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকস্থিত শব্দের অর্থ ঃ—

'সমদৃশঃ'-শব্দে কহে 'সেই ভাবে অনুগতি' ।
'সমাঃ'-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ-প্রাপ্তি ॥ ২২৪ ॥
'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা'য় কহে 'কৃষ্ণসঙ্গানন্দ' ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ২২৫ ॥

রাগাত্মিকা ভক্তির মহিমা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২২৬ ॥

নিবৃত্তানর্থ-ভক্তের রাগানুগভজন-প্রণালী ঃ—

অতএব গোপীভাব করি' অঙ্গীকার ।
রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ ২২৭ ॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি' করে তাঁহাঞি সেবন ।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ২২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৯-২২০। চতুঃষষ্টি ভজনাঙ্গরূপ বৈধভক্তি ; তৎপ্রতি নির্ম্মল শ্রদ্ধা থাকিলেই তাহাতে অধিকার জন্মে। ব্রজজনের কৃষ্ণপ্রতি যে স্বাভাবিক রাগ, তদ্দর্শনে সেই পথে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহাদিগকে সেই গোপীভাবামৃত-লোভই রাগানুগ-মার্গে অধিকার দিয়া থাকে। রাগানুগমার্গ-ভজনে বর্ণাশ্রমাদি-বৈদিক-ধর্ম্মে আসক্তি-ত্যাগ সহজে প্রয়োজন।

২২১-২২২। ব্রজে রক্তক-পত্রকাদি কৃষ্ণদাস, শ্রীদাম-সুবলাদি কৃষ্ণসখা, নন্দ-যশোদাদি কৃষ্ণের পিতামাতা, ইঁহারা নিজ-নিজ-রসভাবে কৃষ্ণকে ভজন করেন। ব্রজরসভজনে প্রবৃত্তি হইলে উক্ত কোন রসবিশেষে যাঁহার লোভ হয়, তিনি সেই ভাবযোগ্য চিৎস্বরূপ লাভ করিয়া সিদ্ধিকালে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন; —উপনিষদ্ বা শ্রুতিগণই ইহার দৃষ্টান্ত। শ্রুতিগণ দেখিলেন, গোপীগণের আনুগত্য না করিলে ব্রজে কৃষ্ণভজনের অধিকার পাওয়া যায় না, তখন তাঁহারা গোপীর আনুগত্য গ্রহণ করত রাগমার্গে গোপীদেহে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

২১৮। আদি ৪র্থ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২০-২২২। রাগানুগ-মার্গ—আদি ৪র্থ পঃ ১৬৭-১৬৯, ১৭৫ সংখ্যা ও মধ্য ২২ পঃ ১৪৫-১৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২৩। জনলোকে ব্রহ্মসত্র-যজ্ঞে শ্রোতা ঋষিবর্গের নিকট সনন্দনের শ্রুতিগণকর্ত্তৃক ভগবানের স্তব-বর্ণন,—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ (মরুৎ প্রাণশ্চ মনঃ চ অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি চ নিভৃতানি সংযমিতানি যৈঃ তে সংযতবায়ু-

---

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৩। মুনিগণ প্রাণায়ামদ্বারা নিশ্বাস জয়পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, ভগবানের শত্রুসকলও তাঁহার অনুধ্যান-বলে সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্প-শরীরতুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্য্যরূপ তীব্রবিষকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পাদপদ্মসুধা লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করিয়া গোপীভাবে তাঁহার পাদপদ্মসুধা পান করিয়াছি।

২২৪-২২৫। শ্লোকের চতুর্থপাদে 'সমদৃশঃ'-শব্দে 'গোপী-ভাবে অনুগতি' ব্যাখ্যা করে এবং 'সমাঃ'-শব্দে শ্রুতিগণের 'গোপীদেহ-প্রাপ্তি' ব্যাখ্যা করে। 'অঙ্ঘ্রিসরোজসুধা'-শব্দে 'কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ' ব্যাখ্যা করে।

২২৬। যশোদাপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ দেহিগণের পক্ষে যেরূপ সুলভ, আত্মভূত জ্ঞানিগণের পক্ষে সেরূপ নন।

অনুভাষ্য

হৃদয়েন্দ্রিয়াঃ, দৃঢ়যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ়যোগযুজশ্চ তে তথাভূতাঃ অবিচলিতপরানুরক্তাঃ) মুনয়ঃ যৎ (তত্ত্বং) হৃদি উপাসতে (অনু-ভবন্তি), তৎ অরয়ঃ (কৃষ্ণবিদ্বেষিণঃ) অপি [তব] স্মরণাৎ (বৈরভাবেন চিন্তনাৎ) যযুঃ (নির্ব্বিশেষতাং প্রাপুঃ) ; উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ (উরগেন্দ্রস্য সর্পস্য ভোগঃ দেহঃ তত্তুল্যয়োর্ভুজদণ্ডয়োঃ বিষক্তা ধীঃ যাসাং তাঃ) স্ত্রিয়ঃ, বয়ম্ অপি সমাঃ (গোপীকায়ব্যূহেন তত্তুল্যরূপাঃ) সমদৃশঃ (তদ্ভাবানু-

গোপীর আনুগত্য বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব ঃ—

গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ ২২৯ ॥

গোপীর আনুগত্য ছাড়িয়া লক্ষ্মীর রাসবিলাস-প্রাপ্তির অযোগ্যতা ঃ—

তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" ২৩০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
সর্ব্বোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ২৩১ ॥

প্রভু ও রায়ের প্রেম-ক্রন্দন ঃ—

এত শুনি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥ ২৩২ ॥

উভয়ের রাত্রে একত্র বাস, পরদিন প্রাতে স্বকার্য্যে গমন ঃ—

এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ-নিজ কার্য্যে দুঁহে গেলা ॥ ২৩৩ ॥

রায়ের দৈন্য ও প্রভুর সঙ্গ প্রার্থনা ঃ—

বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ রায় কহে বিনতি করিয়া ॥ ২৩৪ ॥

"মোরে কৃপা করিতে তোমার ইঁহা আগমন।
দিন দশ রহি' শোধ মোর দুষ্ট মন ॥ ২৩৫ ॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥" ২৩৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রায়ের স্তুতি ও তদ্বশ্যতাঙ্গীকার ঃ—

প্রভু কহে,—"আইলাঙ শুনি' তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি, শুদ্ধ করাইতে মন ॥ ২৩৭ ॥
যৈছে শুনিলুঁ, তৈছে দেখিলুঁ তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা ॥ ২৩৮ ॥
দশ দিনের কা-কথা, যাবৎ আমি জীব'।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ ২৩৯ ॥

নীলাচলে প্রভুর রায়ের সঙ্গ-বাঞ্ছা ঃ—

নীলাচলে তুমি-আমি থাকিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥" ২৪০ ॥

স্ব-স্ব-কার্য্যান্তে সন্ধ্যায় উভয়ের মিলন ঃ—

এত বলি' দুঁহে নিজ-নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা ॥ ২৪১ ॥

উভয়ের ইষ্টগোষ্ঠী ঃ—

অন্যোন্যে মিলি' দুঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী কহে আনন্দিত হঞা ॥ ২৪২ ॥

অনুভাষ্য

গত-ভাবময়াঃ) তে (তব) অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ (পাদপদ্মং সুষ্ঠু ধারয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) [তৎ ত্বদ্রূপং তত্ত্বং যযিমেতি শেষঃ]।

২২৩-২২৫। মধ্য ৯ম পঃ ১৩৩-১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২৬। যশোদার কৃষ্ণবশকারিতা-গুণ-দর্শনে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকট ব্রজললনাগণের অপ্রাকৃত সহজ রাগাত্মিকা ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন,—

অয়ং (গোপিকাসুতঃ যশোদানন্দনঃ) ভগবান্ ইহ যথা ভক্তিমতাং (রাগমার্গেণ ভজনকারিণাং) সুখাপঃ (অনায়াস-লভ্যঃ), দেহিনাং (দেহাভিমানিনাম্) আত্মভূতানাং (তপোব্রত-পরাণাং জড়বিরাগযুক্তাত্মারামাণাং) জ্ঞানিনাং চ তথা ন [সুখাপঃ ইতি শেষঃ]।

২২৮। সিদ্ধদেহ—বর্ত্তমান জড়দেহ ও মানস সূক্ষ্মদেহের অতিরিক্ত চিন্ময় রাধাকৃষ্ণ-সেবনোপযোগী দেহ। যেরূপ জড়-কর্ম্মফলে জীব জড়দেহ লাভ করেন, আবার কালে সেই দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থূল-ভোগবাসনায় পুনরায় জড়দেহ প্রাপ্ত হন, যেরূপ সূক্ষ্ম জড়ভোগ-বাসনায় মানস-লিঙ্গদেহ পরিগ্রহণপূর্ব্বক মনের দ্বারা জড়বিষয় ভোগ করিয়া পুনরায় তাদৃশ পরিবর্ত্তিত সূক্ষ্ম শরীর লাভ করেন, তদ্রূপ শুদ্ধজীবাত্মা কাম-ভোগবাসনা-বলে জড়ভোগ্য দেবীধামে জন্মগ্রহণ করিয়া কালক্ষুব্ধ স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয় পরিগ্রহণের পরিবর্ত্তে চিন্ময়-গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল চিন্ময় দেহদ্বয়লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা করিয়া থাকেন। জড়াতীত বা নিজভোগাতীত বস্তুর চিন্তা করিতে, জড় বা সূক্ষ্ম দেহ—অক্ষম, তজ্জন্য ত্রিগুণাতীত ভক্ত অপ্রাকৃত-কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া তদুপযোগী নিজ সিদ্ধদেহস্থ অপ্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অপ্রাকৃত-বস্তুর চিন্তা করিয়া অপ্রাকৃত-সেবা করিতে করিতে অপ্রাকৃত-সখীভাবানুগত্যে অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-চরণ লাভ করেন। মধ্য, ২২ পঃ ১৫২-১৫৬, ১৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২৯। ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজন হয় না। মাধুর্য্যাকর্ষণে গোপীর অনুগত হইয়া ভজন করিলেই কৃষ্ণলাভ ঘটে। আদি, ৪র্থ ১৭৬ পঃ ও মধ্য ৯ম পঃ ১৩০-১৩৫, ১৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩০। মধ্য, ৯ম পঃ ১১১-১৫৫ এবং ১৪ পঃ ১২২-১২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩১। মধ্য, ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভু-রামানন্দ-সংলাপ ; প্রভুর প্রশ্ন, রায়ের উত্তর ঃ—

প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর ।
এই মত সেই রাত্রে কথা পরস্পর ॥ ২৪৩ ॥

(১) কৃষ্ণভক্তিই পরা বিদ্যা ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার ?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি-বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥"২৪৪॥

(২) কৃষ্ণদাস্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশঃ বা প্রতিষ্ঠা ঃ—

'কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?'
'কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥' ২৪৫ ॥

(৩) রাধাগোবিন্দে প্রেমভক্তিই পরম ধন ঃ—

'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?'
'রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী ॥' ২৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৪-২৫৬। "প্রভু কহে,—কোন্ বিদ্যা" হইতে আরম্ভ হইয়া "স্থাবরদেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি" পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদ্যের প্রথম পংক্তিটী প্রভুর প্রশ্ন, দ্বিতীয় পংক্তিটী রায়ের উত্তর। চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৭ম অঙ্কে এই কথোপকথনটী আছে।

অনুভাষ্য

২৩৮। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসের স্বরূপ তুমিই জানিয়াছ। সেই জ্ঞানে তুমি পারঙ্গত সিদ্ধ, সুতরাং তুমিই শেষ-সীমা।

২৪২। গোষ্ঠী—সংলাপ।

২৪৪-২৫৬। ২৪৪ সংখ্যা হইতে ২৫৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রশ্নসমূহের উত্তরে জড়বস্তু ও অপ্রাকৃত বস্তুর বিচার-তারতম্যে জড়বিচারের হেয়তা ও জড়স্বার্থশূন্য কেবল-কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট অপ্রাকৃত গোলোকের বস্তু বা বিষয়সমূহের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে।

২৪৪। বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ক প্রশ্নে রায়ের উত্তর এই যে, কৃষ্ণভক্তি-বিদ্যাই সর্ব্বোত্তমা। জড়ভোগ-জননী বিদ্যা ও জড়াতীত ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তি-বিদ্যার উন্নতস্তরে কৃষ্ণভক্তি-বিদ্যা। (ভাঃ ৪।২৯।৫০)—"তৎ কর্ম্ম হরিতোষণং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" ; (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্।। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।" (ভাঃ ১১।১৯।৪০)—"বিদ্যাত্মনি ভিদোবাধঃ"। *

২৪৫। 'কৃষ্ণভক্ত'-খ্যাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কীর্ত্তি। জড়বিষয়লোলুপতাক্রমে জীব জড়ের স্থূল সেবনকেই বহুমানন করেন। দেবীধামের কোন পরিচয়ে অনিত্যভাবে কীর্ত্তিত হওয়া বা জড়াতীত-রাজ্যে 'ব্রহ্মজ্ঞ' বলিয়া খ্যাতিলাভের অপেক্ষা 'বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া খ্যাতির শ্রেষ্ঠত্ব ; তাহার উন্নতস্তরে 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া খ্যাতি। (গারুড়ে শক্রোক্তি)—'কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভং নৈব লভ্যতে। ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম।।" (ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক-সংবাদে)—"জন্মান্তর-সহস্রেষু যস্য স্যাদ্ বুদ্ধিরীদৃশী। 'দাসোঽহং বাসুদেবস্য' সর্ব্ব-ল্লোকান্ সমুদ্ধরেৎ।।" (আদিপুরাণে কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে)—"ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ।" (বৃহন্নারদীয়ে)—"অদ্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ। প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্।।" (গারুড়ে)—'ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যো একান্তেকো বিশিষ্যতে। একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্।।" (ভাঃ ৩।১৩।৪)—"শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ। তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্।।" নারায়ণব্যূহ-স্তবে—"নাহং ব্রহ্মাপি ভূয়াসং ত্বদ্ভক্তিরহিতো হরে। ত্বয়ি ভক্তস্তু কীটোঽপি ভূয়াসং জন্মজন্মসু।।"* এবং ভাঃ ৩।২৫।৩৮, ৪।২৪।২৯, ৪।৩১।২২, ৭।৯।২৪, ১০।১৪।৩০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তন্মধ্যে প্রহ্লাদ-খ্যাতি—যথা স্কান্দে শ্রীরুদ্রবাক্য—'ভক্ত

** তাহাই কর্ম্ম, যাহা হরিতোষণকর এবং তাহাই বিদ্যা, যদ্দ্বারা শ্রীহরিতে মতি লাভ হয় (ভাঃ ৪।২৯।৫০) ; "শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণ ভক্তিকে যিনি বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পণ করিতে পারেন, তিনিই শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত।" (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪) ; জীবে অবিদ্যাকৃত যে ভেদ অর্থাৎ অনাত্মত্ব, তাহার নিরাসই 'বিদ্যা' (ভাঃ ১১।১৯।৪০)।*

** (গরুড়-পুরাণে ইন্দ্রের উক্তি,—) 'আমার শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-পদ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যে দুর্ল্লভ ভাগবত-নামক পদ, তাহা কলিযুগে লাভ হয় না। (ইতিহাস-সমুচ্চয়ে)— সহস্র সহস্র জন্মের পর যাঁহার 'আমি শ্রীবাসুদেবের দাস'—এইপ্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে, তিনি সমস্ত লোক সম্যক্ উদ্ধার করেন। (আদি-পুরাণে)—শ্রুতিগণসহ সালোক্যাদি মুক্তিগণ ভক্তগণের অনুগমন করেন। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)—বিষ্ণুভক্তিরত ব্যক্তিগণের প্রভাব আজ পর্য্যন্তও মুনিবরগণ এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বিশেষভাবে জানিতে পারেন নাই। (গরুড়-পুরাণে)—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; সহস্র সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তবিদ্-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; কোটি বেদান্তবিদ্-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। সহস্র বৈষ্ণবগণ-মধ্যে একজন ঐকান্তিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ। ঐকান্তিক পুরুষগণই পরম-পদ লাভ করিয়া থাকেন। (শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।১৩।৪)—যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীমুকুন্দ-চরণকমল বিরাজমান, তাঁহাদের গুণানুবাদ-শ্রবণই—জীবের বহু*

(৪) কৃষ্ণভক্ত-বিচ্ছেদই তীব্রতম দুঃখ ঃ—

'দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?'
'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥' ২৪৭ ॥

অনুভাষ্য

এব হি তত্ত্বেন কৃষ্ণং জানাতি ন ত্বহম্। সর্ব্বেষু হরিভক্তেষু প্রহ্লাদোঽতিমহত্তমঃ।।"—(ভাঃ ৭।৯।২৬ ও ৭।১০।২১) ; তদপেক্ষা পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা—(ভাঃ ৭।১০।৪৮-৫০, ৭।১৫। ৭৫-৭৭) ; তদপেক্ষা যদুগণের শ্রেষ্ঠতা—(ভাঃ ১০।৮১।২৮, ৩০) তন্মধ্যে উদ্ধবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা—(ভাঃ ৩।৪।৩১, ১১।১৪। ১৫, ১১।১৬।২৯) ; তদপেক্ষা ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব—(ভাঃ ১০।৪৭।৫৮) ; 'বৃহদ্বামনে' ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য—"ষষ্ঠিবর্ষ-সহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা। নন্দগোপ-ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।। তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ। নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ।।" আদিপুরাণে শ্রীভগবদ্বাক্য,—"ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব। ন চ লক্ষ্মীর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম।।"* তন্মধ্যে শ্রীরাধিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীরাধার প্রিয়তম সেবকবর, শ্রীগৌরাঙ্গের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর যাঁহারা একান্ত অনুগত, তাঁহারাই "রূপানুগ'-নামে খ্যাত ;

(৫) কৃষ্ণপ্রেমিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত ঃ—

'মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি?'
'কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥' ২৪৮ ॥

অনুভাষ্য

তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—"আস্তাং বৈরাগ্য-কোটির্ভবতু শম-দম-ক্ষান্তি-মৈত্র্যাদিকোটিস্তত্ত্বানুধ্যান কোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ। কোট্যাংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃসিদ্ধ আস্তে শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্র-প্রিয়-চরণ-নখ-জ্যোতিরামোদ-ভাজাম্।।"*

২৪৬। জীব জড়ভোগ-পরায়ণ হইয়া অধিক ভোগবাসনা-পরিতর্পণকারী ধনকেই প্রাপ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু সম্পত্তির তারতম্য-বিচারে সূক্ষ্ম অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের তুল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই।

(ভাঃ ১০।৩৯।২)—'কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে। তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন।।"★

২৪৭। (ভাঃ ৩।৩০।৬)—"মামনারাধ্য দুঃখার্ত্তঃ কুটুম্বাসক্ত-মানসাঃ। সৎসঙ্গ-রহিতো মর্ত্ত্যো বৃদ্ধসেবা-পরিচ্যুতঃ।।"

(বৃঃ ভাঃ ৫।৪৪)—"স্ব-জীবনাধিকং প্রার্থ্যং শ্রীবিষ্ণুজন-সঙ্গতঃ। বিচ্ছেদেন ক্ষণং চাত্র ন সুখাংশং লভামহে।।"✚

আয়াসসাধ্য বেদ-অধ্যয়নের ফল, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। (নারায়ণ-ব্যূহ-স্তবে)—হে কৃষ্ণ! তোমাতে ভক্তিশূন্য হইয়া আমি ব্রহ্মা হইতেও চাহি না, বরং জন্মে জন্মে তোমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া কীট হইতেও ইচ্ছা করি।

* *(স্কান্দে রুদ্রবাক্য,—) 'ভক্তই কৃষ্ণকে তত্ত্বসহ জানেন, আমি জানি না। সমস্ত হরিভক্তগণ-মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা—"যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা, লোকং পুনানাং মুনয়োঽভিযন্তি। যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্য-লিঙ্গম্।।" (ভাঃ ৭।১০।৪৮)—শ্রীনারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রহ্লাদ-চরিত্র কীর্ত্তনান্তর বলিলেন,—'এই নরলোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবান্, কারণ তোমাদের গৃহে মনুষ্যরূপী সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গূঢ়রূপে বাস করেন, ইহা জানিয়াই ভুবনপাবন মুনিগণ সর্ব্বদা তোমাদের গৃহে গমনাগমন করেন।' পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও যদুগণের শ্রেষ্ঠতা—"অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ। যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দ্দর্শমপি যোগিনাম্।।" (ভাঃ ১০।৮২।২৮) পাণ্ডবগণ বলিলেন,—'হে ভোজরাজ উগ্রসেন, আপনারাই পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে সার্থকজন্মা, যেহেতু আপনারা যোগিগণেরও দুর্ল্লভদর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।' যদুগণ-মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ—"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।" (ভাঃ ১১।১৪।১৫) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,—'তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী, এমনকি নিজস্বরূপও সেরূপ নহে।' উদ্ধব অপেক্ষা ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব—"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো, গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছতি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ, কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য।।" (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮) শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—'নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে পরমপ্রেমবতী এই গোপীগণেরই জন্ম সার্থক। মুমুক্ষু মুনিগণ এবং আমরা ভক্তগণও সেইরূপ ভাব প্রার্থনা করিয়া থাকি। অতএব কৃষ্ণকথা-রসিকগণের ব্রহ্মাদি-জন্মেই বা কি?' (বৃহদ্বামনে ব্রহ্মার উক্তি)—'নন্দগোপ-ব্রজবধূগণের চরণরেণু লাভের জন্য আমি পূর্ব্বে ষাটহাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহাদের চরণরেণু প্রাপ্ত হই নাই। আমি শিব, শেষ বা লক্ষ্মী তাঁহাদের সহিত কোনপ্রকারে সমান নহি।' (আদিপুরাণে ভগবদ্বাক্য)—হে রাজন্, গোপীজন আমার যেরূপ প্রিয়তম, সেরূপ ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী এমনকি আমিও নহি।'*

* *কোটি বৈরাগ্য থাকুক, কোটি শম, দম, ক্ষান্তি, মৈত্র প্রভৃতি হউক, কোটি ব্রহ্মধ্যান হউক্ অথবা কোটি বিষ্ণুভক্তি থাকুক্—কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় ভক্তগণের পদনখজ্যোতির আনন্দভাজন-দাসগণে যে স্বতঃসিদ্ধ গুণাবলী আছে, তাহার কোটিভাগের এক অংশও ঐসকল নহে।*

★ *সর্ব্বসম্পদের আকরস্বরূপ ভগবান্ প্রসন্ন হইলে আর কি অলভ্য থাকে? তথাপি হে রাজন্, ভক্তগণ কৃষ্ণপ্রেম-ধন ব্যতীত তাঁহার নিকট আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। (ভাঃ ১০।৩৯।২)*

✚ *"আমাকে আরাধনা না করিয়া কুটুম্বাসক্তচিত্ত জীব সাধুসঙ্গরহিত ও পূর্ব্বসাধুসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া দুঃখার্ত্ত হইয়া পড়ে" (এই শ্লোক*

(৬) কৃষ্ণলীলাগানই শুদ্ধজীবাত্মার সহজ ধর্ম্ম ঃ—

'গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম্ম?'
'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি—যেই গীতের মর্ম্ম ॥'২৪৯ ॥

(৭) কৃষ্ণভক্তসঙ্গই জীবের একমাত্র নিঃশ্রেয়স ঃ—

'শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?'
'কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥' ২৫০ ॥

(৮) কৃষ্ণই একমাত্র নিত্য স্মরণীয় ঃ—

'কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?'
'কৃষ্ণ'-নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ ॥' ২৫১ ॥

(৯) রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র ধ্যেয় ঃ—

'ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?'
'রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান ॥' ২৫২ ॥

(১০) ব্রজই একমাত্র বাস্তব্য ঃ—

'সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?'
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি—যাঁহা নিত্য-লীলারাস ॥' ২৫৩ ॥

(১১) ব্রজই একমাত্র শ্রোতব্য ঃ—

'শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?'
'রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন ॥' ২৫৪ ॥

(১২) হরেকৃষ্ণ-নামই একমাত্র কীর্ত্তনীয় ঃ—

'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?'
'শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল 'রাধাকৃষ্ণ' নাম ॥' ২৫৫ ॥

(১৩) মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুর গতি ঃ—

'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি?'
'স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥' ২৫৬ ॥

অনুভাষ্য

২৪৮। (ভাঃ ৬।১৪।৪)—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।।"*

২৪৯। (ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)—"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।"*

২৫০। (ভাঃ ১১।২।২৮)—"অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোহনঘাঃ। সংসারেহস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোহপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্।।"✣

২৫১। (ভাঃ ২।২।৩৬)—"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবন্নৃণাম্।।"★

২৫২। (ভাঃ ১।২।১৪) "তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।।"☆

অনুভাষ্য

২৫৩। (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—"আসামহো চরণরেণু জুষা-মহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধিনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।"*

২৫৪। (ভাঃ ১০।৩০।৩৯)—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।"◆

২৫৫। (ভাঃ ৬।৩।২২)—"এতাবানের লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্ম পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।"✢

২৫৬। জড়ভোগহীন মুক্তিবাদিগণ চরমে চিৎক্রিয়াহীন অর্থাৎ সুপ্তচেতন স্থাবর দেহ এবং জড়ভোগযুক্ত ভুক্তিবাদিগণ পরলোকে ভোগোপযোগী দেবদেহ লাভ করেন।

"মুক্ত্যৈ যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমুচে মহামুনি। গৌতমং তং

উদ্ধৃত সংখ্যানুযায়ী মূলগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না)। মহারাজ যুধিষ্ঠির, শ্রীনারদকে বলিলেন,—"নিজ-জীবন হইতেও অধিক প্রার্থনীয় যে শ্রীবিষ্ণুভক্ত-গণের সঙ্গ, সেই সঙ্গ-বিচ্ছেদে আমরা এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও কিছুমাত্র সুখলাভ করিতেছি না। (বৃঃ ভাঃ ১।৫।৫৪)।

* *হে মহামুনে, কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্ল্লভ ('কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধকামী সকলই অশান্ত।।")।*

* *ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবারনিমিত্ত যে গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য দেহধারী প্রাণিমাত্রেই ভগবৎসেবাপর হইবে।*

✣ *হে মহাপুরুষগণ, আপনাদের দুর্ল্লভ দর্শন লাভ করায় আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই সংসারে যদি ক্ষণার্দ্ধ-কালও শুদ্ধভক্তসঙ্গ লাভ হয়, তবে তাহা জীবের পরমানন্দপ্রদ হইয়া থাকে।*

★ *অতএব হে রাজন্, মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাত্মদ্বারা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা সেই শ্রীহরির নাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়।*

☆ *সেইহেতু অচঞ্চলচিত্তে ভক্তগণের একমাত্র পতিস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করা কর্ত্তব্য।*

* *শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—দুস্ত্যজ স্বজনগণ ও আর্য্যপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা শ্রুতিগণেরও নিরন্তর অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর সেবানিরত হইয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটী স্বরূপে জন্মলাভ ইচ্ছা করি।*

◆ *ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অনুক্ষণ শ্রবণপূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্রোগকাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।*

✢ *নামসঙ্কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে যে ভক্তিযোগ—এই পর্য্যন্তই ইহজগতে জীবের 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।*

জ্ঞানী ও ভক্তের সাধন-বৈশিষ্ট্য ঃ—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে ।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥ ২৫৭ ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান ।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥ ২৫৮ ॥

কৃষ্ণকথালোচনায় উভয়ের রাত্রি-যাপন ঃ—

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথা-রসে ।
নৃত্য-গীত-রোদনে হৈল রাত্রি-শেষে ॥ ২৫৯ ॥
দোঁহে নিজ নিজ-কার্য্যে চলিলা বিহানে ।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি' মিলিলা আর দিনে ॥ ২৬০ ॥

পরদিন প্রভুপদে রায়ের নিবেদন ঃ—

ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি' কতক্ষণ ।
প্রভুপদ ধরি' রায় করে নিবেদন ॥ ২৬১ ॥
"'কৃষ্ণতত্ত্ব', 'রাধাতত্ত্ব', 'প্রেমতত্ত্বসার' ।
'রসতত্ত্ব', 'লীলাতত্ত্ব' বিবিধ প্রকার ॥ ২৬২ ॥

শুদ্ধহৃদয়ে উদয়হেতু প্রভুর স্ব-প্রকাশত্ব ঃ—

এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন ।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ ২৬৩ ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয় ।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥ ২৬৪ ॥

সচ্চিদ্বিলাসময় পরমেশ্বর-বস্তুর নিরূপণ ও ধ্যান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ২৬৫ ॥

অনুভাষ্য

বিজানীথ যথা বিশ্ব তথৈব সঃ।।"★ ইহাই বৌদ্ধমতবাদিগণের দর্শন-ফল।

(ভাঃ ১১।১০।২২)—"ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ। ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্।।" (ভাঃ ৪।২৯।২৯)—"দেবো মনুষ্যস্তির্যগ্ বা যথা কর্ম্মগুণং ভবঃ"✻ ও (গীঃ ৯।২০) দ্রষ্টব্য।

২৫৭। 'জ্ঞান'—নিম্বফলসদৃশ, আস্বাদনের অযোগ্য, কর্কশ-তর্কনিষ্ঠ কাকাবস্থ জীবের ভক্ষ্য ; কিন্তু, প্রেমরূপ আম্র-মুকুলের আস্বাদ—প্রিয় ও সুমিষ্ট, উহা—রসাস্বাদক কোকিলতুল্য কৃষ্ণ-ভক্তেরই আস্বাদনীয়।

২৫৮। নীরস জ্ঞানই দুর্ভাগা জ্ঞানীর ভাগ্যে আস্বাদনীয় বস্তু; আর সরস কৃষ্ণপ্রেমামৃতই ভাগ্যবান্ ভক্তের পানীয় বস্তু।

২৬০। বিহানে—পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমে (হিন্দীভাষায়) এখনও 'প্রাতঃকালে'-শব্দের পরিবর্ত্তে চলিত ভাষায় এই শব্দটী ব্যবহৃত হয়।

২৬৩। ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবৎকর্ত্তৃক বেদপ্রকাশন,—(শ্বেঃ উঃ ৬।১৮)—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।।"✤ এবং ভাঃ ২।৯।৩০-৩৫, ১১।১৪।৩, ১২।৪।৪০ ১২।১৩।১৯ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২৬৪। এতদ্দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরই যে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবর্ত্তক ভর্গোদেব, তাহা কথিত হইতেছে ; যথা (ভাঃ ২।৪।২২)—"প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্।।"✻

২৬৫। যতঃ (যস্মাৎ শক্তিমতঃ) অস্য (বিশ্বস্য) জন্মাদি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৫। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় হয়, অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা বিচার করিলে যিনি সমস্ত অর্থ বা ব্যাপারে একমাত্র পরম 'জ্ঞ-তত্ত্ব' অর্থাৎ 'স্বরূপতত্ত্ব' বলিয়া স্থির হন ; যিনি দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্র রাজা ; যিনি আদি কবি ব্রহ্মাকে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন ; যাঁহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান পণ্ডিতের মুহুর্মুহু মোহ জন্মিয়া থাকে ; যাঁহাতে তেজো-বারি-মৃত্তিকা প্রভৃতি ভূতনিচয়ের

★ *প্রস্তরত্ব-লাভরূপ মুক্তির উদ্দেশ্যে যে মহামুনি (ন্যায়)-শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই গৌতমকে যেরূপ জান, তিনি সেইরূপই বলিয়া জান।*

✻ *যাজ্ঞিক পুরুষ ইহলোকে যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণের আরাধনা করিয়া স্বর্গ লাভ করেন এবং তথায় দেবগণের ন্যায় নিজপুণ্যার্জ্জিত দিব্যবিষয়-সকল ভোগ করিতে থাকেন (ভাঃ ১১।১০।২৩)। অজ্ঞানাবৃত-জীব কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য বা তির্য্যক্ জন্ম অথবা কর্ম্মানুরূপ জন্ম লাভ করে (ভাঃ ৪।২৯।২৯)।*

✤ *যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেদসকল তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন, সেই আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক-দেবকে মুমুক্ষু আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।*

✻ *কল্পের প্রারম্ভে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিবিষয়ক স্মৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার দ্বারা প্রেরিতা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই উপাস্যরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানপ্রদাতাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।*

রায়ের সংশয় ঃ—

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি' কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ ২৬৬ ॥

রায়ের নিকট প্রভুর স্বরূপ আবির্ভূত ঃ—

পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসি-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥ ২৬৭ ॥

রায়ের রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত গৌরসুন্দর-দর্শন ঃ—

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥ ২৬৮ ॥
তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশী বদন।
নানা-ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ ২৬৯ ॥

স্বয়ং প্রভুকেই রায়ের গৌররূপের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

এইমত তোমা দেখি' হয় চমৎকার।
অকপটে কহ, প্রভু, কারণ ইহার ॥" ২৭০ ॥

রায়কে 'মহাভাগবত' বলিয়া প্রশংসাদ্বারা আত্মগোপন-চেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৭১ ॥

মহাভাগবত বা বৈষ্ণব বা পরমহংসের দর্শন ঃ—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥ ২৭২ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥ ২৭৩ ॥

সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দর্শন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিনিময় অর্থাৎ পৃথক্‌রূপ সত্তা ; যাঁহাতে তিনপ্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ চিদুদয়রূপ সৃষ্টি, জীব-প্রাকট্যরূপ সৃষ্টি ও মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি—সত্যরূপে বর্ত্তমান ; সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্য-কুহক-শূন্য পরমসত্য-তত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

অনুভাষ্য

(জন্মস্থিতিভঙ্গং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, "জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইতি ন্যায়াৎ—ব্রঃ সূঃ ১।১।২) অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ (অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং ভবতি) ; যঃ অন্বয়াৎ অর্থেষু (চিন্ময়রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শযোগ্য-ব্যাপারেষু) অভিজ্ঞঃ (আসক্তঃ) ব্যতিরেকাৎ অর্থেষু (জড়রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ-বিষয়েষু) অভিজ্ঞঃ (অসংস্পৃষ্টঃ) সন্ স্বরাট্ (স্বেন এব রাজতে যঃ স্বপ্রকাশঃ) ; যৎ (যস্মিন্ পরমসত্যে) সূরয়ঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ—দশমে ব্রহ্মমোহনাৎ, দেবাঃ তলবকারশ্রুতেঃ, ব্রাহ্মণাদয়ঃ মুনয়শ্চ দত্তাত্রেয়-দুর্ব্বাসো-বশিষ্ঠ-শঙ্কর-বিদ্যারণ্যাদয়ঃ "দৈবাহতার্থ-রচনা" ইতি ভাঃ ৩।৯।১০ বচনাৎ) অপি মুহ্যন্তি (মোহং প্রাপ্নুবন্তি পরমসত্যনির্দ্ধারণে অসমর্থাঃ ভবন্তি) ; তৎ ব্রহ্ম (তত্ত্বং—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ" ইত্যাদেঃ) আদিকবয়ে (ব্রহ্মণে) হৃদা (মনসি—'ত্রয্যা প্রবুদ্ধঃ' ইতি ব্রহ্মসংহিতা-বচনাৎ) যঃ তেনে (প্রকাশিত-বান্) ; যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (ব্যত্যয়ঃ অন্যস্মিন্ অন্যাবভাসঃ তথা) ত্রিসর্গঃ (ত্রয়াণাং রজস্তমঃসত্ত্বানাং নশ্বরঃ সর্গঃ, পক্ষান্তরে, অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-তটস্থ-শক্তিত্রয়াণাং নিত্য-প্রকাশঃ) যত্র (পরমসত্যে ভগবৎস্বরূপে সচ্চিদানন্দবিগ্রহাদ্বয়-জ্ঞানে) অমৃষা (সত্যঃ) ; স্বেন ধাম্না (অপ্রাকৃতান্তরঙ্গসন্ধিন্যাদি-তদ্রূপ-বৈভবেন বলেন) সদা নিরস্ত-কুহকং (নিরস্তং ব্যুদস্তং মায়া-লক্ষণং কুহকং কপটং যস্মিন্ তং) সত্যং (সত্যস্বরূপং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৭-২৭৩। প্রভো, তোমাকে আমি প্রথম একটী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখিলাম ; এখন তোমাকে শ্যাম-গোপরূপ দেখিতেছি। আবার তোমার সম্মুখে একটী কাঞ্চন-পুত্তলিকা দেখিতেছি। সেই পুত্তলিকা গৌরকান্তিদ্বারা তোমার সমস্ত দেহ আবৃত করিয়াছে, তথাপি তোমার রঙ যেন প্রকটভাবেই প্রতীত ; আবার, তোমার বাম-লোচন অনেকভাবে চঞ্চল। প্রভো! তোমার ঐরূপ চমৎকারময়-ভাবের কারণ কি, তাহা অকপটে বল। প্রভু কহিলেন,—যাঁহাদের কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম, তাঁহারা—ভাগবতোত্তম; তাঁহাদের প্রেমের স্বভাব এই যে, তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গম, যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি না দেখিয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণভাবই দেখেন।

২৭৪। যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্ম-রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্তভূতকে দেখিতে পান।

অনুভাষ্য

সনাতনং) পরং (সর্ব্বস্মাৎ পরং পরমেশ্বরং) ধীমহি (বয়ং ধ্যায়েমঃ)। বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২৬৬-২৬৯। আদি, ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৭। অর্থাৎ 'রসরাজ, মহাভাব,—দুই এক রূপ" (২৮১ সংখ্যা)। সন্ন্যাসি-স্বরূপ—নিত্য কৃষ্ণবিরহজনিত অধিরূঢ়-মহাভাবময় নিত্য বিরাগী বা তাপস-স্বরূপ।

২৭৪। বিদেহরাজ 'নিমি' ত্রিবিধ ভক্ত বা ভাগবতের লক্ষণ, দর্শন, আচরণ ও উক্তি-সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করায় তদীয় প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'হবি' কহিলেন,—

কৃষ্ণসেবাময়-চিত্তে সর্ব্বত্র চেতনা বা কৃষ্ণসেবাবৃত্তি-দর্শন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ২৭৫ ॥

বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তম চরম দর্শন ঃ—

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥" ২৭৬ ॥

রায়ের স্পষ্টভাবে প্রভুর অবতারোদ্দেশ্য-কীর্ত্তন ঃ—

রায় কহে,—"প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥ ২৭৭ ॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি' অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ ২৭৮ ॥
নিজ-গূঢ়কার্য্য তোমার—প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ ২৭৯ ॥

প্রভুর আত্মগোপন বা ছলনায় রায়ের অনুযোগ ঃ—

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর,—তোমার কোন্ ব্যবহার ॥" ২৮০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রায়কে স্বীয় শ্যাম ও গৌররূপ-প্রদর্শন ঃ—

তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ ॥ ২৮১ ॥

রায়ের আনন্দ-মূর্চ্ছা ঃ—

দেখি' রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে ॥ ২৮২ ॥

সংজ্ঞা-লাভান্তে প্রভুর সন্ন্যাস-বেষদর্শনে বিস্ময় ঃ—

প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি' করাইলা চেতন।
সন্ন্যাসীর বেষ দেখি' বিস্মিত হৈল মন ॥ ২৮৩ ॥

রায়কে প্রভুর সান্ত্বনা, নিজ-কৃষ্ণস্বরূপত্ব ও রাধাভাবদ্যুতিময়ত্বের উদ্দেশ্যাদি সমস্ত গূঢ় কারণই অকপটে জ্ঞাপন ঃ—

আলিঙ্গন করি' প্রভু কৈল আশ্বাসন।
"তোমা বিনা এই রূপ না দেখে অন্যজন ॥ ২৮৪ ॥
মোর তত্ত্বলীলা-রস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইলুঁ তোমারে ॥ ২৮৫ ॥
গৌর অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥ ২৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৫। পুষ্পফলাঢ্য বনলতা, তরুসকল ও ভাবদ্বারা অবনত, প্রেমপুলকিত-শরীরযুক্ত বনস্পতিসকল আত্মগত কৃষ্ণকে প্রকট করত মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল।

২৮১। রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা—দুই মিলিত হইয়া যে একতত্ত্ব, সেই স্বরূপ দেখাইলেন—অর্থাৎ 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ" দেখাইলেন। ইহাতে যে একতত্ত্বে দুই এবং দুইতত্ত্বই এক, এরূপ একটী অপূর্ব্ব স্বরূপ দেখাইলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারাই শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কৃপায় সেই নিত্যস্বরূপ সেবা করিতে পান।

২৮৬-২৮৭। হে রামানন্দ, তুমি আমাকে পৃথক্ একটী 'গৌরপুরুষ' বলিয়া দেখিতেছ, আমি তাহা নই ; আমি সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, রাধাঙ্গস্পর্শনরূপ আমার এই গৌরভাবই নিত্য। কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও রাধিকা স্পর্শ করেন না।

অনুভাষ্য

যঃ সর্ব্বভূতেষু (চেতনাচেতনাত্মকেষু সর্ব্বেষু) আত্মনঃ (ভোগজড়াতীতস্য অপ্রাকৃতস্য) ভগবদ্ভাবং (ভূতানাং ভগবৎ-সেবোপযোগিসিদ্ধস্বরূপাদিকং) পশ্যেৎ, আত্মনি ভগবতি [নিজ-সিদ্ধরূপেণ অপ্রাকৃত-নিত্যসেবাপরাণি] ভূতানি পশ্যেৎ, [সঃ] এষঃ ভাগবতোত্তমঃ। [অপ্রাকৃতভাবপ্রাবল্যেন মহাভাগবতাঃ সর্ব্বত্র সেব্য-সেবক-ভাবাবস্থিতাঃ কৃষ্ণকার্ষ্ণান্ পশ্যন্তি, বহি-র্দৃষ্টেরভাবাৎ)।

২৭৫। দিবাভাগে কৃষ্ণ বনে গমন করিলে বিরহসন্তপ্ত গোপীগণ পরস্পর এইরূপ গীত গান করিতেন,—

[কৃষ্ণবেণু-নাদং শ্রুত্বা] প্রণতভারবিটপাঃ (ভারাবনত তরবঃ) পুষ্পফলাঢ্যাঃ (ফলকুসুমান্বিতাঃ) প্রেমহৃষ্টতনবঃ (কৃষ্ণপ্রেমোৎ-ফুল্লকলেবরাঃ) বনলতাঃ তরবঃ চ আত্মনি (স্বীয়ে বিগ্রহে) বিষ্ণুং (বিভু-চৈতন্যং) ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ (প্রকাশয়মানং সূচয়ন্ত্যঃ) ইব মধুধারা ববৃষুঃ স্ম।

২৭৭-২৭৯। ভক্তের ভগবল্লীলা-জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধে আদি ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা এবং আদি ১ম পঃ ৫ম শ্লোকের তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে আদি, ৪র্থ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৮৪-২৮৮। আদি ৪র্থ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৮৬। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় 'গৌর-অঙ্গ নহে' কথাদ্বারা গৌর ও কৃষ্ণকে পৃথক্ বুদ্ধি করেন ; বস্তুতঃ উভয়েই স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ অথাৎ গৌরই 'কৃষ্ণস্বরূপে' সম্ভোগরসে নাগর বা বিষয়-বিগ্রহ, আবার কৃষ্ণই 'গৌরস্বরূপে' বিপ্রলম্ভরসে আশ্রয়-বিগ্রহ-শ্রীরাধাভাবকান্তিময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহ 'ধীর-ললিত' নায়ক স্বয়ংরূপ শ্রীনন্দনন্দন ব্যতীত অন্য কোন বিষ্ণুবিগ্রহই কৃষ্ণের পূর্ণচিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধিকার ভোক্তা হইতে পারেন না ; যেহেতু কৃষ্ণ-ব্যতীত অপর সমস্ত বিষ্ণুবিগ্রহে শৃঙ্গার-রস ও ধীরললিত-নায়ক-ভাবের অভাব এবং ঐশ্বর্য্য-ভাবের প্রাবল্য, এজন্যই শ্রীমতীর

তাঁর ভাবে ভাবিত করি' আত্ম-মন ।
তবে নিজ-মাধুর্য্য করি আস্বাদন ॥ ২৮৭ ॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম ।
লুকাইলে প্রেম-বলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম ॥ ২৮৮ ॥

গূঢ় ভজনকথা সর্ব্বত্র অপ্রকাশ্য ঃ—

গুপ্তে রাখিহ, কাঁহা না করিহ প্রকাশ ।
আমার বাতুল-চেষ্টা লোকে উপহাস ॥ ২৮৯ ॥

প্রভু ও রায় উভয়েই আশ্রয়ের ভাবে প্রমত্ত ঃ—

আমি—এক বাতুল, তুমি—দ্বিতীয় বাতুল ।
অতএব তোমায়-আমায় হই সমতুল ॥" ২৯০ ॥

রায়সহ প্রভুর দশ দিবস যাপন ঃ—

এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে ।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ২৯১ ॥

প্রভু রামানন্দ-সংবাদ—একটী বৃহৎ ধাতব দ্রব্যের খনি, তথায় মূল্যভেদে বহু ধাতুর প্রকাশ ঃ—

নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার ।
অনেক কহিল, তার না পাইল পার ॥ ২৯২ ॥

অপ্রাকৃত পঞ্চরসের উপমা ঃ—

তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা, রত্নচিন্তামণি ।
কেহ যদি কাঁহা পোতা পায় একখানি ॥ ২৯৩ ॥
ক্রমে উঠাইতে সেহ উত্তম বস্তু পায় ।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু-রামরায় ॥ ২৯৪ ॥

রায়ের নিকট প্রভুর বিদায়-গ্রহণ ও আদেশ-জ্ঞাপন ঃ—

আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা ।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা ॥ ২৯৫ ॥

রায়কে নীলাচলে যাইতে আদেশ ও তথায় পুনর্মিলনে কৃষ্ণকথালাপ-সুযোগ ঃ—

"বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে ।
আমি তীর্থ করি' তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥ ২৯৬ ॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে ।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥" ২৯৭ ॥
এত বলি' রামানন্দে করি' আলিঙ্গন ।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ॥ ২৯৮ ॥

বজ্রাঙ্গ-জীউর দর্শনান্তে প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

প্রাতঃকালে উঠি' প্রভু দেখি' হনুমান্ ।
তাঁরে নমস্করি' প্রভু দক্ষিণে করিলা প্রয়াণ ॥ ২৯৯ ॥

প্রভুদর্শনে সমগ্র বিদ্যানগর-বাসীর বৈষ্ণবতা ঃ—

'বিদ্যাপুরে' নানা-মত লোক বৈসে যত ।
প্রভু-দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল ছাড়ি' নিজমত ॥ ৩০০ ॥

প্রভু-বিরহে রায়ের অবস্থা ঃ—

রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল ।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥ ৩০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীরাধিকার ভাবে আমার স্বরূপ ও মন ভাবিত করিয়া আমি আমার কৃষ্ণমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া থাকি।

২৯৩। শ্রীরামানন্দরায় শ্রীমহাপ্রভুর প্রশ্নে প্রথমে পাঁচটী (এই পরিচ্ছেদের ৫৭ সংখ্যা হইতে ৬৭ পর্য্যন্ত) উত্তর দিয়াছেন। তাহার প্রথমটী—তামার ন্যায় সাধারণ ধাতু ; দ্বিতীয়টী—কাঁসার ন্যায় তদুৎকৃষ্ট ধাতু ; তৃতীয়টী—রূপার ন্যায় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রৌপ্য-ধাতু ; চতুর্থটী—সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণ-ধাতু। কিন্তু পঞ্চমটী—জ্ঞানশূন্য ভক্তি ; উহাই রত্নচিন্তামণি বা সাধ্যবস্তু,—যাহার প্রভাবে অন্য চারিটী ধাতুত্ব লাভ করে। আবার ষষ্ঠ উত্তরকে (৬৮-৮১ সংখ্যা পর্য্যন্ত) 'প্রথম' জ্ঞান করিলে, তাহার পর পর যে পাঁচটী প্রেমবিষয়ক উত্তর আছে, তাহাদের সেইরূপ তুলনা বুঝিতে হইবে।

অনুভাষ্য

নাম "গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দ-সর্ব্বস্বা, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি।।" (আদি ৪র্থ পঃ ৮২ সংখ্যা)।

২৮৮। আদি, ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৯-২৯০। এইসকল কথা তর্কনিষ্ঠ-জগতে তাহাদের

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯৯। হনুমান্—বিদ্যানগরে হনুমানের মূর্ত্তি-পূজা হয়। সেই গ্রাম্যদেবতাকে নমস্কার করিয়া দক্ষিণে গেলেন।

অনুভাষ্য

কেবল জড়াসক্তিবশতঃ হাস্যের বিষয় হইবে, সুতরাং তুমি ইহা অনুপযুক্ত-পাত্রে প্রকাশ করিও না। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইলে তর্কনিষ্ঠ সাংসারিক জড়চেষ্টাসমূহ শ্লথ হয় ও রাগানুগ-ভাবের প্রেমচেষ্টা-সমূহ সাধারণ ভোগপর দৃষ্টিতে 'বাতুলতা' মাত্র বলিয়া মনে হয়। জড়বিচারে, আমিও বাতুল এবং তুমিও বাতুল,—উভয়ের তুল্যতা থাকায় আমরা উভয়েই কৃষ্ণপ্রেমের কথায় মত্ত,—কৃষ্ণেতর জড়রস-রসিক অন্যের উপহাসের পাত্র।

২৯৩। ব্রজে যমুনাসলিল, পুলিন-বালুকা, কদম্ব-বক্ষাদি, গো-বেত্র-বেণু প্রভৃতি শান্তরসের বিগ্রহসমূহ, চিত্রক-পত্রক-রক্তকাদি দাস্যরসের বিগ্রহসমূহ, শ্রীদাম-সুদামাদি সখ্যরসের বিগ্রহসমূহ, নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্যরসের বিগ্রহসমূহ এবং শ্রীমতী রাধিকা-ললিতাদি গোপরামাসমূহ নিজ-নিজ-রসে ধনী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,—এই পাঁচটী পরপর তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা ও রত্নচিন্তামণির খনিতুল্য। পোতা—ভূগর্ভস্থিত।

গ্রন্থে প্রভু-রামানন্দ-সংবাদ সংক্ষেপেই বর্ণিত ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ রামানন্দের মিলন ।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্র-বদন ॥ ৩০২ ॥

চৈতন্যলীলা, রায়-চরিত্র ও রাধাকৃষ্ণলীলার পরস্পরের সম্বন্ধ এবং অতি সৌভাগ্যবানেরই এই লীলায় অধিকার ও সুযোগ ঃ—

সহজে চৈতন্য-চরিত্র—ঘনদুগ্ধপূর ।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥ ৩০৩ ॥
রাধাকৃষ্ণলীলা—তাতে কর্পূর-মিলন ।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন ॥ ৩০৪ ॥
যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে ।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥ ৩০৫ ॥

প্রভু-রামানন্দ-সংবাদ-শ্রবণের ফল বর্ণন ঃ—

'রসতত্ত্ব-জ্ঞান' হয় ইহার শ্রবণে ।
'প্রেমভক্তি' হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ ৩০৬ ॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে ।
বিশ্বাস করি' শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে ॥ ৩০৭ ॥

ভগবানের অচিন্ত্যভাব—তর্কাতীত ঃ—

অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ় ।
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর ॥ ৩০৮ ॥

নিতাইগৌরাদ্বৈতের ঐকান্তিক ভক্তেরই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্য ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ ।
যাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁরে মিলে এই ধন ॥ ৩০৯ ॥

রায়কে গ্রন্থকারের বন্দনা ঃ—

রামানন্দ রায়ে মোর কোটী নমস্কার ।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥ ৩১০ ॥
দামোদর-স্বরূপের কড়চা-অনুসারে ।
রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে ॥ ৩১১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩১২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দরায়-সঙ্গোৎসবো নামাষ্টম-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০৩-৩০৪। শ্রীচৈতন্যের চরিত্রটী ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধস্বরূপ, রামানন্দ-চরিত্রটী তাহাতে খণ্ড বা খাঁড় অর্থাৎ চিনি-বিশেষ ; এবং (তন্মধ্যে) শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাটী—খণ্ডযুক্ত-দুগ্ধে শ্রীকর্পূর।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৩০০। বিদ্যাপুরে—বিদ্যানগরে।

৩০৭-৩০৯। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" অর্থাৎ বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ক্রমাবলম্বন হইতেই এই লোকাতীত পরম গোপনীয় বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুভূতি হয়। উহা অশ্রৌতপন্থী, বাস্তবসত্যে সংশয়শীল সেবাবিমুখ জীবের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্ম-জাত ও স্বেচ্ছামত গঠন-যোগ্য কল্পনা বা 'খেয়াল' নহে। জড়তর্ক-অবলম্বনে জড়-ভোগপ্রবৃত্তিপ্রাচুর্য্যে চিন্ময়লীলা দূরে পড়ে ; যথা—(কঠে ১ম অঃ ২য় বঃ ৯ম)—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।" (মুঃ উঃ ৩য় মুঃ, ২য় খঃ ৩য় মঃ)—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১)—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ।"* মানব প্রাকৃত লৌকিকবিচারপূর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে অলৌকিকতত্ত্ব বুঝিতে গিয়া বস্তু হইতে দূরে পড়েন, কেননা এস্থলে বিচার্য্য বিষয়টী (কৃষ্ণপ্রেম-রস)—অলৌকিক ; উহা মনের অর্থাৎ মেধার সাহায্যে বিচার করিতে গিয়া জড়-সহজিয়া বা সাহিত্যিক যে-বস্তুর বিচার হইল বলিয়া মনে করেন, তাহা—লৌকিক, সুতরাং তাঁহাদের তাদৃশ প্রয়াস—নিরর্থক। তাদৃশ বিচার ত্যাগ করিয়া যিনি বিষ্ণুতত্ত্বে একমাত্র শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারই সম্বন্ধজ্ঞান—শুদ্ধ ও অনায়াস-লভ্য।

৩১১। গ্রন্থকার প্রায় প্রতি অধ্যায়ের শেষেই এইরূপ শ্রৌতপন্থায় অর্থাৎ গুরুর প্রতি স্বীয় অচলা নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। এই 'প্রভু-রামানন্দ-মিলন' ঘটনাটি শ্রীল দামোদর-স্বরূপের কড়চা-অনুসারেই লিখিত ও বর্ণিত হইয়াছে। উহা প্রাকৃত-লোকের গুরুমুখ হইতে শ্রবণ-পরিত্যাগ-জনিত স্বকপোলকল্পিত দম্ভ-চেষ্টা নহে—ইহাই গ্রন্থকারের প্রতিপাদনের উদ্দেশ্য।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

** হে প্রিয়তম নচিকেত, এই ভগবদ্বিষয়িণী মতি তর্কের দ্বারা নষ্ট করা উচিত নহে। ইহা অন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উপদিষ্ট হইলে উত্তম জ্ঞানের কারণ হইবে (কঠোপনিষৎ)। এই পরমাত্মবস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা বোধ্য নহেন। তিনি যাহাকে (ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া) বরণ করেন, তাহার দ্বারাই লভ্য হইয়া থাকেন। তাহার নিকটেই এই পরমেশ্বর স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন (মুণ্ডক উপনিষৎ)। তর্কদ্বারা অপ্রাকৃত তত্ত্বের কি কথা, প্রাকৃত বিষয়েও উহার প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না (ব্রহ্মসূত্র)।*

নবম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে বিদ্যানগর হইতে মহাপ্রভু গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল-নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, ত্রিপতি, ত্রিমল্ল, পানা-নৃসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিকালহস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরীতীর, কুম্ভকর্ণকপাল, তৎপরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পর্য্যন্ত গিয়া শ্রীব্যেঙ্কটভট্টকে সপরিবারে কৃষ্ণভক্ত করিলেন। শ্রীরঙ্গম্ হইতে ঋষভপর্ব্বতে গিয়া পরমানন্দ পুরী-গোঁসাইর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীপুরী-গোস্বামী পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন এবং মহাপ্রভু সেতুবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। শ্রীশৈলপর্ব্বতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-বেষে অবস্থিত শিব-দুর্গার সহিত আলাপন করিলেন। তথা হইতে কামকোষ্ঠীপুরী ছাড়াইয়া দক্ষিণ মথুরায় পৌঁছিলেন। তথায় রামভক্ত বিরক্ত-ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন হইল। পরে কৃতমালায় স্নান করিয়া মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শন করিলেন। তথা হইতে প্রভু সেতুবন্ধে গিয়া ধনুস্তীর্থে স্নান ও রামেশ্বর দর্শন করিয়া কূর্ম্মপুরাণের মায়াসীতা-সম্বন্ধি পুরাতনপত্র সংগ্রহ-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রামদাস-বিপ্রকে আনিয়া দিলেন। তদনন্তর পাণ্ডু-দেশে তাম্রপর্ণী, পরে নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তলা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্র-মোক্ষণ, পানাগড়ি, চাম্‌তাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বত, ধনুস্তীর্থ, কন্যাকুমারী হইয়া মল্লারদেশে ভট্টথারীগণকে দেখিলেন। তাঁহাদিগের হস্ত হইতে কালা-কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। পরে পয়স্বিনী-তীরে 'ব্রহ্মসংহিতা' (৫ম অঃ) সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে পয়স্বিনী, শৃঙ্গবের-পুরীমঠ, মৎস্যতীর্থ হইয়া উড়ুপী গ্রামে মধ্বাচার্য্যের গোপাল দর্শন করিলেন। তত্ত্ববাদিগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ফল্গুতীর্থ, ত্রিকূপ, পঞ্চাপ্সরা, সূর্পারক, কোলাপুর হইয়া পাণ্ডেরপুরে পৌঁছিয়া শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তির সংবাদ পাইলেন। কৃষ্ণবেণ্বাতীরে বৈষ্ণবব্রাহ্মণদিগের সমাজে শ্রীবিল্বমঙ্গল-বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে তাপ্তী, মাহিষ্মতীপুর, নর্ম্মদা-তীর, ঋষ্যমূক-পর্ব্বত হইয়া দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল উদ্ধার করিলেন। তথা হইতে পম্পা-সরোবর, পঞ্চবটী, নাসিক, ব্রহ্মগিরি, গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি বহুতীর্থ দর্শন করিয়া বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যানগর হইতে পূর্ব্বপথ দিয়া আলালনাথ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

অবৈষ্ণবমতগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসীর উদ্ধারকারী গৌরহরি ঃ—

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ ।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥ ৩ ॥

প্রভুর দর্শনফলে তীর্থসমূহ তীর্থীকৃত, তাহাতে লোকোদ্ধার ঃ—

সেই সব তীর্থ স্পর্শি' মহাতীর্থ কৈল ।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥ ৪ ॥

প্রভুর দক্ষিণবামে ভ্রমণফলে গ্রন্থকারের বর্ণনায় ভৌগোলিক-ক্রমভঙ্গ, এস্থলে কেবল দিগ্‌দর্শন ঃ—

সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি ।
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি ॥ ৫ ॥

অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন ।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ ৬ ॥

প্রভুর দর্শনমাত্র লোকের বৈষ্ণবতা ঃ—

পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দরশন ।
যেই গ্রামে যায়, সে গ্রামের যত জন ॥ ৭ ॥

সবেই বৈষ্ণব হয়, কহে 'কৃষ্ণ', 'হরি' ।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই 'বৈষ্ণব' করি' ॥ ৮ ॥

তাৎকালিক দাক্ষিণাত্যবাসীর অবস্থা ঃ—

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার ।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

৯। পাষণ্ডী—শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ জ্ঞানী ও কর্ম্মবাদী।

অনুভাষ্য

১। সঃ গৌরঃ নানমতগ্রাহগ্রস্তান্ (নানামতানি এব গ্রাহাঃ নক্রকুম্ভীরমকরাঃ তৈঃ গ্রস্তান্ কবলিতান্) দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ (দাক্ষিণাত্যজনাঃ এব দ্বিপাঃ হস্তিনঃ তান্) কৃপারিণা (কৃপাচক্রেণ) [তেভ্যঃ] বিমুচ্য (অবৈষ্ণবমতবাদাৎ উদ্ধৃত্য) এতান্ বৈষ্ণবান্ (কৃষ্ণপূজারতান্) চক্রে।

প্রভু-কৃপায় কর্ম্মী, জ্ঞানী ও পাষণ্ডীর
বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে ।
নিজ-নিজ-মত ছাড়ি' হইল বৈষ্ণবে ॥ ১০ ॥

রামোপাসক মাধ্ব ও 'শ্রীবৈষ্ণব'গণের
কৃষ্ণভজনারম্ভ ঃ—

বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব ।
কেহ হয় 'তত্ত্ববাদী', কেহ হয় 'শ্রীবৈষ্ণব' ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১। রাম-উপাসক—রামাৎ বৈষ্ণব। তত্ত্ববাদী—মাধ্বমতের তত্ত্ব স্বীকারপূর্ব্বক যাঁহারা শুদ্ধদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। শ্রীবৈষ্ণব—রামানুজসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ।

অনুভাষ্য

১১। তত্ত্ববাদী—শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবগণকে শ্রীশাঙ্করমায়াবাদি-গণ হইতে পৃথক্ করিবার উদ্দেশে মাধ্ববৈষ্ণবগণকে 'তত্ত্ববাদী' বলা হয়। কেবলাদ্বৈত-বাদের কুযুক্তিপুষ্ট নির্ব্বিশেষ-'ব্রহ্মবাদ' তত্ত্ববাদাচার্য্যগণ নিরসন করিয়া 'ভগবত্তত্ত্ব' স্থাপন করেন। মাধ্ব-বৈষ্ণবগণ—ব্রহ্মবৈষ্ণব (ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত), তজ্জন্য আদিগুরু ব্রহ্মার মোহিত-অবস্থা (দশম-স্কন্ধে) স্বীকার করেন না, যেহেতু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তৎকৃত 'ভাগবত-তাৎপর্য্য' টীকায় ঐ 'ব্রহ্মমোহন-লীলা' পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবের অন্যতম হইয়া **তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তি** প্রচার করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মাধ্ব হইলেও 'তত্ত্ববাদী' সংজ্ঞা লাভ করেন নাই।

শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের মূলগুরু 'লক্ষ্মী' বলিয়া তাঁহারা 'শ্রীবৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন।

তত্ত্ববাদিগণ শ্রীকৃষ্ণোপাসক হইলেও এবং শ্রীবৈষ্ণবগণ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক হইলেও উভয়ের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনার প্রবলতা লক্ষিত হয়।

তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমানকালের লেখক শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য বলেন,—আমাদের প্রধান প্রধান শ্রীমাধ্বমঠগুলিতে শ্রীরাম-সীতা বিগ্রহই বিশেষভাবে পূজিত হন। 'অধ্যাত্ম-রামায়ণ'-নামক গ্রন্থের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে মূল শ্রীরাম-সীতা-মূর্ত্তির কাহিনী এরূপভাবে লিখিত আছে—'কোন ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যহ দর্শন না করিয়া তিনি কোন দ্রব্য ভোজন করিবেন না। একদা শ্রীরামচন্দ্র কার্য্যগতিকে সপ্তাহকাল প্রজাসমক্ষে আসিতে সমর্থ হন নাই ; তজ্জন্য রাম-দর্শননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সপ্তাহের মধ্যে জলবিন্দু গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে অষ্টাহের পর নবমদিবসে ব্রাহ্মণ শ্রীরামসমীপে উপনীত হইয়া দর্শনলাভ করেন। ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা শ্রবণ করত শ্রীরামচন্দ্র

সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে ।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণনামে ॥ ১২ ॥

গমনপথে প্রভুর গীত ঃ—

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! পাহি মাম্ ।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! রক্ষ মাম্ ॥ ১৩ ॥

গৌতমী গঙ্গা ঃ—

এই শ্লোক পথে পড়ি' করিলা প্রয়াণ ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই' কৈল গঙ্গাস্নান ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যে তীর্থদর্শন বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ভৌগোলিক ক্রম নাই, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। গোবিন্দদাস-কৃত কড়চায় (?) যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহার অনেকটা ভৌগোলিক বিবরণের সহিত ঐক্য হয়। পাঠক-বর্গ সেই গ্রন্থের ক্রম দেখিয়া বিচার করিবেন। গোবিন্দদাসের মতে রাজমাহেন্দ্রি হইতে মহাপ্রভু ত্রিমন্দে গিয়াছিলেন ও তথা হইতে ঢুণ্ডিরাম-তীর্থে যান। এই গ্রন্থের মতে রাজমাহেন্দ্রি হইতে গৌতমী-গঙ্গায় গমন করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে গমন করেন।

অনুভাষ্য

লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহার নিজ-গৃহে রক্ষিত রাম-সীতা মূর্ত্তিযুগল এই প্রকৃত ভক্ত-ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাউক্।' ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনাবধি ঐ বিগ্রহদ্বয়ের সেবা করেন এবং মৃত্যুকালে শ্রীহনুমানকে দিয়া যান। শ্রীহনুমান্ ঐ বিগ্রহদ্বয় বহুকাল বক্ষে ধারণ করিয়া সেবা করেন। বহুকাল পরে ভীমসেন গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলে, তথা হইতে বিদায়গ্রহণকালে ঐ বিগ্রহদ্বয় ভীমসেনকে প্রদান করেন। ভীম রাজপ্রাসাদে তাহা সংরক্ষণ করেন। ঐ রাজবংশীয় শেষ রাজা 'ক্ষেমকান্তে'র কাল-পর্য্যন্ত ঐ বিগ্রহদ্বয় রাজপ্রাসাদে সেবিত হন ; পরে তাহা উৎকলের গজপতি-রাজগণের করায়ত্ত হইয়া তাঁহাদের রাজকোষে সংরক্ষিত ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য তদীয় শিষ্য শ্রীনরহরিতীর্থপাদকে রাজকোষ হইতে সেই মূল রামসীতা-বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া সেবা করিবার অনুমতি করেন। এই রাম-সীতা-বিগ্রহ ইক্ষ্বাকু-রাজার সময় হইতে সূর্য্যবংশীয়গণের প্রাসাদে রক্ষিত হইয়া রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতে দশরথকর্ত্তৃক সেবিত হইতেন। পরে লক্ষণ তাঁহাদের সেবা করিবার কালে রামচন্দ্রের আদেশে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে অর্পিত হয়।' শ্রীমধ্ব স্বীয় তিরো-ভাবের তিনমাস ষোলদিন পূর্ব্বে ঐ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া উডুপীগ্রামের মূল-মঠ উত্তর-রাঢ়ী-মঠে স্থাপিত করেন, তদবধি শ্রীমাধ্ব আচার্য্যগণ উহার অধিকারী আছেন।

রামানুজীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরামায়ণ-গুরুকরণ-পন্থা প্রচলিত আছে। শ্রীরামমূর্ত্তি তিরুপতিতে ও অন্যান্য স্থানে

মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থে রামদাস শম্ভুর দর্শন ঃ—

মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থে যাই' মহেশ দেখিল ।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥ ১৫ ॥

অহোবল-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

রামদাস মহাদেবে করিল দরশন ।
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধবটে রামসীতা-বিগ্রহ-দর্শন ঃ—

নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি ।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি ॥ ১৭ ॥

তথায় রামসেবক এক বৈষ্ণববিপ্রের প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

রঘুনাথ দেখি' কৈল প্রণতি স্তবন ।
তাঁহা এক বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৮ ॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয় ।
'রাম' 'রাম' বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥ ১৯ ॥

তদ্‌গৃহে একদিন বাস ও কৃপা ঃ—

সেই দিন তাঁর ঘরে রহি' ভিক্ষা করি' ।
তাঁরে কৃপা করি' আগে চলিলা গৌরহরি ॥ ২০ ॥

স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ ও ত্রিমঠে বামন-বিগ্রহ-দর্শন ঃ—

স্কন্দক্ষেত্র-তীর্থে কৈল স্কন্দ-দরশন ।
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি' ত্রিবিক্রম ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিপ্রের রামনামের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণনামগ্রহণ ঃ—

পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে ।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ॥ ২২ ॥

প্রভুর প্রশ্নভঙ্গী ও বিপ্রের উত্তর ঃ—

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল ।
"কহ বিপ্র, এই তোমার কোন্ দশা হৈল ?? ২৩ ॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম ।
এবে কেনে নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥" ২৪ ॥
বিপ্র বলে,—"এই তোমার দর্শন-প্রভাব ।
তোমা দেখি' গেল মোর আজন্ম-স্বভাব ॥ ২৫ ॥
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার ।
তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥ ২৬ ॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা ।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেলা ॥ ২৭ ॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয় ।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ২৮ ॥

'রাম'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঃ—

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে (৮)—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

'কৃষ্ণ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঃ—

শ্রীধরস্বামিধৃত মহাভারতে উঃ পঃ (৭১।৪)—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

রামানুজীয়গণের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। রামানুজীয়-সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত 'রামানন্দী', 'জমায়েৎ' বা 'রামাৎ'-সম্প্রদায়ে শ্রীরামসীতার উপাসনা প্রবলরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। রামানুজীয়-গণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রামের অধিক অনুগত।

১৪। গৌতমী-গঙ্গা—গোদাবরীর ধারা-বিশেষ ; রাজ-মহেন্দ্রির অপর-তটে গৌতম-ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া গোদা-বরীর নাম গৌতমী-গঙ্গা।

১৫। মল্লিকার্জ্জুন—শ্রীশৈলম্ ; কর্ণুলের ৭০ মাইল নিম্ন-প্রদেশে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বেষ্টিত প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলে প্রধানদেবতা 'মল্লিকার্জ্জুন' শিবের মন্দির। এই শিবলিঙ্গটী জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ (কর্ণুল ম্যানুয়েল)।

১৬। অহোবল-নৃসিংহ—মধ্য ১ম পঃ ১০৬এর অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৭। সিদ্ধবট—কুডাপা-নগরের ১০ মাইল পূর্ব্বে ; সিধৌট'-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। জন্ম হইতে যে রামনাম-জপা স্বভাব হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কৃষ্ণনাম-জপা স্বভাব হইয়া পড়িল।

২৯। অনন্ত সত্যানন্দ-চিদাত্মস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগিসকল রমণ (আনন্দলাভ) করেন। এই জন্যই পরমব্রহ্ম-বস্তুকে রাম-নামে অভিহিত করা যায়।

৩০। কৃষ্-ধাতু—ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্ত্বা-বাচক ; ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষ্-ধাতুতে ণ-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ'-শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

নামে এবং পূর্ব্বে কোন সময় 'দক্ষিণ-কাশী'-নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। 'আশ্রম-বটবৃক্ষ' হইতে এই নামের উৎপত্তি (কুডাপা ম্যানুয়েল)।

২১। স্কন্দ—কার্ত্তিক। এই তীর্থটী হায়দ্রাবাদের মধ্যে।

২৯। যোগিনঃ (বিষয়নিবৃত্তাঃ) অনন্তে (জড়াতীতে) সত্যা-নন্দে চিদাত্মনি (সচ্চিদানন্দে) রমন্তে। ইতি [অতঃ] রামপদেন অসৌ (রামচন্দ্রঃ) পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে (কথ্যতে)।

রামনাম ও কৃষ্ণনামের লীলাগত বৈচিত্র্য ঃ—

পরংব্রহ্ম দুইনাম সমান হইল।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥ ৩১ ॥

সহস্র বিষ্ণুনাম তুল্য এক রামনাম ঃ—
পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে (৯) উত্তরখণ্ডে
শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম-স্তোত্রে (৭২।৩৩৫)—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৩২ ॥

তিনবার রামনাম-তুল্য এক কৃষ্ণ-নাম ঃ—
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণনামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য ঃ—

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি, শুন হেতু তার ॥ ৩৪ ॥

বিপ্রের কৃষ্ণনাম লইবার অন্য কারণ ঃ—

ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা রামনাম রাত্রিদিন গাই ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণবিগ্রহই কৃষ্ণনামদানে সমর্থ বলিয়া প্রভুকে
বিপ্রের কৃষ্ণজ্ঞান ঃ—

তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥ ৩৬ ॥
সেই কৃষ্ণ তুমি—ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল।"
এত কহি' বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ৩৭ ॥

বৃদ্ধকাশীতে শম্ভু দর্শন ঃ—

তাঁরে কৃপা করি' প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি' কৈল শিব-দরশনে ॥ ৩৮ ॥

তৎপর অন্যগ্রামে অবস্থান ও বহুলোকের প্রভু-দর্শনার্থ আগমন ঃ—

তাঁহা হৈতে চলি' আগে গেলা এক গ্রামে।
ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহা, করিল বিশ্রামে ॥ ৩৯ ॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে না যায় গণনে ॥ ৪০ ॥

প্রভু-দর্শনে সকলেরই বৈষ্ণবতা-লাভ ঃ—

গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি' তাতে প্রেমাবেশ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, 'বৈষ্ণব' হৈল সর্ব্বদেশ ॥ ৪১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সমস্ত মতবাদিগণের বিচারখণ্ডন ঃ—

তার্কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য লইলে, রাম ও কৃষ্ণ-নামে পরমব্রহ্ম সমানার্থক, তথাপি শাস্ত্রে আরও কিছু বলিয়াছেন, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

৩২। 'রাম' 'রাম' 'রাম' বলিয়া মনোরম যে রাম, তাহাতে আমি রমণ (আনন্দলাভ) করি। হে বরাননে, একটী রাম-নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য।

৩৩। (বিষ্ণুর) পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত হইলে সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই, এক রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।

অনুভাষ্য

৩০। কৃষি-শব্দঃ ভূ-বাচকঃ (সত্তা-নির্দ্ধারকঃ) ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ (আনন্দাভিধঃ) ; তয়োঃ (দ্বয়োঃ) ঐক্যং কৃষ্ণঃ পরং ব্রহ্ম ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে)।

৩১। 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' এই দুই নামই পরব্রহ্ম ; তাহাতে সমত্ব বর্ত্তমান। পরন্তু শাস্ত্রে এই নাম-পরব্রহ্মদ্বয়ের রস-তারতম্য-বৈশিষ্ট অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিশেষ বুঝিলাম।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪২। তার্কিক—গৌতমীয় নৈয়ায়িক ও কণাদীয় বৈশেষিক। মীমাংসক—জৈমিনীমত-স্থাপক। মায়াবাদী—শঙ্করীয় মত-স্থাপক। সাংখ্য—কাপিলমত। পাতঞ্জল—যোগশাস্ত্র। স্মৃতি—মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশতিধর্ম্মশাস্ত্রীয় সংহিতা। পুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। আগম—তন্ত্রশাস্ত্র।

অনুভাষ্য

৩২। হে বরাননে, অহং রাম রামেতি রামেতি সঙ্কীর্ত্ত্য মনোরমে (মনোহরে) রামে রমে (আনন্দং প্রাপ্নোমি)। একং রাম-নাম সহস্রনামভিঃ (বিষ্ণুসহস্রনামভিঃ) তুল্যম্।

৩৩। পুণ্যানাং (পবিত্রাণাং) সহস্রনাম্নাং (বিষ্ণুসহস্রনাম্নাং) ত্রিরাবৃত্ত্যা (বারত্রয়পঠনেন) যৎ ফলং প্রাপ্নোতি, কৃষ্ণস্য একং নাম একাবৃত্ত্যা (সকৃদুচ্চারণেন) তৎ ফলং তু প্রযচ্ছতি (দদাতি)।

৩৮। বৃদ্ধকাশী—বর্ত্তমান নাম, 'বৃদ্ধাচলম্'—দক্ষিণ আর্কট-জিলায় ভেলার-নদীর অন্যতম উপনদী, 'মণিমুখে'র তটে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহার 'বৃদ্ধকাশী' নাম ছিল (দক্ষিণ-আর্কট ম্যানুয়েল)। কেহ কেহ 'কালহস্তিপুর'কে বৃদ্ধকাশী বলেন। রামানুজের মাতৃস্বসা-পুত্র গোবিন্দ এই শিবের অনেকদিন সেবা করেন।

নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্ব মত দুষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ ৪৩ ॥

বেদান্তের অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন ঃ—

সর্ব্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥ ৪৪ ॥

প্রভুর অকাট্য সিদ্ধান্তে পরাভূত-ব্যক্তিগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রহণ ঃ—

হারি' হারি' প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমতে 'বৈষ্ণব' করিল দক্ষিণ দেশ ॥ ৪৫ ॥

পাষণ্ডী বৌদ্ধাচার্য্যের সশিষ্য আগমন ঃ—

পাষণ্ডী আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি' আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥ ৪৬ ॥

তাহার উদ্‌গ্রাহ ঃ—

বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত বিজন বনেতে *।
প্রভুর আগে উদ্‌গ্রাহ করি' লাগিলা বলিতে ॥ ৪৭ ॥

অসম্ভাষ্য হইলেও কৃপাপ্রকাশপূর্ব্বক তাহার বিচার-খণ্ডন ঃ—

যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥ ৪৮ ॥

অশ্রৌতপন্থী বৌদ্ধ-শাস্ত্রকে বিচার-যুক্তিদ্বারাই খণ্ডন ঃ—

তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র 'নব মতে'।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥ ৪৯ ॥
বৌদ্ধাচার্য্য 'নব প্রশ্ন' সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥ ৫০ ॥

বৌদ্ধাচার্য্যের পরাজয়ে লোকের হাস্য ঃ—

দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয় ॥ ৫১ ॥

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-শ্রবণে প্রভুকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত জানিয়া বৌদ্ধাচার্য্যের ষড়যন্ত্র ঃ—

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি' বৌদ্ধ ঘরে গেল।
সকল বৌদ্ধ মিলি' তবে কুমন্ত্রণা কৈল ॥ ৫২ ॥

'মহাপ্রসাদে'র নামে প্রভুকে অমেধ্যান্নদ্বারা বঞ্চনচেষ্টা ঃ—

অপবিত্র অন্ন এক থালিতে ভরিয়া।
প্রভু-আগে নিল 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া ॥ ৫৩ ॥

যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল ঃ—

হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ওষ্ঠে করি' থালি-সহ অন্ন লঞা গেল ॥ ৫৪ ॥
বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন অমেধ্য হঞা।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥ ৫৫ ॥

পাষণ্ডী বৌদ্ধের শাস্তি ঃ—

তেরছে পড়িল থালি,—মাথা কাটি' গেল।
মূর্চ্ছিত হঞা আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥ ৫৬ ॥

গুরুর দশা-দর্শনে শিষ্যগণের প্রভুপদে শরণাগতি ঃ—

হাহাকার করি' কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি' প্রভু-পদে লইল শরণ ॥ ৫৭ ॥
"তুমি ত' ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ।
জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ ॥" ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে—শাস্ত্র-সংস্থাপনে।

৪৪-৪৫। 'প্রভুর সিদ্ধান্ত', 'এইমতে'—প্রভুর মত অর্থাৎ বেদ, বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্র-স্থাপিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত।

৪৬। পাষণ্ডিগণ—বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্রবহির্ভূত মতবাদিগণকে পাষণ্ডী বলা যায়।

৪৮। অসম্ভাষ্য—সম্ভাষণযোগ্য নয়, যেহেতু বেদবিরুদ্ধ, ভক্তিবহির্ম্মুখ। দেখিতে অযুক্ত—নিরীশ্বর বৌদ্ধাদিকে দর্শন করিলে 'সচেলং জলমাবিশেৎ' অর্থাৎ (সাত্বত) শাস্ত্রবাক্যে নাস্তিক বৌদ্ধাদির দর্শন অযুক্ত।

অনুভাষ্য

৫১। দার্শনিক পণ্ডিত সবাই—উপস্থিত পাষণ্ডী দর্শনাচার্য্যগণ।

৫৩। অবৈষ্ণব নিজপ্রদত্ত অন্নকে সহস্রবার সহস্র কণ্ঠে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। বৌদ্ধমতে 'হীনায়ন' ও 'মহায়ন' দুইপ্রকার পন্থা। সে-পন্থা-গমনের প্রস্থানস্বরূপ নয়টী সিদ্ধান্ত ; যথা—(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য ; (২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরম তত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধদর্শনই দর্শন, (৮) বেদ—মানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধ-জীবন।

৫৩। অপবিত্র—বৈষ্ণবের গ্রহণের অযোগ্য।

অনুভাষ্য

'মহাপ্রসাদ' বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেও অথবা বহির্দৃষ্টিতে তাহার নৈবেদ্য-সজ্জার প্রণালীতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী লক্ষিত না হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুদাস্য বা চিদ্দর্শনের অভাব অর্থাৎ বিষ্ণুবিমুখতা-হেতু তৎপ্রদত্ত অন্ন কখনই বিষ্ণু গ্রহণ করেন না। সুতরাং শুদ্ধ-বৈষ্ণবদাস তাহাকে 'অমেধ্য' বলিয়া জ্ঞান করিবেন, কখনও গ্রহণ বা ভক্ষণ করিবেন না।

* *'বিজন বনেতে'—জনশূন্যস্থানে মহাপণ্ডিত; পাঠান্তরে 'নিজ নবমতে'।*

শরণাগতির পর তাঁহাদিগকে প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণনাম-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"সবে কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি' ॥ ৫৯ ॥

চৈতন্যমুখ-কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম-শ্রবণেই অচৈতন্য মায়াবাদী জীবের চৈতন্যলাভ বা বৈষ্ণবতা ঃ—

তোমা-সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।"
সব বৌদ্ধ মিলি' করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬০ ॥
গুরু-কর্ণে কহে সবে 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'হরি'।
চেতন পাঞা আচার্য্য বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৬১ ॥

বৌদ্ধের প্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি ঃ—

কৃষ্ণ বলি' আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময় ॥ ৬২ ॥

প্রভুর অন্তর্দ্ধান ঃ—

এইরূপে কৌতুক করি' শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহ না পায় দর্শন ॥ ৬৩ ॥

তিরুপতি-তিরুমলয়ে আগমন ও বালাজীউ-দর্শন ঃ—

মহাপ্রভু চলি' আইলা ত্রিপতি-ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখি' ব্যেঙ্কটাদ্রে চলে ॥ ৬৪ ॥

ব্যেঙ্কটাচলে শ্রীরাম-দর্শন ঃ—

ত্রিপতি আসিয়া কৈল শ্রীরাম-দরশন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম-স্তবন ॥ ৬৫ ॥

পানা-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

স্বপ্রভাবে লোক সবার করাঞা বিস্ময়।
পানা-নৃসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥ ৬৬ ॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥ ৬৭ ॥

শিবকাঞ্চীতে শিবদর্শন ও প্রভুকৃপায় শৈবগণের বৈষ্ণবতালাভ ঃ—

শিবকাঞ্চী আসিয়া কৈল শিব-দরশন।
প্রভাবে 'বৈষ্ণব' কৈল সব শৈবগণ ॥ ৬৮ ॥

বিষ্ণুকাঞ্চীতে লক্ষ্মী-নারায়ণ দর্শন ও তত্রস্থ লোকের কৃষ্ণভক্তি-লাভ ঃ—

বিষ্ণুকাঞ্চী আসি' দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥ ৬৯ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল।
দিন-দুই রহি' লোকে 'কৃষ্ণভক্ত' কৈল ॥ ৭০ ॥

অনুভাষ্য

৫৯-৬১। সব বৌদ্ধ—বৌদ্ধগণ প্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম দীক্ষা লাভ করিবার পর তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পাষণ্ডবৎ আচরণকারী বৌদ্ধ নহেন। তাহারা 'বৈষ্ণব' হইয়া জীবের স্বরূপধর্ম্ম বিষ্ণুপূজা আরম্ভ করিয়াছেন। গুরুই শিষ্যকে উদ্ধার করেন অর্থাৎ অচৈতন্য শিষ্যের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বিষ্ণু-পূজায় উদ্বোধিত ও নিযুক্ত করেন—ইহাই 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান। কিন্তু এক্ষেত্রে অচেতন বৌদ্ধাচার্য্যের পূর্ব্ব-শিষ্যগণই প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনামে চৈতন্য লাভপূর্ব্বক গুরুব্রুবের কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। এস্থলে বহির্দৃষ্টিতে গুরু ও শিষ্য অর্থাৎ বৌদ্ধাচার্য্য ও তচ্ছিষ্যবর্গ পরস্পর বিপরীত পদবী লাভ করিলেও বস্তুতঃ কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্ত লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণ-নামোচ্চারণকারীই 'গুরু' এবং অচৈতন্য ব্যক্তিই 'লঘু' অর্থাৎ তচ্ছিষ্য হইলেন,—ইহাই জগদ্গুরু প্রভুর শিক্ষা।

৬৪। প্রভুর ভ্রমণস্থানগুলি প্রায় সঠিক বর্ণনা করা যাই-তেছে,—

তিরুপতি—'তিরুপটুর'—উত্তর আর্কটে চন্দ্রগিরি-তালুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ। ব্যেঙ্কটেশ্বরের নামানুসারে ব্যেঙ্কট-গিরি বা ব্যেঙ্কট-পর্ব্বতের উপর ৮ মাইল দূরে 'শ্রী' ও 'ভূ' শক্তিদ্বয়সহ চতুর্ভুজ 'বালাজী' বা ব্যেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুবিগ্রহ আছেন। ইহাকে 'ব্যেঙ্কটক্ষেত্র'ও বলে। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যসম্পৎশালী মন্দির। আশ্বিনমাসে এইস্থানে অতি বৃহৎ মেলা হয়। এম্, এস, এম্, আর, লাইনে 'তিরুপতি' রেলষ্টেশন আছে। 'নিম্ন-তিরুপতি'—ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। তথায় কয়েকটী মন্দির বর্ত্তমান। এখানে গোবিন্দরাজ ও রামচন্দ্র-মূর্ত্তি আছেন। 'তিরুমল্লয়'—সম্ভবতঃ ঊর্দ্ধ-তিরুপতি'র প্রাচীন কালের নামান্তর।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৬। পানা-নৃসিংহ—চিনির পানা অর্থাৎ সরবৎ যে নৃসিংহের স্থানে ভোগ হয়।

অনুভাষ্য

৬৬। পানা-নৃসিংহ (পানাকল্ নরসিংহ)—কৃষ্ণ-জিলায় বেজওয়াদা-শহরের ৭ মাইল দূরে 'মঙ্গলগিরি'র মধ্যে অবস্থিত ও ৬০০ সোপান অতিক্রম করিবার পর প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রবাদ—এই নৃসিংহদেবকে সরবৎ ভোগ দিলে, ইনি সরবতের অর্দ্ধেকের বেশী গ্রহণ করেন না। এই মন্দিরে তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা 'কৃষ্ণের ব্যবহৃত বলিয়া কথিত' একটী শঙ্খ দান করেন। মার্চ্চ মাসে এইস্থানে অতি বৃহৎ মেলা হয়।

৬৮। শিবকাঞ্চী—কঞ্জিভিরাম্—'দক্ষিণকাশী'-নামে পরিচিত। এখানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ আছেন, তন্মধ্যে 'একাম্বর কৈলাসনাথে'র মন্দিরটী অতি প্রাচীন।

৬৯। বিষ্ণুকাঞ্চী—কঞ্জিভিরাম্ হইতে ৫ মাইল দূরে; এখানে 'বরদরাজ' বিষ্ণু-বিগ্রহ এবং 'অনন্ত-সরোবর' আছেন।

ত্রিকালহস্তীতে শম্ভুদর্শন ঃ—

ত্রিমলয় দেখি' গেলা ত্রিকালহস্তী-স্থানে ।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিল প্রণামে ॥ ৭১ ॥

পক্ষীতীর্থে শিব-দর্শন, বৃদ্ধকোল-তীর্থে শ্বেতবরাহবিগ্রহ-দর্শন ঃ—

পক্ষীতীর্থ দেখি' কৈল শিব দরশন ।
বৃদ্ধকোল-তীর্থে তবে করিলা গমন ॥ ৭২ ॥

পীতাম্বর-শম্ভু দর্শন ঃ—

শ্বেতবরাহ দেখি', তাঁরে নমস্করি' ।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥ ৭৩ ॥

শিয়ালী-ভৈরবীরূপিণী কাত্যায়নীর দর্শন ঃ—

শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি' দরশন ।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥ ৭৪ ॥

কাবেরী তটে শম্ভু-দর্শন ঃ—

গো-সমাজে শিব দেখি' আইলা বেদাবন ।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিলা বন্দন ॥ ৭৫ ॥

প্রভুকৃপায় শৈবগণের বৈষ্ণবতা ঃ—

অমৃতলিঙ্গ-শিব দেখি' বন্দন করিল ।
সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' হইল ॥ ৭৬ ॥

দেবস্থানে বিষ্ণুদর্শন ও 'শ্রীবৈষ্ণব'সঙ্গে আলাপ ঃ—

দেবস্থানে আসি' কৈল বিষ্ণু-দরশন ।
শ্রী-বৈষ্ণবের সঙ্গে তাঁহা গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥ ৭৭ ॥

কুম্ভকোণমে সরোবর-দর্শন, শিবক্ষেত্রে শিব-দর্শন ঃ—

কুম্ভকর্ণ-কপালে দেখি' সরোবর ।
শিব-ক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৭৮ ॥

পাপনাশনে বিষ্ণুদর্শনান্তে শ্রীরঙ্গমে গমন ঃ—

পাপনাশনে বিষ্ণু কৈল দরশন ।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিলা গমন ॥ ৭৯ ॥

স্নানান্তে রঙ্গনাথ-দর্শন ও নৃত্য-গীত ঃ—

কাবেরীতে স্নান করি' দেখি' জগন্নাথ ।
স্তুতি-প্রণতি করি' মানিলা কৃতার্থ ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য

৭১। ত্রিমলয়—তাঞ্জোর বা তৌণ্ডীর-মণ্ডলের মধ্যে।

'ত্রিকালহস্তী'—তিরুপতি হইতে ২২ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সুবর্ণমুখী-নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত ; 'শ্রীকালহস্তী', বা প্রচলিত ভাষায় 'কালহস্তী'-নামেও কথিত। 'বায়ুলিঙ্গ-শিবে'র মন্দিরের জন্য বিখ্যাত (উত্তর আর্কট-ম্যানুয়েল)।

৭২। পক্ষীতীর্থ—'তিরুকাডিকুণ্ডম্'—চিংলিপট্ হইতে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সমতল হইতে ৫০০ ফিট উচ্চ গিরিমালার উপর একটী শিব-মন্দির। ঐ গিরির নাম বেদগিরি বা বেদাচলম্ এবং মূর্ত্তির নাম—বেদগিরীশ্বর। প্রত্যহ দুইটী বাজ পক্ষী আসিয়া সেবায়েত পূজারীর নিকট আহার প্রাপ্ত হয় ; প্রবাদ, আবহমান-কাল হইতে এরূপ চলিয়া আসিতেছে (চিংলিপট্ ম্যানুয়েল)।

বৃদ্ধকোল—শ্রীবরাহ-বিগ্রহের মন্দির ; উহা একটীমাত্র প্রস্তরে নির্ম্মিত,—'মহাবলীপুরম্' বা 'সপ্তমন্দিরে'র অন্তর্গত 'বলিপীঠম্' হইতে প্রায় একমাইল দক্ষিণে। এই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বরাহরূপী বিষ্ণুবিগ্রহের উপরে 'শেষ'-নাগ ছত্র ধারণ করিয়া আছেন।

৭৩। পীতাম্বর—'চিদাম্বরম্',—'কুডালোর'-নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে। বিগ্রহের নাম—'আকাশলিঙ্গ' শিব। এই সুবৃহৎ মন্দিরটী ৩৯ একর জমির উপর অধিষ্ঠিত এবং চতুর্দ্দিকে ৬০ ফিট প্রশস্ত পথে পরিবেষ্টিত (দক্ষিণ আর্কট ম্যানুয়েল)।

৭৪। শিয়ালি—তাঞ্জোর জিলায় ; তাঞ্জোর-নগর হইতে ৪৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে ঐ নামীয় তালুকের অন্তর্গত প্রধান গ্রাম। এস্থানে একটী বিখ্যাত শৈবমন্দির ও প্রকাণ্ড সরোবর আছে। ঐ মন্দিরটী 'তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর' নামক একটী শৈবের নামে উৎসর্গীকৃত। প্রবাদ,—ঐ শিবভক্ত শিশুরূপে মন্দিরে আগমন করিলে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। কুম্ভকর্ণ-কপালে—কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে যে সরোবর হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া।

অনুভাষ্য

ভৈরবী তাহাকে স্তন্যপান করাইতেন (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)।* তথা হইতে প্রভু ত্রিচিনপল্লী-জিলায় কোলিরন বা কাবেরী নদীতীরে আসিলেন।

কাবেরী—"কাবেরী চ মহাপুণ্যা" (ভাঃ ১১।৫।৪০)।

৭৫। গো-সমাজ—শৈবতীর্থ। বেদাবন—তাঞ্জোর-জিলার তিরুত্তরাইমণ্ডি-তালুকের দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণে এবং পয়েন্ট কলিমিয়ারের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণের মতে, তীর্থহিসাবে রামেশ্বরের পরেই ইহার স্থান (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)।

৭৮। কুম্ভকর্ণ-কপাল—'কপাল' অর্থাৎ মাথার খুলি। কুম্ভকর্ণই তাঞ্জোর-জিলাস্থিত বর্ত্তমান কুম্ভকোণম্-নগর,—তাঞ্জোর-নগর হইতে ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্ব-দিকে। এস্থানে ১২টী শিব-মন্দির, ৪টী বিষ্ণুমন্দির ও একটী ব্রহ্মার মন্দির আছে (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)।

শিবক্ষেত্র—তাঞ্জোর-নগরে একটী শিবগঙ্গা-সরোবর আছে। স্থানীয় বৃহৎ বৃহতীশ্বর-শিবমন্দিরটীও এইস্থলে বুঝাইতে পারে।

৭৯। পাপনাশন—কুম্ভকোণম্ হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)। তিনেভেলি-জিলান্তর্গত পালম-কোটা নগর হইতে ২৯ মাইল পশ্চিমেও পাপনাশন-নামে একটী নগর আছে ; এই স্থানেই একটী মন্দিরের নিকটে তাম্রপর্ণী-নদী

* *এই পরিচ্ছেদের ৩৫৮ সংখ্যা পয়ারের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।*

প্রেমাবেশে কৈল বহুত গান নর্ত্তন ।
দেখি' চমৎকার হৈল সব লোকের মন ॥ ৮১ ॥

রঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী ব্যেঙ্কটভট্টের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

শ্রী-বৈষ্ণব এক,—'ব্যেঙ্কট ভট্ট' নাম ।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮২ ॥

ব্যেঙ্কটভট্টের প্রভুসেবা—তদ্‌গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন-জন্য প্রার্থনা ঃ—

নিজ-ঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন ।
সেই জল লঞা কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥ ৮৩ ॥

ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন ।
"চাতুর্ম্মাস্য আসি', প্রভু, হৈল উপসন্ন ॥ ৮৪ ॥
চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে ।
কৃষ্ণকথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে ॥" ৮৫ ॥

ব্যেঙ্কটভট্ট-গৃহে প্রভুর চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে ।
ভট্টসঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি মাসে ॥ ৮৬ ॥

প্রতিদিন রঙ্গনাথ-দর্শন ঃ—

কাবেরীতে স্নান করি' শ্রীরঙ্গ-দর্শন ।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। ব্যেঙ্কটভট্ট, তদীয় ভ্রাতা ত্রিমল্লভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী,—ইঁহারা পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ে আচার্য্যস্বরূপ ছিলেন। ব্যেঙ্কটভট্টের পুত্রের নামই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।

অনুভাষ্য

পাহাড় হইতে সমতলভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে (তিনেভেলি ম্যানুয়েল)।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী বা কোলিরন-নদীর উপর শ্রীরঙ্গম্ অবস্থিত—তাঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণম্ হইতে ৪/৫ ক্রোশ পশ্চিমে। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটী ভারতের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ; ইহার সাতটী প্রাকার আছে। শ্রীরঙ্গমের সাতটী রাস্তার প্রাচীন নাম,—১। ধর্ম্মের পথ, ২। রাজমহেন্দ্রের পথ, ৩। কুলশেখরের পথ, ৪। আলিনাড়নের পথ, ৫। তিরুবিক্রমের পথ, ৬। মাড়মাড়ি-গাইসের তিরুবিডি পথ এবং ৭। অড়ইয়াবলইন্দানের পথ। চোলরাজ আদিকুলোত্তুঙ্গের পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্র রাজ্য করেন ; তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মবর্ম্ম ; তৎপূর্ব্বে শ্রীরঙ্গমের পত্তন হয়। কুলশেখর প্রভৃতি কয়েকজন ও আলবন্দারু শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, সুদর্শনাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। লক্ষ্ম্যবতার 'গোদাদেবী'—যিনি দ্বাদশজন সিদ্ধ দিব্যসূরির মধ্যে অন্যতমা, তিনি—শ্রীরঙ্গনাথের সহিত পরিণীতা হইয়া ভগবৎ-দেহে প্রবেশ করেন। কার্ম্মুকাবতার তিরুমঙ্গই আলোবর দস্যু-বৃত্তিদ্বারা সঞ্চিতধনে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থপ্রাকার বা প্রাচীর ও অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে,—২৮৯ কল্যব্দে তোণ্ডরডিপ্পডি আলোবার জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিযাজন করিতে করিতে কোন বারমুখীর প্রলোভনে পতিত হন। শ্রীরঙ্গ-নাথ স্বীয় সেবকের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহাকে উদ্ধার-মানসে নিজের একটী স্বর্ণপাত্র কোন সেবকদ্বারা ঐ নারীর গৃহে পাঠাইয়া দেন। মন্দিরে স্বর্ণপাত্র নাই দেখিয়া বহু অনুসন্ধানে উহা তাঁহার গৃহে পাওয়া গেল। রঙ্গনাথ-কৃপা-দর্শনে ভক্তের ভ্রম নিরসন হইল। তিরুমঙ্গইর আবির্ভাব-কালের পূর্ব্বে রঙ্গনাথের তৃতীয় প্রাকারে ইনি তুলসী-কানন রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য—কুরেশ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র—শ্রীরামপিল্লাই, তৎপুত্র—বাগ্‌বিজয় ভট্ট, তৎপুত্র—বেদব্যাস ভট্ট বা শ্রীসুদর্শনাচার্য্য। এই মহাত্মার বার্দ্ধক্য-কালে মুসলমানগণ রঙ্গনাথমন্দির আক্রমণ করেন এবং দ্বাদশ-সহস্র শ্রী-বৈষ্ণবকে হনন করেন। শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়নগর রাজ্যের অধীনে গিঙ্গির শাসন-কর্ত্তা শ্রী-বৈষ্ণবব্রাহ্মণ 'কম্পন্ন উদৈয়র' বা 'গোপ্পণার্য্য' শ্রী-বৈষ্ণবগণের প্রার্থনামতে শ্রীরঙ্গনাথদেবকে 'তিরুপতি' হইতে 'সিংহব্রহ্মে' আনয়ন করিয়া তিন বৎসর রাখেন ও পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের প্রাকারের পূর্ব্বগাত্রে শ্রীল বেদান্ত-দেশিক-রচিত এই শ্লোক খোদিত আছে ; যথা—

"আনীয় নীলশৃঙ্গদ্যুতিরচিত-জগদ্রঞ্জনাদঞ্জনাদ্রেঃ
শ্রেণ্যামারাধ্য কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোদ্ধনুষ্কাংস্তুলুষ্কান্।
লক্ষ্মী-ক্ষ্মাভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন্ রঙ্গনাথং
সম্যগ্‌বর্য্যাং সপর্য্যাং পুনরকৃতযশো দর্পণো গোপ্পণার্য্যঃ।।"
"বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাৎ গোপ্পণঃ ক্ষৌণিদেবো
নীত্বা স্বাং রাজধানীং নিজবলনিহতোৎসিক্ত-তৌলুষ্কসৈন্যঃ।
কৃত্বা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতযুগসহিতাং তত্র লক্ষ্মী-মহীভ্যাং
সংস্থাপ্যাস্যাং সরোজোদ্ভবং ইব কুরুত সাধুচর্য্যাং সপর্য্যাম্।।"

৮০। কাবেরীর জলপানে ভগবদ্ভক্তি, ভাঃ ১১।৫।৪০ দ্রষ্টব্য।

৮২। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট—শ্রীরঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী জনৈক শ্রী-সম্প্র-দায়স্থ ব্রাহ্মণ। শ্রীরঙ্গ—তামিলদেশের অন্তর্ভুক্ত, তজ্জন্য তথাকার অধিবাসীর 'ব্যেঙ্কট', 'তিরুমলয়' প্রভৃতি নাম বর্ত্তমানকালে হয় না। এই বংশ সম্ভবতঃ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছিলেন। ব্যেঙ্কটভট্ট—'বড়গলই'-শাখাস্থ রামানুজীয়-

প্রভুদর্শনে লোকের অশোক-অভয়-অমৃত-লাভ ঃ—

সৌন্দর্য্যাদি প্রেমাবেশ দেখি' সর্ব্বলোক ।
দেখিবারে আইসে, দেখে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৮৮ ॥

অসংখ্য লোকের প্রভুর দর্শনফলে কৃষ্ণভক্তি-লাভ ঃ—

লক্ষ লক্ষ লোক আইল নানা-দেশ হৈতে ।
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুকে দেখিতে ॥ ৮৯ ॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর ।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল,—লোকে চমৎকার ॥ ৯০ ॥

এক এক বৈষ্ণববিপ্রের গৃহে এক এক দিন ভিক্ষা ঃ—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৯১ ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল ॥ ৯২ ॥

এক শরণাগত সেবোন্মুখ বিপ্রের গীতাপাঠ ঃ—

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ।
দেবালয়ে আসি' করে গীতা আবর্ত্তন ॥ ৯৩ ॥

শুদ্ধভক্তিযোগে জড়বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যাভিমান বা কৃত্রিম ভাবাভাস নাই ঃ—

অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে ।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে ॥ ৯৪ ॥
কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে ।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত-মনে ॥ ৯৫ ॥

নিবৃত্তানর্থ লব্ধচেতন পুরুষের সাত্ত্বিক ভাব ঃ—

পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ,—যাবৎ পঠন ।
দেখি' আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৯৬ ॥

তাঁহার ভাবদর্শনে প্রভুর কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে,—"শুন, মহাশয় ।
কোন্ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয় ॥" ৯৭ ॥

বাস্তবসত্যে বিশ্বাসী বিপ্রের সরলভাবে উত্তর ঃ—

বিপ্র কহে,—"মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি ।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি ॥ ৯৮ ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর ।
বসিয়াছেন তাতে—যেন শ্যামল-সুন্দর ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ—'গোবিন্দের কড়চায়' (?) এই ব্রাহ্মণের নাম 'যুধিষ্ঠির' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

বৈষ্ণব। ইঁহার অন্যতম ভ্রাতা—ত্রিদণ্ডী রামানুজীয়ার্য্যস্বামী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ব্যেঙ্কটের পুত্রই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী—আদি ১০ম পঃ ১০৫ সংখ্যা এবং শ্রীভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

৯৪-৯৬। (ভাঃ ১।৫।১১)—"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ।।" এবং ভাঃ ৪।৩১।২১, ১১।১২।৫-৯ ; ভাঃ ২।৩।২৪ "তদশ্মসারং' শ্লোকের বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের 'সারার্থদর্শিনী' টীকা * বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

** যাহাতে অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের যশোঙ্কিত নামসকল বিন্যস্ত আছে, তাহাতে প্রতি শ্লোক সুন্দর রচিত না হইলেও, সেই বাক্যবিন্যাসই জীবের যাবতীয় পাপরাশি বিধ্বংস করে। সাধুগণ তাহাই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন (ভাঃ ১।৫।১১)। 'তদশ্মসারং' (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের সারার্থদর্শিনী-টীকা—বহু নামগ্রহণ-সত্ত্বেও চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে উহা নামাপরাধের লক্ষণ, বুঝিতে হইবে। কিন্তু অশ্রু, পুলকই চিত্তদ্রবতার লক্ষণ, ইহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।। (ভঃ রঃ সিঃ ২।৩।৮৯)—অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ পিচ্ছিল এবং যাহারা অশ্রুপাতাদি অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস-বিনাও কোন কোন স্থলে অশ্রুপুলকাদি দেখা যায়। আবার, অতিগম্ভীর মহানুভব-ভক্তগণ হরিনামদ্বারা দ্রবচিত্ত হইলেও তাঁহাদের (অনেকস্থলে) অশ্রুপুলকাদি দৃষ্ট হয় না। অতএব উক্ত শ্লোক এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে,—হরিনাম গ্রহণ করিয়া বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি বিকার দৃষ্ট হইলেও যে হৃদয় বিগলিত হয় না, তাহা পাষাণ-সদৃশই, এই অর্থ। হৃদয়-বিকারের অসাধারণ-লক্ষণ হইতেছে—"(১) ক্ষান্তিঃ, (২) অব্যর্থকালত্বং, (৩) বিরক্তিঃ, (৪) মানশূন্যতা। (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদা রুচিঃ।। (৮) আসক্তিঃ তদ্গুণাখ্যানে, (৯) প্রীতিঃ তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।২৫)। নির্ম্মৎসর উত্তমাধিকারি-গণের নামগ্রহণ-মাত্রই নামমাধুর্য্য অনুভব হয়, তখন হৃদয় বিকার হইয়া থাকে। হৃদয় বিকার হইলে 'ক্ষান্তি' প্রভৃতি নয়প্রকার অসাধারণ লক্ষণ ও অশ্রুপুলকাদি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাৎসর্য্যপরায়ণ কনিষ্ঠাধিকারিগণের চিত্ত অপরাধময় বলিয়া বহু নামগ্রহণেও নামের মাধুর্য্যানুভব না হওয়ায় চিত্ত বিকারপ্রাপ্তই হয় না। ফলে তাহাদের 'ক্ষান্তি'-আদি (অসাধারণ) লক্ষণসকল কখনই প্রকাশিত হয় না। অশ্রু-পুলকাদি সাধারণ-লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও পাষাণতুল্য হৃদয় বলিয়া তাহারা নিন্দনীয়। সাধুসঙ্গক্রমে অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় উন্নীত হইলে তাহাদেরও যথাকালে চিত্ত দ্রব হয় এবং চিত্তের কাঠিন্যভাব দূরীভূত হয়। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্যই জানিতে হইবে।*

অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥ ১০০ ॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥" ১০১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শুদ্ধচিত্ত ঐকান্তিক ভক্তের প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার ॥" ১০২ ॥

বিপ্রকে প্রভুর আলিঙ্গন ও প্রভুকে বিপ্রের কৃষ্ণ-জ্ঞান ঃ—

এত বলি' সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু-পদ ধরি' বিপ্র করেন রোদন ॥ ১০৩ ॥
"তোমা দেখি' তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি,—হেন মোর মনে লয় ॥" ১০৪ ॥

কর্ম্মজ্ঞান-অন্যাভিলাষশূন্য অকৈতব শুদ্ধমনই বৃন্দাবন,
তাহাতেই সম্বিদ্‌বিগ্রহ কৃষ্ণের অধিষ্ঠান ঃ—

কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে তাঁর মন হঞাছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥ ১০৫ ॥

প্রভুর আত্মপ্রচারে নিষেধাজ্ঞা-দ্বারা অসুরলোক-বঞ্চনা ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল শিক্ষণ।
"এই বাত্ কাঁহা না করিহ প্রকাশন ॥" ১০৬ ॥

প্রভুভক্ত বিপ্র ঃ—

সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভু-সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥ ১০৭ ॥

ব্যেঙ্কটভট্ট-গৃহে প্রভু গৌরচন্দ্র ঃ—

এইমত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্ট-সঙ্গে কৃষ্ণকথানন্দ ॥ ১০৮ ॥

লক্ষ্মীনারায়ণ-সেবক শ্রীসম্প্রদায়ী ভট্ট ঃ—

'শ্রী-বৈষ্ণব' ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ॥ ১০৯ ॥

প্রভুসহ তাঁহার সখ্যভাব ঃ—

নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাস দুঁহে সখ্যের স্বভাব ॥ ১১০ ॥

প্রভুর তাঁহাকে কৃষ্ণসেবা-দানের ইচ্ছা ; প্রভু-ভট্ট-
সংবাদ ; প্রভুর কৌতুক প্রশ্ন—লক্ষ্মী ও
গোপীর কৃষ্ণসেবা-বৈশিষ্ট্য ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি ॥ ১১১ ॥

নারায়ণাশ্রিতা হইয়াও লক্ষ্মী কৃষ্ণমাধুর্য্যাকৃষ্টা
হইয়া কৃষ্ণসঙ্গ-প্রার্থিনী ঃ—

আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥ ১১২ ॥

তদুদ্দেশে লক্ষ্মীর কঠোর তপস্যা ঃ—

এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার ॥" ১১৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে, তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো, বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১১৪॥

ভট্টের উত্তর ; কৃষ্ণসঙ্গে নারায়ণপত্নীর
সতীত্বহানির অসম্ভাবনা ঃ—

ভট্ট কহে,—"কৃষ্ণ-নারায়ণ—একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ ॥ ১১৫ ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণ ও নারায়ণের লীলা-বৈচিত্র্য ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৫৯)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য

১০২। ভাঃ ৭।৫।২৩ এবং "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" ; "গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা। বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ।।" প্রভৃতি এবং (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"* ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১০৫। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮৩-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫-১১৬। নারায়ণই কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে তাঁহার স্বরূপ দ্বিভুজ-চতুর্ভুজভেদ হইলেও পৃথক্ নয়। নারায়ণে কৃষ্ণের ন্যায় লালিত্য থাকিলেও (তাঁহাতে) কৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যাদিরূপ লীলা নাই। কৃষ্ণই যখন বিলাসমূর্ত্তিতে নারায়ণ, তখন নারায়ণ-পত্নী-লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে পতিব্রতা-ধর্ম্ম যায় না। অতএব কৃষ্ণসঙ্গমে লক্ষ্মীর কৌতুক হওয়া স্বাভাবিক।

১১৭। 'নারায়ণ' ও 'কৃষ্ণে'র স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন

** 'শ্রীমদ্ভাগবত কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য—বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা নহে।' 'যিনি ভক্তিভাবযুক্ত চিত্তে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অধ্যয়ন করেন, তিনি বেদ-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।' 'যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও ঐ পরাভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকট এই সকল কথিত বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে।'*

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ ।
অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাসবিলাস ॥ ১১৮ ॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥" ১১৯ ॥

প্রভুর পুনঃ প্রশ্ন ঃ—

প্রভু কহে,—"দোষ নাহি, ইহা আমি জানি ।
রাস না পাইল লক্ষ্মী, শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥ ১২০ ॥

ব্রজগোপীর মহিমা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ১২১ ॥

গোপীর আনুগত্য বিনা লক্ষ্মীর কৃষ্ণসহ রাসবিলাসে অক্ষমতা ঃ—

লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ ।
তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥ ১২২ ॥

গোপীর আনুগত্যেই শ্রুতির রাগমার্গে কৃষ্ণসেবা-লাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৭।২৩)—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ডবিষক্ত-ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ১২৩ ॥

প্রভুপ্রশ্নের উত্তরদানে ভট্টের অসামর্থ্য ঃ—

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ ।"
ভট্ট কহে,—"ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ ১২৪ ॥
আমি জীব,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সহজে অস্থির ।
ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ॥ ১২৫ ॥

প্রভুর কৃপায় প্রভুলীলা-জ্ঞান ঃ—

তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজকর্ম্ম ।
যারে জানাহ, সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম ॥" ১২৬ ॥

প্রভুর কৃষ্ণ ও ব্রজবাসী, উভয়ের সহজ-রাগাত্মক স্বভাব-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥ ১২৭ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥ ১২৮ ॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে ।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥ ১২৯ ॥
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥ ১৩০ ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ।
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভেদ নাই ; তথাপি শৃঙ্গার-রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।

১১৮-১১৯। লক্ষ্মী দেখিলেন যে, কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্মের নাশ হয় না, অথচ রাসবিলাসরূপ অধিকলাভ কৃষ্ণসঙ্গেই পাওয়া যায়, নারায়ণ-সঙ্গে তাহা পাওয়া যায় না।

১২৭। 'সজীব-লক্ষণ'—ক্রিয়ালক্ষণ ; পাঠান্তরে, 'স্বভাব-লক্ষণ'—ইহার অর্থ স্পষ্ট। তৃতীয় পাঠ 'স্বভাববিলক্ষণ',—কৃষ্ণের স্বভাব অন্যের স্বভাব হইতে অন্যপ্রকার, অথবা 'বিলক্ষণ'-শব্দে বিশিষ্ট লক্ষণ।

১২৯। উদূখল—উথলি অর্থাৎ ঢেঁকির কার্য্য করে, এরূপ কার্য্যের একটী যন্ত্রবিশেষ।

১৩০-১৩১। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে 'নন্দনন্দন' বলিয়া জানেন। পরম ঐশ্বর্য্যশালী 'পরমেশ্বর' বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটী অন্য সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজবাসীদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিপ্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন, তিনি চরমাবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন।

অনুভাষ্য

১১১-১১৬। আদি, ৫ম পঃ ২২৩ সংখ্যা এবং মধ্য, ৮ম পঃ ১৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। মধ্য, ৮ম পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৭। সিদ্ধান্ততঃ (বস্তুতত্ত্বতঃ) শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ (নারায়ণ-কৃষ্ণতত্ত্বয়োঃ) অভেদে সতি অপি রসেন কৃষ্ণরূপম্ (এব) উৎকৃষ্যতে,—এষা রসস্থিতিঃ (রস-স্বভাবঃ)। আদি ২য়, ৩য় পঃ এবং লঘুভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য।

১২১। মধ্য, ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৩। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৬। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—(কঠ, ২।২৩, মুঃ উঃ ৩।২।৩)।

১২৭। আদি, ৪র্থ পঃ ১৩৭-১৫৮ সংখ্যা এবং মধ্য, ৮ম পঃ ১৩৮, ১৪২,১৪৪, ১৪৭, ১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গোপীর আনুগত্যে রাসে শ্রুতিগণের কৃষ্ণসেবা-লাভ ঃ—

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা ।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥ ১৩৩ ॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল ।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ ১৩৪ ॥

গোপী-ব্যতীত অন্য চিন্ময়ী স্ত্রীরও মধুরসেবা-লাভ অসম্ভব ঃ—

গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার ।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥ ১৩৫ ॥

লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে কৃষ্ণসঙ্গ অসম্ভব ঃ—

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম ।
গোপী-রাগানুগা হঞা না কৈল ভজন ॥ ১৩৬ ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস ।
অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস ॥" ১৩৭ ॥

পূর্ব্বে 'শ্রীবৈষ্ণব' ভট্টের নারায়ণকেই স্বয়ংরূপ' বলিয়া ধারণা ঃ—

পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক হৈত অভিমান ।
"শ্রীনারায়ণ' হ'ন স্বয়ং-ভগবান্ ॥ ১৩৮ ॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি-কক্ষা হয় ।
'শ্রী-বৈষ্ণবে'র ভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥' ১৩৯ ॥
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন ।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥ ১৪০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণের ও নারায়ণের লীলা-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ও কৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব সংস্থাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্ট, তুমি না করিহ সংশয় ।
'স্বয়ং ভগবান্' কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয় ॥ ১৪১ ॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহ মন ॥ ১৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৪৩ ॥

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ ১৪৪ ॥
তুমি যে পড়িলা শ্লোক, সে হয় প্রমাণ ।
সেই শ্লোকে আইসে 'কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্' ॥ ১৪৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৫৯)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১৪৬ ॥

লক্ষ্মী কৃষ্ণমাধুর্য্য চান, কিন্তু গোপী চতুর্ভুজ-নারায়ণৈশ্বর্য্য চান না ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ 'কৃষ্ণ' হরে লক্ষ্মীর মন ।
গোপিকার মন হরিতে নারে 'নারায়ণ' ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩-১৪০। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফলকামা হইলেন না এবং কেবল হৃদ্গত গোপীভাব লইয়াও যখন প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণ করত গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্ত্রীরূপে, 'কৃষ্ণসঙ্গম' পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীদেবী নিজ-দেবদেহে কৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীদিগের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। এইজন্যই গোপী হইতে পৃথক্ দেহে রাসবিলাস লাভ করিতে পারেন নাই। এতন্নিবন্ধন ব্যাসদেব "নায়ং সুখাপো ভগবান্"—এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন। ব্যেঙ্কটভট্টের মনে একটী অভিমান ছিল এই যে,—পরব্যোমস্থ-নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার ভজনই সর্ব্বোপরিতম উপাসন-স্তরবিশেষ ; সুতরাং শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভজনই সর্ব্বোপরি। এই বৃথা গর্ব্ব খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু পরিহাসদ্বারা এই বিচারটী উঠাইয়াছিলেন।

১৪৪-১৪৯। শ্রীনারায়ণে ষাট গুণ ; সেই ষাট গুণের উপরে আরও শ্রীকৃষ্ণের চারিটী অসাধারণ গুণ আছে, তাহা শ্রীনারায়ণে নাই ; যথা—(১) সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাসমুদ্রবিশিষ্টতা, (২) অতুল্যমধুর-প্রেম-পরিশোভিতপ্রিয়মণ্ডলযুক্ততা, (৩) ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীগীতপরায়ণতা, (৪) চরাচরবিস্ময়কারি-সমোর্দ্ধ-রহিতরূপ-শ্রীযুক্ততা। এই অসাধারণ গুণচতুষ্টয়-প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্বরূপিণী লক্ষ্মীরও অনুক্ষণ তৃষ্ণা জন্মে। 'সিদ্ধান্ততস্ত্ব-ভেদেঽপি' বলিয়া যে শ্লোক তুমি পড়িলে, তাহাতেই কৃষ্ণেরই 'স্বয়ং-ভগবত্তা' স্থির হয়। স্বয়ং-ভগবত্তা-প্রযুক্ত কৃষ্ণই লক্ষ্মীর

অনুভাষ্য

১৩০। ১ম ছত্র,—আদি ৪র্থ পঃ ৩৩ সংখ্যা, মধ্য, ৮ম পঃ ২০৩, ২০৪, ২২০-২২২, ২২৬, ২২৮-২৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ২য় ছত্র,—আদি, ৪র্থ পঃ ২১-২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩২। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৮-১৩৯। আদি, ২য় পঃ ২৩-২৪, ২৮-১১৫ সংখ্যা ও লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর বিচার আলোচ্য।

১৪৩। আদি, ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৬। মধ্য, ৯ম পঃ ১১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বয়ংকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপেও গোপীর অনাদর ঃ—

নারায়ণের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।
গোপিকারে হাস্য করাইতে হয় 'নারায়ণে' ॥ ১৪৮ ॥
'চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি' দেখায় গোপীগণের আগে ।
সেই 'কৃষ্ণে' গোপিকার নহে অনুরাগে ॥" ১৪৯ ॥

ললিতমাধব (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্ ।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ১৫০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক লক্ষ্মীর ও গোপী-তত্ত্বের সমন্বয়-সাধন ঃ—

এত কহি' প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া ।
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ॥ ১৫১ ॥
"দুঃখ না ভাবিহ, ভট্ট, কৈলুঁ পরিহাস ।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন, যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস ॥ ১৫২ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ও নারায়ণতত্ত্ব এবং সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা ও লক্ষ্মীতত্ত্ব ঃ—

কৃষ্ণ-নারায়ণ, যৈছে একই স্বরূপ ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি হয় একরূপ ॥ ১৫৩ ॥
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি, জানিহ 'স্বরূপ' ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব ও বিষ্ণুতত্ত্ব এবং শ্রীরাধাতত্ত্ব ও লক্ষ্মীতত্ত্বে ভেদবুদ্ধি—অপরাধজনক ঃ—

গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ ।
ঈশ্বর-তত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ১৫৫ ॥

ভক্তের স্বরূপানুরূপ সেবা-ভেদে আরাধ্যবস্তুর মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভেদ ঃ—

এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥" ১৫৬ ॥

লঘুভাগবতামৃত (১।৩৫৭)-ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ ১৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মনোহরণ করেন। গোপিকার মনোহরণোপযোগী গুণ-চতুষ্টয় শ্রীনারায়ণে না থাকায় তিনি গোপিকার মনোহরণ করিতে পারেন না। নারায়ণের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া স্বয়ং নারায়ণরূপে 'প্রকাশ' পাইলেও গোপীগণের তাহাতে অনুরাগ হয় নাই।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে, শ্রীরূপগোস্বামিকৃত 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' তাহার (প্রভুর সহিত ব্যেঙ্কটভট্টের সাক্ষাৎকারের) অনেক দিবস পরে বিরচিত হয়। তখন শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট কিরূপে ঐ গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণরূপে পাঠ করিয়াছিলেন? আমরা সিদ্ধান্ত করি এই যে, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থের যে-যে-শ্লোক ঐ গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই শ্লোক বহুপ্রাচীন কৃষ্ণভক্তদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। শ্রীরূপগোস্বামী তাহাই নিজগ্রন্থমধ্যে ব্যবহারে আনিয়াছেন এবং কবিরাজ-গোস্বামীর রচনার পূর্ব্বে, শ্রীরূপের গ্রন্থসকল প্রণীত হওয়ায়, (কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে শ্রীরূপের) সেই সেই গ্রন্থের উদ্ধৃত বলিয়া ঐ সকল শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকস্থলে, কবিরাজ-গোস্বামী ভাবমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্ব-গোস্বামীদিগের শ্লোক কথোপকথনে প্রবেশ করাইয়াছেন।

অনুভাষ্য

১৪৮-১৪৯। আদি, ১৭শ পঃ ২৭৮-২৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। আদি, ১৭শ পঃ ২৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১-১৫৬। মহাপ্রভু পরিহাস-বাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে কহিলেন,—ওহে ভট্ট, তুমি দুঃখ করিও না ; 'কৃষ্ণ' ও 'নারায়ণে' যেরূপ অভেদ, গোপী ও লক্ষ্মীতেও সেইরূপ অভেদ,—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধিকা একই বিগ্রহে নানাকার-রূপ প্রকাশ করেন। গোপীদ্বারে লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্বরূপশক্তি মাধুর্য্যস্বরূপে গোপীদেহে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ করেন এবং ঐশ্বর্য্যদেহে লক্ষ্মীরূপে নারায়ণ-সঙ্গাস্বাদন করেন। ঈশ্বর-তত্ত্বে ভেদ নাই। ভক্তদিগের ভাবভেদে একই চিদ্বিগ্রহে নানা আকার ও রূপের ধ্যানভেদ মাত্র জানিতে হইবে।

১৫৭। বৈদূর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধস্থিতিভেদে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্ত-ভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়।

অনুভাষ্য

১৫৩। যেরূপ কৃষ্ণ এবং নারায়ণ—বস্তুতঃ অভেদ অর্থাৎ একই বস্তু, তদ্রূপ গোপী এবং লক্ষ্মী বস্তুতঃ অভিন্ন। রসদ্বারা লক্ষ্মী অপেক্ষা গোপীর উৎকর্ষতা হইলেও উভয়কেই সিদ্ধান্ততঃ অভেদ বলিয়া জানিতে হইবে।

১৫৭। মণিঃ (বৈদূর্য্যং) নীলাদিভিঃ [গুণৈঃ যুতঃ সন্] যথা বিভাগেন [উপলক্ষিতঃ ভবতি, যদ্বা, বিভাগেন উপলক্ষিতঃ সন্ নীলাদিভির্যুতঃ ভবতি] তথা অচ্যুতঃ (চ্যুতিরহিতঃ, যদ্বা,

ভট্টের প্রভুকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ঃ—

ভট্ট কহে,—"কাঁহা আমি জীব পামর ।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ১৫৮ ॥

প্রভুর সিদ্ধান্তে ভট্টের দৃঢ়বিশ্বাস ঃ—

অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছুই না জানি ।
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি' মানি ॥ ১৫৯ ॥

উপাস্য লক্ষ্মীনারায়ণ-কৃপাতেই প্রভুর কৃপা লাভ ঃ—

মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দরশন ॥ ১৬০ ॥

প্রভুকৃপায় ভট্টের কৃষ্ণসেবারম্ভ ঃ—

কৃপা করি' কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা ।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥ ১৬১ ॥
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি ।
কৃতার্থ করিলে, মোরে কহিলে কৃপা করি' ॥" ১৬২ ॥

ভট্টের প্রভুকে প্রণাম ও প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এত বলি' ভট্ট পড়িলা প্রভুর চরণে ।
কৃপা করি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১৬৩ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে প্রভুর পুনরায় দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্ট-আজ্ঞা লঞা ।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥ ১৬৪ ॥

অনুগামী ভট্টকে প্রভুর সান্ত্বনা-দান ঃ—

সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট, না যায় ভবনে ।
তাঁরে বিদায় দিলা প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৬৫ ॥

প্রভু-বিরহে ভট্ট ঃ—

প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈল অচেতন ।
এই রঙ্গলীলা করে শচীর নন্দন ॥ ১৬৬ ॥

ঋষভ-পর্ব্বতে প্রভুর নারায়ণ-দর্শন ঃ—

ঋষভ-পর্ব্বতে চলি' আইলা গৌরহরি ।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি-স্তুতি করি' ॥ ১৬৭ ॥

পরমানন্দপুরীসহ মিলন ঃ—

পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস ।
শুনি' মহাপ্রভু গেলা পুরী-গোসাঞির পাশ ॥ ১৬৮ ॥

গুরুজ্ঞানে পুরীকে বন্দনা ও পুরীর আলিঙ্গন ঃ—

পুরী-গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন ।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৬৯ ॥
তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ।
সেই বিপ্র-ঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে ॥ ১৭০ ॥
পুরী-গোসাঞি বলে,—"আমি যাব পুরুষোত্তমে ।
পুরুষোত্তম দেখি' গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ॥" ১৭১ ॥
প্রভু কহে,—"তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে ।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥ ১৭২ ॥
তোমার নিকটে রহি,—হেন বাঞ্ছা হয় ।
নীলাচলে আসিবে, মোরে হঞা সদয় ॥" ১৭৩ ॥
এত বলি' তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা ।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥ ১৭৪ ॥
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে ।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে ॥ ১৭৫ ॥

প্রভুর সহিত ভব ও ভবানীর সাক্ষাৎকার ঃ—

শিব-দুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে ।
মহাপ্রভু দেখি' দোঁহার হইল উল্লাসে ॥ ১৭৬ ॥

অনুভাষ্য

নাস্তি চ্যুতং ক্ষরণং ভক্তানাং যস্মাৎ—"ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে মহদ্ভিঃ পরিগীয়তে।।"* ইতি কাশীখণ্ড-বচনাৎ) ধ্যানভেদাৎ (উপাসনাভেদাৎ) রূপভেদং (চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদ্যাকারভেদং শুক্লরক্ত-শ্যামাদিকং চ) অবাপ্নোতি [ঔদার্য্যপরাঃ আদৌ গৌরাদিকং, ততঃ মাধুর্য্যপর-ভাবাপন্নাঃ গৌরাভিন্নরূপং শ্যামাদিকং পশ্যন্তি]।

১৬৭। ঋষভ পর্ব্বত—দক্ষিণ-কর্ণাটে মাদুরা-জিলার এক-প্রান্তে, মাদুরার ১২ মাইল উত্তরে 'আনাগড়মলয়পর্ব্বত' ; কুটকাচলের উপবনে যে-স্থলে ঋষভদেব দাবানলদ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, ইহা এক্ষণে 'পাল্‌নি হিল'-নামে খ্যাত।

অনুভাষ্য

১৭০। সেই বিপ্রঘরে—এস্থলে কোন্ বিপ্র উদ্দিষ্ট, তাহা দুর্ব্বোধ্য।

১৭৫। শ্রীশৈল—এস্থলে কোন্ শ্রীশৈল বুঝাইতেছে, তাহা বুঝা যায় না ; ইহা মল্লিকার্জ্জুনের মন্দির নহে, যেহেতু ধারবাড়-জিলায় অবস্থিত শ্রীশৈল ইহা নাও হইতে পারে, উহা বেলগ্রামের দক্ষিণে, তথায় অনাদিলিঙ্গ 'মল্লিকার্জ্জুন' (মধ্য, ৯ম পঃ ১৫ সংখ্যা) বিরাজমান, 'শ্রীপর্ব্বতে মহাদেবো দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ। ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ।।'* (মঃ ভাঃ বনপর্ব্বে ৮৫ অঃ)।

---

* *যাঁহার ভক্তগণ মহান প্রলয়াদি সঙ্কটে কখনও পতিত হন না, তিনি সেইহেতু অখিল-লোকসমূহে সাধুগণকর্ত্তৃক অচ্যুত-নামে কীর্ত্তিত হন।*

* *শ্রীপর্ব্বতে মহাদ্যুতিসম্পন্ন শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীদেবীর সহিত এবং পরমপ্রীতিমান ব্রহ্মা দেবতাগণের সহিত নিবাস করিতেছেন।*

দাস-দাসীর গৃহে প্রভুর ভিক্ষাছলে সেবা-গ্রহণ ঃ—

তিন দিন ভিক্ষা দিল করি' নিমন্ত্রণ ।
নিভৃতে বসি' গুপ্তবার্ত্তা কহে দুই জন ॥ ১৭৭ ॥

কামকোষ্ঠীপুরীতে আগমন ঃ—

তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী ।
আজ্ঞা লঞা আইলা তবে পুরী কামকোষ্ঠি ॥ ১৭৮ ॥

মাদুরায় আগমন ঃ—

দক্ষিণ-মথুরা আইলা কামকোষ্ঠি হৈতে ।
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ-সহিতে ॥ ১৭৯ ॥

তথায় জনৈক রামভক্ত-বিপ্রগৃহে ভিক্ষা ঃ—

সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ।
রামভক্ত সেই বিপ্র—বিরক্ত মহাজন ॥ ১৮০ ॥

স্নানান্তে প্রসাদ-সম্মানার্থ প্রভুর আগমন, কিন্তু বিপ্রের অরন্ধন ঃ—

কৃতমালায় স্নান করি' আইলা তাঁর ঘরে ।
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র,—পাক নাহি করে ॥ ১৮১ ॥

অরন্ধন ও উপবাস ঃ—

মহাপ্রভু কহে তাঁরে,—"শুন, মহাশয় ।
মধ্যাহ্ন হৈল, কেনে পাক নাহি হয় ॥" ১৮২ ॥

বিপ্রের মানস-উপাসনা ঃ—

বিপ্র কহে,—"প্রভু, মোর অরণ্যে বসতি ।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥ ১৮৩ ॥
বন্য শাক-ফল-মূল আনিবে লক্ষ্মণ ।
তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন ॥" ১৮৪ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর সুখ, বিপ্রের রন্ধন ঃ—

তাঁর উপাসনা শুনি' প্রভু তুষ্ট হৈলা ।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥ ১৮৫ ॥

বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর ভোজন, কিন্তু বিপ্রের উপবাস ঃ—

প্রভু ভিক্ষা কৈল দিনের তৃতীয় প্রহরে ।
অনির্ব্বিঘ্ন সেই বিপ্র উপবাস করে ॥ ১৮৬ ॥

উপবাসের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"বিপ্র, কাঁহে কর উপবাস ।
কেনে এত দুঃখ, কেনে করহ হুতাশ ॥" ১৮৭ ॥

রাবণকর্ত্তৃক সীতাদেবীর অপহরণ ভাবিয়া বিপ্রের দুঃখ ও আত্মহত্যা-সঙ্কল্প ঃ—

বিপ্র কহে,—"মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন ।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥ ১৮৮ ॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী ।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে,—ইহা কানে শুনি ॥ ১৮৯ ॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায় ।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায় ॥" ১৯০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক আশ্বাসন ও সৎসিদ্ধান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"এ ভাবনা না করিহ আর ।
পণ্ডিত হঞা মনে না করহ বিচার ॥ ১৯১ ॥

অধোক্ষজবস্তু অক্ষজ-চেষ্টার অতীত ঃ—

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্ত্তি ।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ ১৯২ ॥

সীতা রাবণকর্ত্তৃক কোনক্রমেই দর্শন-স্পর্শনযোগ্যা নহেন ঃ—

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন ।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ ॥ ১৯৩ ॥

রাবণকর্ত্তৃক সীতার প্রতিফলন বা ছায়াকৃতির অপহরণ ঃ—

রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল ।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥ ১৯৪ ॥

অনুভাষ্য

১৭৯। দক্ষিণ-মথুরা—বর্ত্তমানকালে যাহাকে 'মাদুরা' বলে—ভাগাই নদীর তীরে ; ইহা 'শৈব ক্ষেত্র' বলিয়া খ্যাত। এই স্থান—পর্ব্বত ও বনে পূর্ণ ; এখানে 'রামেশ্বর', 'সুন্দরেশ্বর' ও 'মীনাক্ষী-দেবী' আছেন। এই মীনাক্ষী-দেবীর মন্দিরটী সুবহৎ ও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণের শাসনাধীনে এই নগরী বহুকাল ছিল। মুসলমান-আক্রমণে 'সুন্দরলিঙ্গে'র মন্দিরের অনেকাংশ বিধ্বংসিত হইয়া যায়। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে 'কম্পন্ন উদৈয়র' মাদুরার সিংহাসন অধিকার করেন। বহুপূর্ব্বে রাজা কুলশেখর এই পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক এখানে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনন্তগুণপাণ্ড্য,—কুলশেখর হইতে একাদশ অধস্তন।

১৮১। কৃতমালা—বর্ত্তমান 'বৈগাই' বা 'ভাগাই' নদীর একটী অববাহিকা। 'সুরুলী', 'বরাহ-নদী' ও 'বট্টিল্ল গুণ্ডু'—এই ধারাত্রয় বৈগাই-নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। (ভাঃ ১১।৫।৩৯)—"তাম্রপর্ণী-নদী যত্র কৃতমালা পয়ঃস্বিনী।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৮। অগ্নি-জলে—অগ্নিতে বা জলেতে।

১৯২। সীতা স্বয়ং চিদানন্দমূর্ত্তি, তাঁহার চিদাকৃতির ছায়া-স্বরূপ মায়া-সীতাই রাবণ হরণ করিয়াছিল।

বৈকুণ্ঠ-বস্তু জড়ের পরিমেয় নহে ঃ—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর ।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ১৯৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক আশ্বাসন ঃ—

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে ।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে ॥" ১৯৬ ॥

বিপ্রের প্রভুবাক্যে বিশ্বাস ও ভোজন ঃ—

প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস ।
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ ॥ ১৯৭ ॥

দর্ভশয়নে 'রামচন্দ্রে'র দর্শন ঃ—

তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন ।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বশন ॥ ১৯৮ ॥

মহেন্দ্রপর্ব্বতে ভৃগুরাম-দর্শন ঃ—

দুর্ব্বশনে রঘুনাথে কৈল দরশন ।
মহেন্দ্র-শৈলে পরশুরামের কৈল বন্দন ॥ ১৯৯ ॥

ধনুষ্কোটি-তীর্থ-স্নান ও রামেশ্বর-দর্শন এবং বিশ্রাম ঃ—

সেতুবন্ধে আসি' কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান ।
রামেশ্বর দেখি' তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ২০০ ॥

বিপ্রসভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ-শ্রবণ ঃ—

বিপ্র-সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম-পুরাণ ।
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥ ২০১ ॥

রাবণের ছায়াসীতার অপহরণ-বৃত্তান্ত-শ্রবণ ঃ—

পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী ।
জগতের মাতা সীতা—রামের গৃহিণী ॥ ২০২ ॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ ॥ ২০৩ ॥
'মায়াসীতা' রাবণ নিল, শুনিলা আখ্যানে ।
শুনি' মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥ ২০৪ ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে ।
'মায়াসীতা' দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥ ২০৫ ॥

অনুভাষ্য

১৯৫। (কঠে ২য় অঃ ৩য় বঃ)—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্।। অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।। ** নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।"(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।" *

১৯৯। দুর্ব্বশন—'দর্ভশয়ন' বা শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, রামনাদ হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত।

মহেন্দ্র-শৈল—'তিনেভেলি'র নিকট এই পর্ব্বতের প্রান্তে 'ত্রিচিনগুড়ি'-নগর ; ইহার পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য। রামায়ণে মহেন্দ্রশৈলের উল্লেখ আছে।

২০০। সেতুবন্ধ, ধনুস্তীর্থ ও রামেশ্বর—'মণ্ডপম্' ও 'পম্বম্' দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে কতকাংশ বালুকাময়, কতকাংশ জলমগ্ন পথ বর্ত্তমান। পম্বম্-দ্বীপ দৈর্ঘ্যে—৫।।০ ক্রোশ ও প্রস্থে—৩ ক্রোশ। পম্বম্-বন্দর হইতে ৪ মাইল উত্তরে 'রামেশ্বর'-মন্দির—'দেবীপত্তনমারভ্য গচ্ছেযুঃ সেতুবন্ধনম্।" এইস্থানে ২৪টী তীর্থ আছে ; তন্মধ্যে 'ধনুষ্কোটী' তীর্থ অন্যতম, উহা রামেশ্বর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং এস, আই, আর, লাইনের শেষ ষ্টেশন 'রামনাদে'র নিকট। বিভীষণের প্রার্থনামতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র (মতান্তরে লক্ষ্মণ) নিজ-ধনুর কোটিদ্বারা সেতুভঙ্গ করেন। এই ধনুস্তীর্থ দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না ; ধনুস্তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। পম্বম্-দ্বীপস্থ সেতুবন্ধে রামেশ্বর-শিবমূর্ত্তি অর্থাৎ 'রামই ঈশ্বর যাঁহার',—এরূপ ভক্তাবতার শিবমূর্ত্তি আছেন।

২০১। কূর্ম্মপুরাণ—বর্ত্তমান-কালের কূর্ম্মপুরাণে কেবলমাত্র পূর্ব্ব ও উত্তর-খণ্ডদ্বয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক কূর্ম্মপুরাণ ছয় হাজার শ্লোকবিশিষ্ট নহে ; ইহাতে সপ্তদশ-সহস্র শ্লোক ছিল। "তৎ সপ্ত-দশসাহস্রং সুচতুঃসংহিতং শুভম্। সপ্তদশ-সহস্রাণি লক্ষ্মীকল্পানুষঙ্গিকম্।।" (ভাগবত-মতে)—ইহা অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম পঞ্চদশ পুরাণ।

* *"ইন্দ্রিয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ এবং সেই জীবাত্মা হইতে অব্যক্ত (দুরতিক্রমণীয়া) মায়া শ্রেষ্ঠ। মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপক এবং প্রাকৃতধর্ম্মরহিত পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে জানিলেই জীব অমৃতত্ব লাভ করে। তাঁহার রূপ জীবের দর্শন-পথে অবস্থান করে না, কেহই (স্বীয় চেষ্টায়) চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। তিনি কেবল ভক্তিপূত-হৃদয়ে নির্ম্মল মনের দ্বারা এবং বিশুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে জীবের ধারণার বিষয় হইয়া থাকেন। যাহারা এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাহারাই অমৃতত্ব লাভ করে। ** সেই পরমেশ্বর বাক্যদ্বারা জ্ঞেয় নহেন, মনদ্বারা বোধ্য নহেন, চক্ষুদ্বারা গ্রাহ্য নহেন।" (কঠোপনিষৎ)। "যাহার ত্রিধাতুক জড়শরীরে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি, ভৌমবস্তুতে ইজ্যবুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু ঐ সকল বুদ্ধির মধ্যে কোন প্রকার বুদ্ধি ভগবদ্ভক্তে হয় না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা।" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)।*

রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল ।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥ ২০৬ ॥
তবে মায়াসীতা অগ্নে্য কৈল অন্তর্দ্ধান ।
সত্য-সীতা আনি' দিল রাম-বিদ্যমান ॥ ২০৭ ॥

সৎসিদ্ধান্ত-শ্রবণে প্রভুর সুখ ও পুরাণপুঁথির পত্রগ্রহণ ঃ—

এ-সব সিদ্ধান্ত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল ।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি' সেই পত্র নিল ॥ ২০৮ ॥
নূতন পত্র লেখাঞা পুস্তকে দেওয়াইল ।
প্রতীতি লাগি' পুরাতন পত্র মাগি' নিল ॥ ২০৯ ॥

দক্ষিণ-মথুরায় আসিয়া সীতাভক্ত বিপ্রকে পত্রার্পণ ঃ—

পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণ-মথুরা আইলা ।
রামদাস-বিপ্রে সেই পত্র আনি' দিলা ॥ ২১০ ॥

রাবণের মায়াসীতা-অপহরণসূচক শ্লোক ঃ—
কূর্ম্মপুরাণ ও বৃহদগ্নিপুরাণ—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥ ২১১ ॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা ।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥ ২১২ ॥

কূর্ম্মপুরাণের পুঁথির পত্র ও শ্লোক-দর্শনে বিপ্রের আনন্দ ঃ—

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন ।
প্রভুর চরণে ধরি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২১৩ ॥

প্রভুকে 'রঘুনাথ' জ্ঞান ঃ—

বিপ্র কহে,—"তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন ।
সন্ন্যাসীর বেষে মোরে দিলা দরশন ॥ ২১৪ ॥

বিপ্রের দৈন্য, প্রভুকে নিমন্ত্রণ ও ভিক্ষা দান ঃ—

মহা-দুঃখ হইতে মোরে করিলা নিস্তার ।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥ ২১৫ ॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে ।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইলুঁ দরশনে ॥" ২১৬ ॥
এত বলি' সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল ।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥ ২১৭ ॥

একরাত্রি বিপ্রগৃহে অবস্থান ও তাম্রপর্ণী-স্নান ঃ—

সেই রাত্রি তাঁহা রহি' তাঁরে কৃপা করি' ।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥ ২১৮ ॥

নব তিরুপতি দর্শন ঃ—

তাম্রপর্ণী স্নান করি' তাম্রপর্ণী-তীরে ।
নয় ত্রিপতি দেখি' বুলে কুতূহলে ॥ ২১৯ ॥

চিয়ড়তলায় রাম-লক্ষণের ও তিলকাঞ্চীতে
শিবের দর্শন ঃ—

চিয়ড়তলা তীর্থে দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
তিলকাঞ্চী আসি' কৈল শিব-দরশন ॥ ২২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১১-২১২। সীতাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি 'ছায়াসীতা' প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল; মূলসীতা 'বহ্নিপুরে' রহিলেন। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়াসীতা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

২১৩। কূর্ম্মপুরাণগ্রন্থে নূতনপত্র লিখাইয়া রামদাসের প্রতীতির জন্য যে পুরাতন পত্র মহাপ্রভু আনিয়াছিলেন, সেই পত্র পাইয়া বিপ্রের মন আনন্দিত হইল।

অনুভাষ্য

২১১-২১২। সীতয়া (জনকনন্দিন্যা) বহ্নিঃ (অগ্নিদেবঃ) আরাধিতঃ (অর্চ্চিতঃ সন্) ছায়াসীতাং (মায়াময়ীং তাদৃশীং মূর্ত্তিম্) অজীজনৎ (প্রকটিতবান্)। দশগ্রীবঃ (দশভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ভোগপরায়ণঃ রাবণঃ) তাং (প্রাকৃতাং ছায়াসীতাম্ এব, ন তু মূলসীতাং, সীতায়াঃ অধোক্ষজত্বাৎ) জহার। সীতা (মূলসীতা) [তু] বহ্নিপুরং গতা। পরীক্ষাসময়ে সা ছায়াসীতা বহ্নিং বিবেশ। বহ্নিঃ তৎপুরস্তাৎ সীতাং (মূলসীতাং) সমানীয় অনীনয়ৎ।

২১৮। পাণ্ড্যদেশ—দাক্ষিণাত্যে 'কেরল' ও চোল'-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। এখানে অনেকগুলি 'পাণ্ড্য'-উপাধিধারী রাজা মাদুরাতে ও রামেশ্বরে রাজ্য করেন। রামায়ণে—'তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্। স চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপ-বারিণীম্। যুক্তং কপাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।।"

তাম্রপর্ণী—'তিনেভেলি'-নদীর বামতটে অবস্থিত ; ইহাকে 'পরুণৈ' বলে। ইহা 'পশ্চিমঘাট'-গিরি হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। (ভাঃ ১১।৫।৩৯)—"তাম্রপর্ণী-নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।"

২১৯। নয় তিরুপতি—'আলোবর তিরুনগরী', এই নগরটী তিনেভেলি হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ; ইহার চতুর্দ্দিকে নয়টী শ্রীপতি অর্থাৎ বিষ্ণুর মন্দির বর্ত্তমান। নয়টী বিগ্রহই পর্ব্বোপলক্ষে এই নগরে সমবেত হন।

২২০। চিয়ড়তলা—কাহারও মতে 'ছেরতলা', নগরকৈলের নিকট ; ইহা শ্রীরামলক্ষ্মণের মন্দির।

তিলকাঞ্চী—শিবমন্দির, সম্ভবতঃ ইহা তিনেভেলি-নগর হইতে ৩০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে 'তেন্‌কাশী'কে উদ্দেশ করা হইয়াছে।

গজেন্দ্রমোক্ষণে বিষ্ণুর ও পানাগড়িতে রামের দর্শন ঃ—

গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থে দেখি' বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি' দেখিল সীতাপতি ॥ ২২১ ॥

চাম্‌তাপুরে রাম-লক্ষ্মণ ও শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু-দর্শন ঃ—

চাম্‌তাপুরে আসি' দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে আসি' কৈল বিষ্ণু-দরশন ॥ ২২২ ॥

কুমারিকায় অগস্ত্যদর্শন ঃ—

মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন।
কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥ ২২৩ ॥

আম্‌লিতলায় রাম-দর্শন ঃ—

আম্‌লিতলায় দেখি' শ্রীরাম গৌরহরি।
মল্লার-দেশেতে আইলা যথা ভট্টথারি ॥ ২২৪ ॥

মালাবরদেশে তমাল-কার্ত্তিক ও বেতাপনিতে রাম-দর্শনপূর্ব্বক একরাত্রি বাস ঃ—

তমাল-কার্ত্তিক দেখি' আইল বেতাপনি।
রঘুনাথ দেখি' তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥ ২২৫ ॥

ভট্টথারির কবলে প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস-বিপ্র ঃ—

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টথারি-সহ তাঁহা হৈল দরশন ॥ ২২৬ ॥
স্ত্রীধন দেখাঞা তারে লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥ ২২৭ ॥

কৃষ্ণদাসের অনুসন্ধানে ভট্টথারিগৃহে প্রভুর আগমন ঃ—

প্রাতে উঠি' আইলা বিপ্র ভট্টথারি-ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥ ২২৮ ॥

ভট্টথারিগণের নিকট প্রভুর কৃষ্ণদাসকে যাচ্ঞা ঃ—

আসিয়া কহেন সব ভট্টথারিগণে।
"আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥ ২২৯ ॥
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ, তুমিহ সন্ন্যাসী।
মোরে দুঃখ দেহ—তোমার 'ন্যায়' নাহি বাসি ॥"২৩০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৪। ভট্টথারি—যাহাদিগকে চলিত ভাষায় কোন কোন দেশে 'ভাটওয়ারী' বলে ; ইহাদের ঘর-দ্বার নাই। যেখানে যখন থাকে, তথায় 'শির্‌কি' অর্থাৎ সামান্য শিবিরে বাস করে। ইহাদের বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু ব্যবসায়,—চৌর্য্য ও প্রতারণা ; ইহারা অনেক স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিয়া সংগ্রহ করত শির্‌কির মধ্যে রাখে এবং অপরাপর লোককে স্ত্রীলোক দেখাইয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল বাড়াইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যেরূপ বেদের টোল, পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতে সেরূপ ভাটওয়ারীদিগের 'শির্‌কি'।

অনুভাষ্য

২২১। গজেন্দ্রমোক্ষণ—ভ্রমক্রমে ইহাকে কেহ কেহ নগর-কৈবের ২ মাইল দক্ষিণস্থিত 'স্থাণুলিঙ্গ' বা 'দেবেন্দ্র-মোক্ষণশিব' নামে অভিহিত করেন ; বস্তুতঃ ইনি—শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ।

পানাগড়ি—'পানাগড়ি', ত্রিবান্দ্রাম যাইতে তিনেভেলি হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে, কিঞ্চিৎ পশ্চিমকোণে। পূর্ব্বে এস্থানে শ্রীরাম-মূর্ত্তি ছিলেন, পরে শৈবগণ তাঁহাকে 'রামেশ্বর' বা 'রামলিঙ্গ শিব' বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন।

২২২। চাম্‌তাপুর—সম্ভবতঃ ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যস্থিত 'চেঙ্গানুর'; এস্থানে রামলক্ষ্মণের মন্দির আছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠ—'শ্রীবৈকুণ্ঠম্', আলোয়ার তিরুনগরী হইতে ৪ মাইল উত্তরে এবং তিনেভেলি হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তাম্রপর্ণী-নদীর বামতটে অবস্থিত।

অনুভাষ্য

২২৩। মলয় পর্ব্বত—দাক্ষিণাত্যে কেরল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত গিরিমালা।

'অগস্ত্য'-সম্বন্ধে চারিটী মত আছে—(১) তাঞ্জোর-জিলায় কলিমিয়ার পয়েণ্টে বেদারণ্যমের নিকটে অগস্ত্যম্‌পল্লী-গ্রামে একটী অগস্ত্য-মুনির মন্দির আছে; (২) মাদুরা-জিলায় শিবগিরি-পর্ব্বতের শিখরে অগস্ত্য-নির্ম্মিত একটী সুব্রহ্মণ্যের (স্কন্দের) মন্দির আছে ; (৩) কেহ কেহ কুমারিকা-অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী পঠিয়া-পর্ব্বতকে অগস্ত্যের বাসস্থান বলেন ; (৪) তাম্রপর্ণী-নদীর উভয়পার্শ্বে মোচাকৃতি শৃঙ্গটী 'অগস্ত্যমলয়' নামে কথিত। কন্যাকুমারী—কুমারিকা-অন্তরীপ।

২২৪। মল্লারদেশ—ম্যালেবার-দেশ। ইহার উত্তরে দক্ষিণ কানারা, পূর্ব্বে কূর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব-সাগর।

২২৫। তমাল কার্ত্তিক—তিনেভেলির ৪৪ মাইল দক্ষিণে এবং 'অমরবল্লী' গিরিসঙ্কট হইতে ২ মাইল দক্ষিণে, তোবল-তালুকের অন্তর্গত সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকদেবের মন্দির।

বেতাপনি—'ভূতপণ্ডি' ; ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে, নগর-কৈলের উত্তরে, তোবল-তালুকের মধ্যে। পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে রামচন্দ্রবিগ্রহ ছিলেন, পরে বোধ হয়, রামেশ্বর বা ভূতনাথ শিবলিঙ্গনামে পূজিত হইতেছেন।

২২৬। ভট্টথারি—মধ্য ১ম পঃ ১১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভট্টথারিগণের প্রভুকে আক্রমণ, কিন্তু প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তিবলে তাহারা স্বয়ংই আক্রান্ত ঃ—

শুনি' সব ভট্টথারি উঠে অস্ত্র লঞা ।
মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা ॥ ২৩১ ॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে ।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টথারি পলায় চারিভিতে ॥ ২৩২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণদাস-বিপ্রের উদ্ধার-সাধন ঃ—

ভট্টথারি-ঘরে তাঁহা উঠিল ক্রন্দন ।
কেশে ধরি' বিপ্রে লঞা করিল গমন ॥ ২৩৩ ॥

আদিকেশব-মন্দিরে বিষ্ণু-দর্শনে প্রভুর নৃত্য-গীত ও তদ্দর্শনে সকলের চমৎকার ঃ—

সেই দিন চলি' আইলা পয়স্বিনী-তীরে ।
স্নান করি' গেলা আদিকেশব-মন্দিরে ॥ ২৩৪ ॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হৈলা ।
নতি, স্তুতি, নৃত্য, গীত, বহুত করিলা ॥ ২৩৫ ॥
প্রেম দেখি' লোকে হৈল মহা-চমৎকার ।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥ ২৩৬ ॥

শুদ্ধভক্তসঙ্গে ব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায় প্রাপ্তি ঃ—

মহাভক্তগণসহ তাঁহা গোষ্ঠী কৈল ।
'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়'-পুঁথি তাঁহা পাইল ॥ ২৩৭ ॥

গ্রন্থদর্শনে প্রভুর আনন্দ ঃ—

পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার ।
কম্পাশ্রু-পুলক-স্বেদ-স্তম্ভ বিকার ॥ ২৩৮ ॥

ব্রহ্মসংহিতার মাহাত্ম্য ঃ—

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র সম ।
গোবিন্দমহিমা-তত্ত্ব পরম কারণ ॥ ২৩৯ ॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার ।
সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥ ২৪০ ॥

শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ-দর্শন ঃ—

বহু যত্নে সেই পুঁথি লইলা লিখিয়া ।
'অনন্ত-পদ্মনাভ' আইলা হরষিত হঞা ॥ ২৪১ ॥

দুইদিন অবস্থান, পরে শ্রীজনার্দ্দন-দর্শন ঃ—

দিন-দুই পদ্মনাভের কৈল দরশন ।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন ॥ ২৪২ ॥

পয়স্বিনী-তীরে শঙ্কর নারায়ণ-দর্শন ঃ—

দিন দুই তাঁহা করি' কীর্ত্তন-নর্ত্তন ।
পয়স্বিনী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ॥ ২৪৩ ॥

শৃঙ্গেরি-মঠে আগমন ও পরে মৎস্যতীর্থ দর্শন ঃ—

শৃঙ্গেরি-মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে ।
মৎস্য-তীর্থ দেখি' কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥ ২৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৭। ব্রহ্ম-সংহিতাধ্যায়,—ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায়, যাহা এখন বঙ্গদেশে শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার সহিত পাওয়া যায়।

অনুভাষ্য

২৩৪। পয়স্বিনী—ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে 'তিরুবত্তর'-নদী ; ভাঃ ১১।৫।৩৯—"তাম্রপর্ণী-নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।"

২৩৭-২৪০। ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়—'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়। ইহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদস্থিতি, অভ্যাস, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, আত্মা, আত্মারাম, কর্ম্ম, কামগায়ত্রী, কামবীজ, কারণাব্ধিশায়ী, কৃষ্ণধামের চিদ্বিশেষ, গণেশ, গর্ভোদকশায়ী, গায়ত্রী-উৎপত্তি, গোকুল, গোবিন্দ-রূপ, স্বরূপ-তত্ত্ব ও ধাম, জীবতত্ত্ব, জীবের প্রাপ্যস্বরূপ, দুর্গা, তপ, পঞ্চভূত, প্রেম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মার দীক্ষা, ভক্তিচক্ষু, ভক্তিসোপান, মন, মহাবিষ্ণু, যোগনিদ্রা, রমা, রাগমার্গীয় ভক্তি, রামাদি অবতার, লিঙ্গাদি শব্দতাৎপর্য্য, বদ্ধজীব, তাহার সাধন, বিষ্ণুতত্ত্ব, বেদসার-স্তব, শম্ভু, শ্রুত, স্বকীয়, পারকীয়, সদাচার, সূর্য্য ও হৈমাণ্ড প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

২৪১। অনন্ত-পদ্মনাভ—মধ্য, ১ম পঃ ১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৪২। শ্রীজনার্দ্দন—ত্রিবান্দ্রমের ২৬ মাইল উত্তর বর্কালা-রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে বিরাজমান।

অনুভাষ্য

২৪৪। শৃঙ্গেরি-মঠ—মহীশূরের অন্তর্গত শিমোগা-জিলায় শৃঙ্গেরি-মঠ অবস্থিত, তুঙ্গভদ্রা-নদীর বামতটে এবং হরিহরপুরের ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম—(ঋষ্য) শৃঙ্গ-গিরি বা শৃঙ্গবের পুরী। এস্থানে দাক্ষিণাত্যস্থিত শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ অবস্থিত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটী শিষ্যদ্বারা ভারতের উত্তরে (১) বদরিকায়—জ্যোতির্মঠ, (২) পুরুষোত্তমে—ভোগ-বর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন-মঠ, (৩) দ্বারকায়—সারদা-মঠ এবং (৪) দাক্ষিণাত্যে—'শৃঙ্গেরি'-মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গেরি-মঠে 'সরস্বতী', 'ভারতী', ও 'পুরী'—এই ত্রিবিধ এক-দণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। "চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গের্য্যাং বর্ত্ততে মঠঃ। সম্প্রদায়ো ভূরিবারঃ ভূর্ভুবঃ গোত্র উচ্যতে।। পদানি ত্রীণি খ্যাতানি সরস্বতী ভারতী পুরী। বরাহো দেবতা যত্র ক্ষেত্রং রামেশ্বরং বদেৎ।। তীর্থঞ্চ তুঙ্গাভদ্রাখ্যং শক্তিঃ কামাক্ষিকা স্মৃতা। চৈতন্য-ব্রহ্মচারীতি হস্তামলকদেশিকঃ।। আন্ধ্র-দ্রাবিড়-কর্ণাট-কেরালাদি-প্রভেদতঃ। শৃঙ্গের্যধীনা দেশাস্তে হ্যবাচীদিগবস্থিতাঃ।। স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ। সংসার-সাগরাসার-হন্তাসৌ হি 'সরস্বতী'। বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজন্। দুঃখভারং ন জানাতি 'ভারতী' পরিকীর্ত্ত্যতে।।

উড়ুপীতে মধ্বাচার্য্য-স্থানে নর্ত্তক-গোপাল-দর্শন ঃ—

মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা 'তত্ত্ববাদী'।
উড়ুপীতে 'কৃষ্ণ' দেখি' তাঁহা হৈল প্রেমাস্বাদী ॥২৪৫॥

শ্রীমধ্বের গোপাল-প্রাপ্তি ও তদবধি শিষ্য-পরম্পরায় সেবা ঃ—

'নর্ত্তক গোপাল দেখে পরম-মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥ ২৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৫-২৪৭। দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে উড়ুপী-গ্রামে মধ্বাচার্য্যের গাদি, সেই সম্প্রদায়ী আচার্য্যদিগকে 'তত্ত্ববাদী' বলে। সেই স্থানে নর্ত্তকগোপাল শ্রীমূর্ত্তি আছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য জলমগ্ন ডিঙ্গা অর্থাৎ

অনুভাষ্য

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ। পরব্রহ্মরতো নিত্যং 'পুরী'নামা স উচ্যতে।।" (মঠাম্নায়) ; অর্থাৎ মঠ নাম—শৃঙ্গেরী, দিক্—দক্ষিণ ; দেশ—আন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও কেরলাদি ; সম্প্রদায়—ভূরিবার, গোত্র—ভূর্ভুবঃ, ক্ষেত্র—রামেশ্বর ; মহাবাক্য বা বোধ—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ; দেব—বরাহ; শক্তি—কামাক্ষী ; আচার্য্য—হস্তামলক ; সন্ন্যাসপদবী—'সরস্বতী', 'ভারতী' ও 'পুরী' ; ব্রহ্মচারী—চৈতন্য ; তীর্থ—তুঙ্গভদ্রা ; বেদ—যজুঃ।

শৃঙ্গেরী-মঠের গুরু ও সন্ন্যাসগ্রহণ-কাল-পরম্পরা—যথা, ১। শঙ্করাচার্য্য—২২ শক, ২। সুরেশ্বরাচার্য্য—৩০ শক, ৩। বোধনাচার্য্য—৬৮০ শক, ৪। জ্ঞানধনাচার্য্য—৭৬৮ শক, ৫। জ্ঞানোত্তম শিবাচার্য্য—৮২৭ শক, ৬। জ্ঞানগিরি আচার্য্য—৮৭১ শক, ৭। সিংহগিরি আচার্য্য—৯৫৮ শক, ৮। ঈশ্বরতীর্থ—১০১৯ শক, ৯। নারসিংহ তীর্থ—১০৬৭ শক, ১০। বিদ্যাতীর্থ বিদ্যাশঙ্কর—১১৫০ শক, ১১। ভারতীকৃষ্ণ তীর্থ—১২৫০ শক, ১২। বিদ্যারণ্য ভারতী—১২৫৩ শক, ১৩। চন্দ্রশেখর ভারতী—১২৯০ শক, ১৪। নরসিংহ ভারতী—১৩০৯ শক, ১৫। পুরুষোত্তম ভারতী—১৩২৮ শক, ১৬। শঙ্করানন্দ—১৩৫০ শক, ১৭। চন্দ্রশেখর ভারতী—১৩৭১ শক, ১৮। নরসিংহ ভারতী—১৩৮৬ শক, ১৯। পুরুষোত্তম ভারতী—১৩৯৪ শক, ২০। রামচন্দ্র ভারতী—১৪৩০ শক, ২১। নরসিংহ ভারতী—১৪৭৯ শক, ২২। নরসিংহ ভারতী—১৪৮৫ শক, ২৩। ধনমড়ি নরসিংহ ভারতী—১৪৯৮ শক, ২৪। অভিনব নরসিংহ ভারতী—১৫২১ শক, ২৫। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৫৪৪ শক, ২৬। নরসিংহ ভারতী—১৫৮৫ শক, ২৭। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬২৭ শক, ২৮। অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৬৩ শক, ২৯। নৃসিংহ ভারতী—১৬৮৯ শক, ৩০। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৯২ শক, ৩১। অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৭৩০ শক, ৩২। নরসিংহ ভারতী—১৭৩৯ শক, ইঁহাদের সমাধি-সম্বন্ধে জানিতে হইলে 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি' (৪র্থ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য। ৩৩। সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব বিদ্যা নরসিংহ ভারতী—১৭৮৮ শকাব্দা।

শঙ্করাচার্য্য—দাক্ষিণাত্যে কেরল-দেশান্তর্গত 'কালাডি' নামক গ্রামে ৬০৮ শকে বৈশাখী শুক্লা-তৃতীয়া-দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—'শিবগুরু'। শৈশবকালেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই শাস্ত্রাদি-অধ্যয়ন শেষ করিয়া নর্ম্মদাতীরে 'গোবিন্দের' নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর কিয়দ্দিবস গোবিন্দের নিকট থাকিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে বারাণসী গমন করেন এবং তথা হইতে বদরিকাশ্রমে গিয়া দ্বাদশবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে ব্রহ্মসূত্রের একটী ভাষ্য প্রণয়ন করেন। পরে দশ উপনিষৎ, গীতা, সনৎসুজাতীয় ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি গ্রন্থেরও ভাষ্য রচনা করেন।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে 'পদ্মপাদ', 'সুরেশ্বর', 'হস্তামলক' ও 'ত্রোটক',—এই চারিজন প্রধান। শঙ্করাচার্য্য বারাণসী হইয়া প্রয়াগে গমনপূর্ব্বক কুমারিল ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কুমারিল মুমূর্ষু থাকাকালে তাঁহার সহিত নিজে বিচার না করিয়া তাঁহার প্রধান শিষ্য 'মণ্ডনে'র নিকট মাহিষ্মতী-নগরে পাঠাইয়া দেন। তথায় তিনি মণ্ডনকে বিচারে পরাস্ত করেন। মণ্ডনের সহধর্ম্মিণী 'সরস্বতী' বা 'উভয়ভারতী' তাঁহাদের বিচারকালে মধ্যস্থা ছিলেন ; কথিত আছে, তিনি শঙ্কর-সহ কামশাস্ত্র-বিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শঙ্কর—আকুমার ব্রহ্মচারী, সুতরাং কামশাস্ত্র-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ; তিনি 'উভয়ভারতী'র নিকট একমাস সময় লইয়া যোগবলে একটী সদ্যো মৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া অভীপ্সিত-বিষয়ে অনুধাবন করেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জনপূর্ব্বক 'উভয়ভারতী'র নিকট বিচার প্রার্থনা করেন ; তিনি আর বিচার না করিয়া শঙ্করের প্রার্থনা-মতে তাঁহার শৃঙ্গেরি-মঠে অচলা থাকিবেন, এই বর দিয়া সংসার হইতে বিদায় লইলেন। মণ্ডন শঙ্করাচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'সুরেশ্বর' নামে আখ্যাত হন। শঙ্করাচার্য্য ক্রমে ক্রমে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নানা-মতাবলম্বী লোকদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। তিনি তেত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে দেহত্যাগ করেন।

মৎস্যতীর্থ—সম্ভবতঃ মালাবর-জিলায় সমুদ্রোপকূলে স্থিত বর্ত্তমান 'মাহে' নগর। কেহ কেহ বলেন, ভিজাগাপটমের অন্তর্গত পদ্ব-তালুকের মধ্যে 'পাদেরু' হইতে ৬ মাইল উত্তরদিকে মটম-গ্রামের নিকটে মাচেরু-নদীর একটী অদ্ভুত আবর্ত্তই মৎস্যতীর্থ (ভিজাগাপটম্ গেজেটীয়ার) ; কিন্তু ইহা এস্থানে উদ্দিষ্ট নহে বলিয়া বোধ হয়।

অনুভাষ্য

২৪৫। শ্রীমধ্বাচার্য্য—দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে কানাড়া জিলা ; 'দক্ষিণ কানাড়া' জিলার প্রধান নগর—'ম্যাঙ্গেলোর', তদুত্তরে 'উড়ুপী' (উডিপী)। উড়ুপী-গ্রামে পাজকা-ক্ষেত্রে শিবাল্লী-ব্রাহ্মণকুলে 'মধ্যগেহ' ভট্টের ঔরসে 'বেদবিদ্যা'র গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে, ১১৬০ শকাব্দে, শ্রীমধ্বাচার্য্য জন্ম-গ্রহণ করেন। বাল্যে মধ্বাচার্য্য 'বাসুদেব' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী অলৌকিক আখ্যায়িকা কথিত হয়,—বাল্যকালে উড়ুপী হইতে পাজকাক্ষেত্রে প্রত্যাগমনকালে নির্ব্বিঘ্নে আগমন, মাতার অনুপস্থিতিকালে জ্যেষ্ঠা-ভগিনীর সমক্ষে ক্রন্দন-নিবৃত্তিচ্ছলে গবাদির ভোজ্য একনাদা ভূষি-ভোজন, প্রচণ্ড ষণ্ডের পুচ্ছে আবদ্ধ থাকিয়া ঝুলন এবং উত্তমর্ণের ঋণ আদায়-জন্য ধন্না দিয়া থাকায়, তেঁতুলবীজকেই অর্থরূপে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃঋণ-শোধন প্রভৃতি ; পৌগণ্ডে—নেডিউরুগ্রামের উৎসবে মধ্বের নিরুদ্দেশ ও পরে উড়ুপীতে অনন্তেশ্বরের মন্দির-প্রান্তে তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তি, নেয়াম্পল্লি-গ্রামে 'শিব'-নামক ব্রাহ্মণের ভ্রমপ্রদর্শন প্রভৃতি বর্ণিত। পঞ্চমবর্ষে, তিনি উপনয়ন- সংস্কার লাভ করেন। মহাভারত-কথিত 'মণিমান্' নামক অসুর সর্পাকার করিয়া তথায় বাস করিত। উপনয়নের পরেই 'বাসুদেব' পদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা সেই সর্পের সংহার করেন। মাতা অস্থিরা হইলে তিনি এক লম্ফ প্রদান করিয়া মাতৃসমক্ষে উপনীত হন। এইকালে পাঠাভ্যাসে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিলেন। পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে তিনি 'অচ্যুতপ্রেক্ষে'র নিকট দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্থ'-নাম লাভ করেন। দক্ষিণদেশে নানা দেশ পর্য্যটনের পর শৃঙ্গেরি-মঠাধিপ বিদ্যা-শঙ্কর-সহ তাঁহার নানা বিচার হয়। বিদ্যাশঙ্করের অত্যুচ্চ স্থান মধ্বের নিকট অবনত হইল। 'সত্যতীর্থ' নামক যতির সহিত শ্রীমধ্ব বদরিকায় গমন করেন। তথায় শ্রীব্যাসকে 'গীতা-ভাষ্য' শ্রবণ করাইয়া সম্মতি গ্রহণ করেন। ব্যাসের নিকট হইতে অল্পকাল-মধ্যেই নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বদরিকা হইতে আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালেই শ্রীমধ্বের সূত্রভাষ্য রচনা শেষ হয় ; সত্যতীর্থ তাহা লিখিয়া দেন। শ্রীমধ্ব বদরি হইতে গঞ্জামে গোদাবরী-প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত 'শোভন ভট্ট' ও 'স্বামী-শাস্ত্রী' নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন হয়। উঁহারাই শ্রীমধ্ব-পরম্পরায় 'পদ্মনাভ তীর্থ' ও 'নরহরি তীর্থ'-নাম লাভ করেন। উড়ুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একদিন সমুদ্রস্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ অধ্যায়ে স্তোত্র রচনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর হইয়া বালুকোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দ্বারকার জন্য সংগৃহীত পণ্যদ্রব্যপূর্ণ একখানি নৌকা সমুদ্রে বিপন্ন হইয়াছে! নৌকাখানিকে বালুকায় প্রোথিত হইতে দেখিয়া নৌকা ভাসিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে নৌকাখানি তটে আসিতে পারিল। নৌবাহিগণ তাঁহাকে কিছু দিবার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি নৌকাস্থিত কিছু গোপীচন্দন গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এক বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড গ্রহণ করিলেন ও পথে আনিতে আনিতে 'বড়বন্দেশ্বর' নামক স্থানে উহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্যে একটী সুন্দর 'বালকৃষ্ণমূর্ত্তি' পাওয়া গেল। মূর্ত্তির এক-হস্তে একটী দধি-মন্থনদণ্ড, অপর-হস্তে মন্থন-রজ্জু। কৃষ্ণলাভ হইলে তাঁহার 'দ্বাদশ স্তোত্রে'র অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় সেইদিনই রচিত হইল। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর, হনুমানের বা ভীমসেনের অবতার শ্রীমধ্ব স্বয়ং মাধবকে তুলিয়া উড়ুপীতে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন। তাঁহার আটজন প্রধান শিষ্য-সন্ন্যাসী উড়ুপীর অষ্ট-মঠের অধিপতি ছিলেন। বৃন্দারণ্যের অষ্টগোপিকা যে-প্রকার কৃষ্ণসেবা করেন, তদ্রূপ এই বালকৃষ্ণের সেবা শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বয়ং ও তৎপরে উত্তররাঢ়ী-মঠের অধিপতি শ্রীমধ্বাচার্য্যগণ অষ্ট-মঠাধিপ-যতিগণের সাহায্যে পর পর করাইয়া থাকেন। আজও তাহাই চলিতেছে।

শ্রীমধ্ব দ্বিতীয়বার বদরিকা যাত্রা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-রাজ্যের মধ্য দিয়া গমনকালে তথাকার 'মহাদেব'-নামক রাজা স্বীয় জনবর্গের দ্বারা সাধারণের উপকারার্থে পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। রাজার আদেশমতে শ্রীমধ্বও সশিষ্য মৃত্তিকা-খনন-কার্য্যে বাধ্য হইলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজদর্শনপূর্ব্বক রাজাকেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া তিনি সহসা অগ্রসর হইলেন। গাঙ্গপ্রদেশের একপারে হিন্দুরাজ্য, অপরপারে মুসলমান রাজ্যের পরস্পর বিবাদ-ফলে ঘটনা এতাদৃশ প্রবল হইয়াছিল যে, পারে যাইবার নৌকা পাওয়া গেল না, সুবিস্তৃতা নদীর অপরপারে বিরুদ্ধ সেনা সর্ব্বদা বাধা দিতেছিল। শ্রীমধ্ব সেই সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া হাতাহাতি করিয়া সকলে নদী সন্তরণ করেন এবং তীরে উঠিয়াই সৈন্যগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইলেন। তিনি রাজাদেশ অমান্য করায় স্বয়ং রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করায় মুসলমানরাজ তাঁহাকে অর্দ্ধ-রাজ্য-দানে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীমধ্ব উহা গ্রহণ করিলেন না। চলিতে চলিতে পথে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ভীমবলে তাহাদের বিনাশ সাধন করেন এবং 'সত্যতীর্থ' ব্যাঘ্রাক্রান্ত হইলে ব্যাঘ্রকে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া বিদূরিত করেন। ব্যাসসহ সাক্ষাৎকালে অষ্টমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। এইকালের পরেই তিনি মহাভারত-তাৎপর্য্য রচনা করেন।

শ্রীমধ্বের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ঈশানুগত্যের কথা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরি-মঠাধিপ শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্বিগ্ন

গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে ।
মধ্বাচার্য্য-ঠাঞি কৃষ্ণ আইলা কোনমতে ॥ ২৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বড় নৌকার মধ্যে গোপীচন্দনের তলে গোপালকে পাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

হইলেন। শাঙ্কর-মতাবলম্বিগণ আপনাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইতে দেখিয়া মধ্ব-নির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মাধ্ব-মতাবলম্বি-গণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল এবং মাধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদনের প্রয়াস হইল। পদ্মতীর্থ পুণ্ডরীক-পুরী-নামক জনৈক শাঙ্করমতবাদী পণ্ডিতকে লইয়া আচার্য্যের সহ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যের সংগৃহীত ও রচিত গ্রন্থাদি অপহৃত হইল ; কিন্তু পরে বিশেষ উদ্বেগের পর ঐগুলি পাওয়া গেল। পুণ্ডরীক পরাজিত হইলেন। কুম্লাধিপতি জয়সিংহ শ্রীমধ্বাচার্য্যের গ্রন্থপ্রাপ্তির সহায়তা করিলেন। বিষ্ণুমঙ্গলবাসী দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্য তাঁহার শিষ্য হইলেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীনারায়ণাচার্য্য—'শ্রীমধ্ববিজয়ে'র রচয়িতা। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'বিষ্ণুতীর্থ' নামে অভিহিত হন।

শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলের সীমা ছিল না। 'কড়ঞ্জরি'-নামক এক বলবান্ পুরুষ ৩০ জন পুরুষের বলধারী বলিয়া নিজে আস্ফালন করিতেন ; আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসামান্য বলী তাহার অমিত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না। কাদুর-জিলায় মুদগেরী-গ্রামের প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে,—"শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শিলা।" তিনি একটী ক্ষীণকায় বালকের স্কন্ধে চড়িয়া বেড়াইবার কালে বাহকের আদৌ ভারবোধ হয় নাই।

মাঘী-শুক্লা-নবমী-তিথিতে 'ঐতরেয়' উপনিষদের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীমধ্ব পরলোক গমন করেন। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীমধ্ব-শিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্য্য-তনয় নারায়ণ-পণ্ডিত-রচিত 'মধ্ববিজয়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ (মঞ্জুষা সমাহৃতি—২য় সংখ্যায়) দ্রষ্টব্য।

শ্রীমাধ্ব-তত্ত্ববাদসম্প্রদায়াচার্য্যগণ উড়ুপীগ্রামস্থ মূল মাধ্ব-মঠকে 'উত্তররাঢ়ী মঠ' বলেন। উড়ুপী অষ্ট-মঠের মূল-পুরুষ ও মঠসমূহের নাম, যথা—

১। বিষ্ণু-তীর্থ—শোদ মঠ, ২। জনার্দ্দন-তীর্থ—কৃষ্ণপুর মঠ, ৩। বামন-তীর্থ—কনুর মঠ, ৪। নরসিংহ-তীর্থ—অঘমর মঠ, ৫। উপেন্দ্র-তীর্থ—পুত্তুগী মঠ, ৬। রাম-তীর্থ—শিরুর মঠ,

মধ্বাচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন ।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥ ২৪৮ ॥

অনুভাষ্য

৭। হৃষীকেশ-তীর্থ—পলিমর মঠ, ৮। অক্ষোভ্য-তীর্থ—পেজাবর মঠ।

তথাকার গুরু ও কালপরম্পরা ; যথা—

১। হংস পরমাত্মা, ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ৩। সনকাদি, ৪। দুর্ব্বাসা, ৫। জ্ঞাননিধি, ৬। গরুড়বাহন, ৭। কৈবল্যতীর্থ, ৮। জ্ঞানেশতীর্থ, ৯। পরতীর্থ, ১০। সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ, ১১। প্রাজ্ঞতীর্থ, ১২। অচ্যুতপ্রেক্ষ্যাচার্য্য তীর্থ, ১৩। শ্রীমধ্বাচার্য্য—১০৪০ শক, ১৪। পদ্মনাভ—১১২০ শক, নরহরি—১১২৭ শক, মাধব—১১৩৬ শক ও অক্ষোভ্য—১১৫৯ শক, ১৫। জয়তীর্থ—১১৬৭ শক, ১৬। বিদ্যাধিরাজ—১১৯০ শক, ১৭। কবীন্দ্র—১২৫৫ শক, ১৮। বাগীশ—১২৬১ শক, ১৯। রামচন্দ্র—১২৬৯ শক, ২০। বিদ্যানিধি—১২৯৮ শক, ২১। শ্রীরঘুনাথ—১৩৬৬ শক, ২২। রঘুবর্য্য (মহাপ্রভুর সহিত বাদকারী)—১৪২৪ শক, ২৩। রঘূত্তম—১৪৭১ শক, ২৪। বেদব্যাস—১৫১৭ শক, ২৫। বিদ্যাধীশ—১৫৪১ শক, ২৬। বেদনিধি—১৫৫৩ শক, ২৭। সত্যব্রত—১৫৫৭ শক, ২৮। সত্যনিধি—১৫৬০ শক, ২৯। সত্যনাথ—১৫৮২ শক, ৩০। সত্যাভিনব—১৫৯৫ শক, ৩১। সত্যপূর্ণ—১৬২৮ শক, ৩২। সত্যবিজয়—১৬৪৮ শক, ৩৩। সত্যপ্রিয়—১৬৫৯ শক, ৩৪। সত্যবোধ—১৬৬৬ শক, ৩৫। সত্যসন্ধ—১৭০৫ শক, ৩৬। সত্যবর—১৭১৬ শক, ৩৭। সত্যধর্ম্ম—১৭১৯ শক, ৩৮। সত্যসঙ্কল্প—১৭৫২ শক, ৩৯। সত্যসন্তুষ্ট—১৭৬৩ শক, ৪০। সত্যপরায়ণ—১৭৬৩ শক, ৪১। সত্যকাম—১৭৮৫ শক, ৪২। সত্যেষ্ট—১৭৯৩ শক, ৪৩। সত্যপরাক্রম—১৭৯৪ শক, ৪৪। সত্যধীর—১৮০১ শক, ৪৫। সত্যধীর তীর্থ—১৮০৮ শক।

১৬। বিদ্যাধিরাজ তীর্থ হইতে অপর শিষ্যধারা—১৭। রাজেন্দ্রতীর্থ—১২৫৪ শক, ১৮। বিজয়ধ্বজ, ১৯। পুরুষোত্তম, ২০। সুব্রহ্মণ্য, ২১। ব্যাসরায়—১৪৭০-১৫২০ শক।

এই মঠের পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত আরও ১৯ জন শ্রীমাধ্ব তীর্থ-যতি হইয়াছেন।

১৯। রামচন্দ্র তীর্থের অপর শিষ্যধারা—২০। বিবুধেন্দ্র—১২১৮ শক, ২১। জিতামিত্র—১৩৪৮ শক, ২২। রঘুনন্দন, ২৩। সুরেন্দ্র, ২৪। বিজেন্দ্র, ২৫। সুধীন্দ্র, ২৬। রাঘবেন্দ্র তীর্থ—১৫৪৫ শক।

এই 'পর-মঠে' অদ্যাবধি আরও ১৪ জন শ্রীমাধ্ব-তীর্থ-যতি হইয়াছেন।

উড়ুপী—দক্ষিণকানাড়া-জিলায়, ম্যাঙ্গেলোর হইতে ৩৬

মধ্বস্থাপিত কৃষ্ণদর্শনে প্রভুর নৃত্যগীত ঃ—

কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল ॥ ২৪৯ ॥

প্রথমদর্শনে ভ্রমক্রমে তত্ত্ববাদীর প্রভুকে 'মায়াবাদী'-জ্ঞান ঃ—

তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে 'মায়াবাদী'-জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে ॥ ২৫০ ॥

পরে প্রভুর সাত্ত্বিকবিকার-দর্শনে বৈষ্ণবজ্ঞান ঃ—

পাছে প্রেমাবেশ দেখি' হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার ॥ ২৫১ ॥

তাঁহাদের আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জড়াভিমান ঃ—

'বৈষ্ণবতা' সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি'।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি ॥ ২৫২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাদের গর্ব্বমোচনরূপ কৃপা-সঙ্কল্প ঃ—

তাঁ-সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি' গৌরচন্দ্র।
তাঁ-সবা-সঙ্গে গোষ্ঠী করিলা আরম্ভ ॥ ২৫৩ ॥

মহাপণ্ডিত রঘুবর্য্যতীর্থকে প্রভুর সদৈন্য প্রশ্ন ঃ—

তত্ত্ববাদী-আচার্য্য—সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন ॥ ২৫৪ ॥

সাধ্য-সাধন-জিজ্ঞাসা ঃ—

"সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥" ২৫৫ ॥

তত্ত্ববাদাচার্য্যের উত্তর—(১) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও কৃষ্ণে সমর্পণরূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিই 'সাধন' ঃ—

আচার্য্য কহে,—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ২৫৬ ॥

(২) পঞ্চবিধ মুক্তিই 'সাধ্য' ঃ—

'পঞ্চবিধ মুক্তি' পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
'সাধ্য-শ্রেষ্ঠ' হয়,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥" ২৫৭ ॥

প্রভুর উত্তর—(১) শরণাগত ভক্তের নবধা ভক্তিই সাধন ঃ—

প্রভু কহে,—"শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের 'পরম-সাধন' ॥ ২৫৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৫।২৩-২৪)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ২৫৯ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ২৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫০-২৫৮। মহাপ্রভুর শাঙ্কর সন্ন্যাস-লিঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধদ্বৈতবাদ পরায়ণ তত্ত্ববাদিগণ প্রথমে প্রভুকে সম্ভাষণ করেন নাই; পরে তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-বোধে সৎকার অর্থাৎ সেবা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববাদিগণের অন্তঃকরণে বৈষ্ণবাভিমান ছিল; তদ্দর্শনে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রভু কহিলেন,—'আমি সাধ্যসাধন ভালরূপ জানি না; আপনারা কৃপা করিয়া তাহা আমাকে শিক্ষা দিউন।' তত্ত্ববাদাচার্য্য উত্তর করিলেন,—'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং সেই সাধনবলে শ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপ পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করেন।' প্রভু তাহাতে বলিলেন যে,—শাস্ত্রমতে শ্রবণকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ-সাধন; সেই সাধনবলে কৃষ্ণপ্রেমসেবারূপ সাধ্যফলের লাভ হয়।

২৫৯-২৬০। শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন,—এই নবলক্ষণ-সম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—ইহাই শাস্ত্রে উত্তম তাৎপর্য্য।

অনুভাষ্য

মাইল উত্তরে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত (দক্ষিণ কানাড়া-ম্যানুয়েল এবং বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

অনুভাষ্য

২৫০। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদী কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদীর সহিত শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা তত্ত্ববাদীর চিরবিরোধ বিখ্যাত।

২৫৮। তত্ত্ববাদিগণের 'সাধন'—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম (ভাঃ ১১।১৯।৪৭); মহাপ্রভু-প্রদর্শিত শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দিষ্ট 'সাধন'—শ্রবণ-কীর্ত্তন। তত্ত্ববাদিগণের 'সাধ্য' পঞ্চবিধ-মুক্তি-লাভান্তে বৈকুণ্ঠগমন; মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শাস্ত্রের 'সাধ্য'—কৃষ্ণপ্রেমা।

২৫৯-২৬০। মহাভাগবত প্রহ্লাদ গুরুব্রুবগণের নিকট কি কি বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন, অক্ষজজ্ঞানসম্বল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু 'পুত্র' বলিয়া জ্ঞান করিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে অধোক্ষজ-সেবক শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি,—

বিষ্ণোঃ শ্রবণং (নামরূপগুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ) [বিষ্ণোঃ] কীর্ত্তনং (নামরূপগুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং উচ্চারণং), [বিষ্ণোঃ] স্মরণং (নামরূপগুণপরিকরলীলাময়কৃষ্ণস্য যৎকিঞ্চিন্মনসানুসন্ধানং), [বিষ্ণোঃ] পাদসেবনং (কালদেশাদ্যুচিতপরিচর্য্যা), [বিষ্ণোঃ] অর্চ্চনং (পূজনং), [বিষ্ণোঃ] বন্দনং (নমস্কারঃ), [বিষ্ণোঃ] দাস্যং (তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানঃ) [বিষ্ণোঃ] সখ্যং (বন্ধুভাবেন তৎহিতাশংসনং), [বিষ্ণৌ] আত্মনিবেদনং (দেহাদি-শুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মৈ এবার্পণম্) ইতি নবলক্ষণা (নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা) ভক্তিঃ পুংসা (মানবেন) [আদৌ] অর্পিতা [সতী] ভগবতি বিষ্ণৌ (শ্রীহরৌ)

শুদ্ধশ্রবণ-কীর্ত্তনফলেই কৃষ্ণপ্রেমা ঃ—

শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥ ২৬১ ॥

জাতরুচি ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬২ ॥

ফলভোগতাৎপর্য্যের নিন্দা ; কাম প্রেমের জনক নহে ঃ—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥ ২৬৩ ॥

স্বধর্ম্ম-ত্যাগপূর্ব্বক হরিভজন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ২৬৪ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ২৬৫ ॥

হরিকথায় শ্রদ্ধাবান্ জনের কর্ম্মে অনধিকার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬১। শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ নববিধ সাধনভক্তি হইতে কৃষ্ণে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাই 'পঞ্চম'-পুরুষার্থ এবং তাহাই পুরুষার্থের সীমা। তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চারিটী 'সকৈতব' পুরুষার্থ ; প্রেমরূপ পুরুষার্থই 'অকৈতব' পুরুষার্থ।

২৬৩। কর্ম্ম-প্রতিপাদকশাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে থাকিলেও চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থাই সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণদ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য-কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ 'সাধনভক্তি' হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই ; কেননা, (শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি) সৎসঙ্গজনিত 'শ্রবণোৎপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।

অনুভাষ্য

অদ্ধা (সাক্ষাদেব, ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদের্ব্যবধানেন) [পশ্চাৎ] চেৎ ক্রিয়েত [ন তু আদৌ কৃতা সতী, পশ্চাদর্প্যেত, ন তু কর্ম্মাদ্যর্পণ-রূপ-পরম্পরা ইয়ং ভক্তিঃ ; ভগবত্তোষণার্থৈবেয়মিতি ভাব্যং, ন তু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থমিতি, এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত, তদা তেন কর্ত্রা শুদ্ধহরিভজনমেব সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়নফলমিতি মত্বা যৎ] অধীতং, তৎ [এব] উত্তমং মন্যে।

২৬১। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—ইহাই চারি পুরুষার্থ। 'কৃষ্ণপ্রেমা'—এই চারি পুরুষার্থের অতীত 'পঞ্চম'-পুরুষার্থ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, অন্যপ্রকার ভক্তির আচরণ করিতে হইলেও কীর্ত্তন-সংযোগেই কর্ত্তব্য,—ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায়। মধ্য, ২২ পঃ ১০৫—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়।।"

২৬২। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৩। অসৎকর্ম্ম অপেক্ষা সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু তাদৃশ কর্ম্ম হইতে কখনই কৃষ্ণে প্রেমভক্তির উদয় হয় না। কর্ম্ম—জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ। জীবের সুখ বা দুঃখপ্রাপ্তির ফলে ভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের সুখপ্রাপ্তির জন্য সেবাই—ভক্তি। নিজ-ভোগ-তাৎপর্য্যের নিন্দা এবং তাহা ত্যাগ করিবার বিধান সকল-শাস্ত্রে, এমন কি, জ্ঞানশাস্ত্রেও কথিত আছে। অমল-প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শুদ্ধজ্ঞানবিরাগভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যের কথাই বিচারিত ও সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ ঐ পুরাণের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে, সর্ব্বত্রই নিতান্ত তুচ্ছ ফল-ভোগাভিসন্ধি-লক্ষণময় কর্ম্ম ও জ্ঞানকে গর্হণ করা হইয়াছে ; সুতরাং বাহুল্য-বোধে এস্থলে কোন শ্লোক-প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না।

২৬৪। মধ্য, ৮ম পঃ ৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৫। মধ্য, ৮ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৬। কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগে অধিকার-সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবানের উক্তি,—

যাবতা পুমান্ ন নির্ব্বিদ্যেত (যাবন্নির্ব্বেদঃ কৃষ্ণেতর-কথাসু

অনুভাষ্য

২৬৬। যে পর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদ উদিত না হয়, অথবা মৎ (আমার) কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম কৃত হউক্।

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ ।
ফল্গু করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম ॥ ২৬৭ ॥

শুদ্ধসেবক কৃষ্ণের শুদ্ধসেবা চায়, মুক্তি চায় না ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৬৮ ॥

শুদ্ধভক্তের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ ঃ--

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৪।৪৪)—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্ ।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ২৬৯ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট দুষ্কর্ম্মফল নরক, সুকর্ম্ম বা স্বধর্ম্মফল স্বর্গ এবং জ্ঞানফল মোক্ষ—সবই সমান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৭০ ॥

কর্ম্ম ও জ্ঞান—শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল, সুতরাং 'সাধন' ও 'সাধ্য' নহে ঃ—

মুক্তি, কর্ম্ম,—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য', 'সাধন' ॥ ২৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৭। ভক্তিবাধক-কর্ম্মসম্বন্ধে (আপনি) শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শুনিলেন ; এখন দেখুন, ভক্তগণ পঞ্চবিধমুক্তি-পিপাসা অবশ্য ত্যাগ করিবেন ; কেননা, তাঁহারা মুক্তিকে নরকের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

২৬৯। অপরিত্যাজ্য সম্পত্তি, পুত্র, স্বজন, অর্থ ও পত্নী এবং প্রধান প্রধান দেবতাদিগের প্রার্থনীয়া সদয়-দৃষ্টিযুক্তা রাজ্যশ্রীকেও ভরত-মহারাজ যে অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে উচিতই (হইয়াছে) ; যেহেতু, তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবানুরক্ত-মনা সাধুদিগের পক্ষে যখন নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ, তখন পার্থিব সুখের ত' কথাই নাই।

২৭০। স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী নারায়ণ-ভক্তগণ কিছুতেই ভীত হন না।

২৭১। হে তত্ত্ববাদাচার্য্য, শুদ্ধভক্তমাত্রেই 'মুক্তি' ও 'কর্ম্ম'—এই দুইটী পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি সেই মুক্তিকে 'সাধ্য' ও কর্ম্মকে 'সাধন' বলিয়া স্থাপন করিলেন।

অনুভাষ্য

বৈরাগ্যো ন জায়তে), যাবৎ মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা ন জায়তে, তাবৎ কর্ম্মাণি (নিত্যনৈমিত্তিকানি পুণ্যকর্ম্মাণি) কুর্ব্বীত।

২৬৮। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৯। শ্রীশুকদেবকর্তৃক মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকট মহাভাগবত ভরতের শুদ্ধভগবদ্ভক্তজনরূপ গুণ-মহিমার কীর্ত্তন,—

যঃ নৃপঃ (রাজর্ষিঃ ভরতঃ) দুস্ত্যজান্ (দুষ্পরিহরান্) ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ (ভূমিপুত্রবন্ধুদ্রবিণকলত্রাদীন্) সুরবরৈঃ (দেবশ্রেষ্ঠৈরপি) প্রার্থ্যাং (প্রার্থনীয়াং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) সদয়াবলোকাং (ভরতস্য দয়া যথা ভবত্যেবমবলোকো যস্যা ইতি, যদ্বা, ভরতো বৈরাগ্যোত্থং শারীরকষ্টং মা স্বীকরোতু, ময়া লাল্যমানো গৃহে এব তিষ্ঠতু, ইতি সদয়োঽবলোকো যস্যাস্তাং) ন ঐচ্ছৎ ইতি যৎ, তৎ (শ্রিয়াম্ ঔদাসীন্যং) উচিতমেব ; [যতঃ] মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসাং (মধুদ্বিষঃ সেবায়াম্ অনুরক্তং মনো যেষাং তেষাং) মহতাং অভবঃ (অপৌনর্ভবঃ মোক্ষঃ) অপি ফল্গুঃ (তুচ্ছঃ এব)।

২৭০। পরমহংস শম্ভুর অবজ্ঞাকারী চিত্রকেতুকে পার্ব্বতী 'বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ কর' এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলে সাধু চিত্রকেতু তাহা অবনতমস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক উভয়কে প্রসন্ন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ; তদ্দর্শনে পরমবৈষ্ণব শম্ভু পার্ব্বতীর নিকট বিষ্ণুভক্তের আচরণ ও স্বভাব বর্ণন করিতেছেন,—

সর্ব্বে নারায়ণপরাঃ (বিষ্ণুভক্তাঃ) কুতশ্চন ন বিভ্যতি (অকুতোভয়াঃ ইত্যর্থঃ) ; (যতঃ তে) স্বর্গাপবর্গনরকেষু (সুখধাম-স্বর্গমোক্ষেষু ক্লেশধামনরকাদিষু) অপি তুল্যার্থদর্শিনঃ (তুল্যঃ অর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা তুল্যফলদ্রষ্টার ইত্যর্থঃ)।

এই শ্লোকে "কুতশ্চন ন বিভ্যতি" অর্থাৎ 'অকুতোভয়' শব্দটীতে যে 'ভয়' উল্লিখিত, তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ ('দ্বিতীয়' অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণ অথবা সেব্য চৈতন্যবস্তু ব্যতীত অন্য প্রতীত যে মায়া, তাহাতে অভিনিবেশ, ইন্দ্রিয়-সুখকর ভোগ) হইতে উৎপন্ন—(ভাঃ ১১।২।৩৭, বৃঃ আঃ উঃ ১।৪।২)। ঐ ভোগই 'কাম' অর্থাৎ স্বার্থাভিসন্ধি-লক্ষণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা; তন্ময়ী চেষ্টাই 'মৎসরতা' বা 'হিংসা'। কেবলমাত্র নারায়ণপরায়ণ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তই 'অভয়' লাভ করিয়া বলিতে পারেন,—'নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি' (ছাঃ উঃ ৮।৯।১) ; অতএব স্বর্গ, নরক বা মোক্ষ, সবই তাঁহার নিকট 'দ্বিতীয়' বা অনাত্ম-বিষয়, সুতরাং অপ্রিয়।

২৭১। শ্রীকুলশেখর-কৃত 'মুকুন্দমালা' স্তোত্রে—"নাহং বন্দে

তত্ত্ববাদাচার্য্যের ভ্রমজন্য মানদ-প্রভুর অনুযোগ ঃ—

সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন ।
না কহিলা তেঞি সাধ্য-সাধন-লক্ষণ ॥" ২৭২ ॥

তত্ত্ববাদাচার্য্যের লজ্জা ও প্রভুর মহিমা-উপলব্ধি ঃ—

শুনি' তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত ।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি' হইলা বিস্মিত ॥ ২৭৩ ॥

তত্ত্ববাদাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রভুর মত-স্বীকার ঃ—

আচার্য্য কহে,—"তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয় ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ ২৭৪ ॥

আনন্দতীর্থের আজ্ঞানুসারে তত্ত্ববাদ-সম্প্রদায়ে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির প্রচলন ঃ—

তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥" ২৭৫ ॥

কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে প্রভুর অনাদর ঃ—

প্রভু কহে,—"কর্ম্মী, জ্ঞানী,—দুই ভক্তিহীন ।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ ২৭৬ ॥

উপাস্যের সবিশেষত্ব বা চিদ্বিলাস-স্বীকারফলেই তত্ত্ববাদীর 'বৈষ্ণবতা' ঃ—

সবে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে ।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে', করহ নিশ্চয়ে ॥" ২৭৭ ॥

ফল্গুতীর্থে আগমন ঃ—

এইমত তাঁর ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি' ।
ফল্গুতীর্থে তবে আইলা শ্রীগৌরহরি ॥ ২৭৮ ॥

ত্রিতকূপে বিশালাক্ষী-দর্শন, পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আগমন ঃ—

ত্রিতকূপে বিশালা করিল দরশন ।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৭৯ ॥

অনুভাষ্য

পদকমলয়োর্দ্দন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ, কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং, ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।" "নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে, যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি, ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগ-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।"*

২৭৩। তত্ত্বাচার্য্য—উত্তররাঢ়ী মঠের গুরুপরম্পরা (২৪৭ সংখ্যার অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য) হইতে জানা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে তথায় শ্রীরঘুবীর্য্যতীর্থ মধ্বাচার্য্য ছিলেন।

২৭৫। সদাচারস্মৃতিতে—"ধর্ম্মেণেজ্যাসাধনানি সাধয়িত্বা বিধানতঃ। সর্ব্ববর্ণাশ্রমৈর্বিষ্ণুরেক এবেজ্যতে সদা।। আনন্দতীর্থ-মুনিনা ব্যাসবাক্য-সমুদ্ধৃতাঃ। সদাচারস্য বিষয়ে কৃতা সংক্ষেপতঃ শুভা।।"*

২৭৮। তাঁর ঘরে—তাঁহাকে ; অদ্যাপি হাওড়া-আম্‌তা লাইনে 'মাজু' প্রভৃতি স্থানে এবং বর্দ্ধমান-কাটোয়ার দিকে 'তৎ', 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্'-শব্দের কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে ও বহুবচনে চলিত-ভাষায় সম্বন্ধ-বিভক্তি 'র' এর সহিত 'ঘরে' শব্দটীর ব্যবহার সিদ্ধ ; যেমন,—'তাদের ঘরে', 'তোমাদের ঘরে' এবং 'আমাদের ঘরে' প্রভৃতি শব্দে 'তাহাদিগকে', 'তোমাদিগকে' এবং 'আমাদিগকে' বুঝায়। পূর্ব্ববঙ্গে ঐ সকল শব্দের কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া-বিভক্তিতে কেবলমাত্র বহুবচনে 'গোরে' শব্দ এই 'ঘরে' শব্দটীর অপভ্রংশক্রমে প্রচলিত ; কিন্তু সম্বন্ধ-বিভক্তি 'র'-আগম হয় না ;যেমন,—'তোমাদিগকে ডাকিয়াছে' কথাটীর পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গে চলিত-ভাষায় 'তোমাগোরে ডাক্‌ছে' কথাটী প্রচলিত।

২৭৯। পঞ্চাপ্সরা তীর্থ—শাতকর্ণির, মতান্তরে মাণ্ডকর্ণির, মতান্তরে অচ্যুতঋষির তপস্যা-ভঙ্গোদ্দেশে ইন্দ্র প্রেরিত লতা, বুদ্বুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী ও বর্ণা,—এই পাঁচটী অপ্সরা অভিশপ্তা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৭। প্রভু কহিলেন,—ওহে তত্ত্ববাদি-আচার্য্য, তোমার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ ; তথাপি ঈশ্বরের সত্য ও নিত্যবিগ্রহ-স্বীকাররূপ একটী মহদ্গুণ তোমার সম্প্রদায়ে দেখিতেছি। তাৎপর্য্য এই যে, মদীয় পরমগুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই প্রধান সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন।

অমৃতাণুকণা—২৭৬। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু উড়ুপী-গ্রামস্থ মূল মাধ্বমঠের তৎকালীন তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীরঘু-বর্য্যতীর্থের কথিত সাধ্য-সাধন-বিচার খণ্ডন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এবং বিশেষতঃ মহাপ্রভুর উক্ত আচার্য্য-প্রতি 'তোমার সম্প্রদায়' বাক্য হইতে কেহ কেহ মনে

** হে কৃষ্ণ! আমি মুক্তির জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, অথবা কুম্ভীপাক কিংবা গুরুতর অন্য কোন নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বন্দনা করি না, অথবা স্বর্গস্থ নন্দনকাননে সুর-রমণীগণের সুকোমল তনুলতাতে অভিরমণের জন্য স্তুতি করি না, কেবল ভাবের প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি। হে ভগবন্, পাপ-পুণ্যাত্মক ধর্ম্মে অথবা ধনরত্নে কিংবা কামোপভোগে কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমার যাহা হইবার তাহাই হউক্। কেবল, ইহাই মাত্র আমার বহুমানিত প্রার্থনা, তোমার পাদপদ্মযুগ-গতা ভক্তি আমার হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরেও নিশ্চলা হইয়া অবস্থান করুক্।*

** সর্ব্ব বর্ণ ও আশ্রমসকল ইজ্যা-সাধনসমূহ ধর্ম্মসহকারে যথাবিধি সম্পাদন করাইয়া একমাত্র বিষ্ণুকেই আরাধনা করিয়া থাকে। শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ-মুনি সদাচার-বিষয়ক ব্যাসবাক্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া সংক্ষিপ্তরূপে মঙ্গলকারিণী স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।*

অমৃতাণুকণা

করিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত নহেন। তাঁহারা উক্ত কথোপকথন হইতে বিচার করিয়া বসেন,—"শ্রীমধ্বমতে 'সাধন'—কর্ম্মার্পণ এবং 'সাধ্য'—জ্ঞানমার্গ-গত মুক্তি, অতএব উহাতে ভক্তিহীন কর্ম্ম ও জ্ঞানের চিহ্ন থাকায় তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি-রূপ 'সাধন' এবং 'কৃষ্ণপ্রেম'-রূপ সাধ্যের বিচার হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। অতএব শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ংই পৃথক্ সাধ্য-সাধন-বিচারসম্পন্ন এক পঞ্চম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।" সম্প্রদায়-বিজ্ঞান-বৈভব-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ভাবনা অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীমধ্বমতে কনিষ্ঠাধিকারী সাধকের পক্ষে প্রথমমুখে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণের কথা স্বীকৃত হইলেও অমলা ভক্তিই প্রধান সাধনরূপে স্থাপিত হইয়াছে। দেহধর্ম্মাসক্ত ফলভোগাকাঙ্ক্ষী জীবগণ—'কর্ম্মী' ; তাহাদিগকে কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ করিতে হইলে প্রথমমুখে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ব্যতীত আর উপায় নাই। তজ্জন্য শ্রীমধ্ব ভক্তির অধীন তথা শুদ্ধ-ভগবৎজ্ঞানের অনুকূল-কর্ম্মকে সামান্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন। "ওঁ সহকারিত্বেন ওঁ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৩৩)—এই সূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন,—"যথা রাজ্ঞঃ সহকার্য্যে মন্ত্রী তথা ঋতেঽত্র ক্ষিতিপঃ কার্য্যমৃচ্ছেৎ। এবং জ্ঞানং কর্ম্ম বিনাপি কার্য্যং সহায়ভূতং ন বিচারঃ কুতশ্চিদিতি কমঠশ্রুতৌ সহকারিত্বোক্তেশ্চ।" তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ রাজার কর্ম্মসচিব-রূপে মন্ত্রী বর্ত্তমান থাকেন, কিন্তু রাজা মন্ত্রী ব্যতীতও স্বয়ং কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ, সেইরূপ শুদ্ধ-ভগবৎজ্ঞানও কর্ম্ম ব্যতীত মোক্ষপ্রদানে সমর্থ হইলেও কোনও কোনও স্থানে কর্ম্ম-জ্ঞানের কর্ম্মসচিব-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট যে, শ্রীমধ্বপাদ কর্ম্মকে মুখ্যরূপে মুক্তির উপায় বা 'সাধন' বলিয়া স্বীকার করেন নাই—গৌণকর্ম্মনির্ব্বাহক মন্ত্রীর আসন দিয়াছেন মাত্র। শ্রীভাগবত-মতের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই,—তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৭।২৪) "দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে।।" —শ্লোক আলোচনাদ্বারা বুঝা যায়। তবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যে যাগযজ্ঞাদি, সেইরূপ কর্ম্ম গৌণরূপেও ভক্তির সচিব হইতে পারে না। কর্ম্ম সাধারণতঃই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যেই সাধিত হয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।।" কিন্তু, যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে কৃত হয় এবং যে ধর্ম্ম বিরাগের উদ্দেশ্যে সাধিত হয় ও যে বিরাগ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবার জন্যই হইয়া থাকে, তাহা গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে। শ্রীমন্মধ্ব তাদৃশ কর্ম্মকেই মাত্র ভক্তির সচিবের আসন প্রদান করিয়াছেন। পরমার্থের উদ্দেশক নহে, এরূপ কর্ম্ম যে নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয়, তাহা তিনি সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"**কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ** বিমুচ্যতে। **তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি** যতয়ঃ পারদর্শিনঃ।।" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।৫০)

শ্রীমধ্বমতে অমলাভক্তিই একমাত্র 'সাধন' বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। মধ্ব-সম্প্রদায়ে সুপ্রচলিত সংক্ষিপ্ত মধ্বমত-প্রকাশক একটী শ্লোকে তাহা ব্যক্ত আছে। যথা—"শ্রীমধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো, ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ। মুক্তির্নৈজ-সুখানুভূতির**মলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং**, হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।।" এই শ্লোকেরই অনুরূপ একটী শ্লোক—"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমম্" শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী-গ্রন্থে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রকাশ করিয়া শ্রীমধ্বমত ও শ্রীচৈতন্যমতের অপার্থক্য দেখাইয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্ব তাঁহার বিভিন্ন ভাষ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা ভক্তিকেই মুখ্য সাধনরূপে মুহু-র্মুহুঃ ঘোষণা করিয়াছেন। যথা—'দ্বাপরীয়ৈর্জনৈ-র্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। **কলৌ তু নামমাত্রেণ** পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।" (মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য-ধৃত নারায়ণ-সংহিতা-বচন) ; "**ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী**তি মাঠর শ্রুতেঃ।" (৩।৩।৫৩ সূত্রভাষ্য) ; **ভক্ত্যৈব তুষ্টিমভ্যেতি** বিষ্ণুর্নান্যেন কেনচিৎ। স এব মুক্তিদাতা চ **ভক্তিস্তত্রৈব কারণম্**।।" (মহাভারত-তাৎপর্য্য ১।১১৮)। এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শাস্ত্রবচন উদ্ধারপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, 'ভক্তি' ব্যতীত সাধ্য-মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীমধ্বমতে যে-মুক্তি 'সাধ্য'রূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত জীব-পরমাত্মৈক্য-রূপা সাযুজ্য-মুক্তি নহে। যদি তিনি জীব-পরমাত্মার ঐক্যই স্বীকার করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা নিত্য পঞ্চভেদবাদী বলিবার পরিবর্ত্তে ভাস্কর-ভট্টাদির ন্যায় ঔপচারিক ভেদবাদী বলিতে হয়! শ্রীমধ্ব জীবগণকে শ্রীহরির নিত্য অনুচর (সেবক) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং জীবের ঈশ্বর-উপাসনার কথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিষু তাৎপর্য্য **মুক্তানাং ভেদস্যৈবোক্তেঃ**।" (ছান্দোগ্য-ভাষ্য ৬ অঃ)—অর্থাৎ যে স্থানে অন্যের কথা কি, স্বয়ং মায়াও প্রবেশলাভে সমর্থ নহে, তথায় দেবাসুরাদি নিখিল-জীবগণের পূজনীয় হরিসেবকগণ অবস্থান করিতেছেন, ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতির তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্রই মুক্তজীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন। "**কৃষ্ণোমুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ**" (মহাভারত তাৎপর্য্য ২।৬২)—অর্থাৎ, মোহরহিত মুক্তগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইয়া থাকেন। "**মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরে**।।" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭); "**মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী**" (মঃ তাঃ ১।১০৫) প্রভৃতি বাক্যে মুক্ত-গণেরও শ্রীহরি-উপাসনা এবং ভক্তিই যে সেই মুক্তগণের নিত্য আনন্দস্বরূপিণী, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। "ভেদ ব্যপদেশাচ্চ" (১।১।১৭) সূত্রের ভাষ্যেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তই মুক্তির স্বরূপরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—"**মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ**" (ভাঃ ২।১০।৬) অর্থাৎ মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থানের নামই মুক্তি। এমন কি, উক্ত মতে মুক্তি ও মুক্তজীবগণের মধ্যেও তারতম্য তথা আনন্দের তারতম্য স্বীকৃত আছে—"জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ" (সংক্ষিপ্ত মধ্বমত), "মুক্তাবানন্দো বিশিষ্যতে" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।৩৩)।

গোকর্ণে শিবদর্শন, দ্বৈপায়নি ও সূর্পারক-তীর্থে আগমন ঃ—

গোকর্ণে শিব দেখি' আইলা দ্বৈপায়নি ।
সূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ২৮০ ॥

কোলাপুরে লক্ষ্মী, ভগবতী, গণেশ ও পার্ব্বতী দর্শন ঃ—

কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি' দেখে ক্ষীর-ভগবতী ।
লাঙ্গ-গণেশ দেখি' দেখে চোর-পার্ব্বতী ॥ ২৮১ ॥

ভীমা-নদীতীরে পাণ্ডরপুরে আগমন ও বিঠ্‌ঠলদেব দর্শন ঃ—

তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র ।
বিঠ্‌ঠল-ঠাকুর দেখি' পাইলা আনন্দ ॥ ২৮২ ॥

প্রভুর নৃত্য-গীত ও এক বৈষ্ণববিপ্রগৃহে ভিক্ষা ঃ—

প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন ।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ২৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮২। পাণ্ডরপুর—ভীমা-নদীতীরে 'পাণ্ডুপুর' বা 'পাণ্ডর-পুর' নগর। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এইস্থানে মহাপ্রভু তুকা-রামাচার্য্যকে হরিনাম দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন—ইহা তুকারামকৃত 'অভঙ্গে' তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন। তুকারাম হইতে সে প্রদেশে মৃদঙ্গাদি-বাদ্যের সহিত কীর্ত্তনের প্রচার হইয়াছে।

অনুভাষ্য

হইয়া কুম্ভীররূপে সরোবরে বাস করে। পরে শ্রীরামচন্দ্র এই সরোবর দেখেন। নারদ-বাক্যে জানা যায় যে, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় আগমন করিয়া কুম্ভীর-যোনি হইতে অপ্সরা-পাঁচটীকে মোচন করেন ; তদবধি এই সরোবর তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

২৮০। গোকর্ণ—বোম্বাই-প্রদেশে উত্তর-কানাড়ায় কার-ওয়ারের ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং মহা-বলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এস্থানে তীর্থোদ্দেশে বহুযাত্রি- সমাগম হয় (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

সূর্পারক,—বোম্বাই হইতে ২৬ মাইল উত্তরে থানা জিলায় 'সোপারা' নামক স্থান। অতি প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত ইহা কোঙ্কানের রাজধানী ছিল (বোম্বাই গেজেটিয়ার)। মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৪৯শ অঃ ৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য।

২৮১। কোলাপুর—বোম্বাই-প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয়রাজ্য; ইহার উত্তরে—সাঁতারা, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে—বেলগ্রাম, পশ্চিমে —রত্নগিরি। এখানে 'উর্ণা' নদী আছে। কোলাপুরে পূর্ব্বে প্রায় ২৫০টী মন্দির ছিল ; তন্মধ্যে এক্ষণে এই ছয়টী মন্দির বিখ্যাত, —(১) অম্বাবাই বা মহালক্ষ্মীর মন্দির, (২) বিঠোবার মন্দির, (৩) টেম্ব্লাইর মন্দির, (৪) মহাকালীর মন্দির, (৫) ফিরাঙ্গই বা প্রত্যঙ্গিরার মন্দির এবং (৬) য়্যাল্লাম্মার মন্দির (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

২৮২। পাণ্ডরপুর বা পণ্ঢরপুর—বোম্বাই-প্রদেশে শোলাপুর-জিলার অন্তর্গত মহকুমা,—শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল সোজা পশ্চিমে। এখানে বিঠ্‌ঠল বা বিঠোবা-দেব ঠাকুর আছেন; তিনি—চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি। এই নগরটী ভীমা-নদীতীরে

সুতরাং মায়াবাদ-দলনবানা শ্রীমধ্বপাদ যে-মুক্তিকে সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভক্তিপর এবং শ্রীমদ্ভাগবত-বিচারপর—কিছুমাত্র জ্ঞানদুষ্ট নহে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমধ্ব-কথিত উক্ত মুক্তিকে "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঘৃতে যেমন ক্ষীরের মৌলিকতা আছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সাধ্যসার প্রেমার মধ্যেও শ্রীমধ্ব-প্রতিপাদ্য 'সাধ্য' শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভরূপা মুক্তি অনুস্যূত হইয়া আছে।

তদানীন্তন তত্ত্ববাদি-আচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের বা তদনুগত শিষ্যবর্গের কিম্বা পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের বিচারধারা কালক্রমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকৃত মত হইতে অনেক পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রীমন্মধ্বের লেখনী ও আধুনিক তত্ত্ববাদিগণের আচার-প্রচার লেখনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। তজ্জন্য পরবর্ত্তী বিকৃত মতকে মূল-আচার্য্যের সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে না। শ্রীমহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াও উক্ত তত্ত্ববাদি-আচার্য্যকে 'তোমার সম্প্রদায়' বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, ইহাতে উক্ত তত্ত্ববাদি-মহাশয় যে মূল 'মধ্ব-সম্প্রদায়'-ধারা হইতে অনেক বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাই সূচিত হইয়াছে।

তিনি উক্ত বাক্যে সেই তত্ত্ববাদি-আচার্য্যকে এইমাত্র বুঝাইয়াছেন,—"আমার অভিপ্রেত ও স্বীকৃত যে মধ্ব-সম্প্রদায়, তুমি তাঁহার প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কেবল বহিরঙ্গ-মতজালে আবদ্ধ হইয়া কার্য্যতঃ এক পৃথক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছ,—উহাতে এক ভগবদ্বিগ্রহের সত্যতা স্বীকার ছাড়া আর কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত দেখা যায় না। অতএব তোমার কল্পিত এই সম্প্রদায়ের সহিত ব্যাসশিষ্য শ্রীমধ্বের তথা আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

'আউল', 'বাউল', 'প্রাকৃত সহজিয়া' প্রভৃতি গোষ্ঠী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের অপসিদ্ধান্তকে মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলা যাইতে পারে না। কিংবা কেহ উক্ত অপসিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করিলে তিনি মহাপ্রভুর মত খণ্ডন করিয়াছেন, এরূপ বিচারও নিতান্ত অযৌক্তিক। তথাকথিত তত্ত্ববাদিগণের অপসিদ্ধান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া তিনি সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্বের প্রবর্ত্তিত শ্রৌতমত খণ্ডন করিয়াছেন, অতএব তিনি কখনও শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিতা।

তথায় শ্রীরঙ্গপুরীর অবস্থান-সংবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ।
ভিক্ষা করি' তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥ ২৮৪ ॥
মাধবপুরীর শিষ্য 'শ্রীরঙ্গপুরী' নাম ।
সেইগ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম ॥ ২৮৫ ॥

শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট গমন ও প্রণাম ঃ—

শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে ।
বিপ্রগৃহে বসি' আছেন, দেখিলা তাঁহারে ॥ ২৮৬ ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম ।
অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ ২৮৭ ॥

প্রভুর ভাবদর্শনে মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া প্রভুকে পুরীর ধারণা ঃ—

দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গ-পুরীর মন ।
'উঠহ শ্রীপাদ' বলি' বলিলা বচন ॥ ২৮৮ ॥
"শ্রীপাদ, ধর মোর গোসাঞির সম্বন্ধ ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥" ২৮৯ ॥

প্রভুকে আলিঙ্গন ও উভয়ের প্রেম-ক্রন্দন ঃ—

এত বলি' প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন ।
গলাগলি করি' দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ২৯০ ॥

উভয়ের ধৈর্য্য ; পরস্পরের পরিচয়প্রাপ্তি ও প্রেম ঃ—

ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি' দুঁহে ধৈর্য্য হৈলা ।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ গোসাঞি জানাইলা ॥ ২৯১ ॥
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহার উথলিল ।
দুঁহে মান্য করি' দুঁহে আনন্দে বসিল ॥ ২৯২ ॥

উভয়ের এক সপ্তাহ যাবৎ কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে ।
এইমতে গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে ॥ ২৯৩ ॥

পুরীর প্রশ্নে প্রভুর 'জন্মস্থান—নবদ্বীপ'-বলিয়া জ্ঞাপন ঃ—

কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান ।
গোসাঞি কৌতুকে কহেন 'নবদ্বীপ' নাম ॥ ২৯৪ ॥

পূর্ব্বে শচীগৃহে রঙ্গপুরীর তৎপাচিতান্ন-ভোজন-সুযোগ ঃ—

শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী ।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা তেঁহো নদীয়া-নগরী ॥ ২৯৫ ॥
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল ।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল ॥ ২৯৬ ॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী, তেঁহ—মহা-পতিব্রতা ।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥ ২৯৭ ॥
রন্ধনে নিপুণা তাঁ-সম নাহি ত্রিভুবনে ।
পুত্রসম স্নেহ করেন সন্ন্যাসি-ভোজনে ॥ ২৯৮ ॥

রঙ্গপুরীমুখে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসান্তে সিদ্ধিপ্রাপ্তি-সংবাদ-শ্রবণ ঃ—

তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস ।
'শঙ্করারণ্য' নাম তাঁর অল্প বয়স ॥ ২৯৯ ॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল ।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥ ৩০০ ॥

প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা ।
জগন্নাথ মিশ্র—পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা ॥" ৩০১ ॥

শ্রীরঙ্গপুরীর দ্বারকাযাত্রা ঃ—

এইমত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি' ।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥ ৩০২ ॥

বৈষ্ণববিপ্রগৃহে প্রভুর ৪ দিন অবস্থান ও বিঠ্ঠলদেব-দর্শন ঃ—

দিন-চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ ।
ভীমানদী স্নান করি' করেন বিঠ্ঠল-দর্শন ॥ ৩০৩ ॥

অনুভাষ্য

অবস্থিত। পঞ্চদশ-শক-শতাব্দীতে এখানে 'তুকারাম' নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব-সাধু ছিলেন।

২৮৯। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর পূর্ব্বে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থ পর্য্যন্ত একক কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্র হইতেই জগতে ঐকান্তিক-শ্রীরাধাদাস্যমূলে বিপ্রলম্ভ-রসে কৃষ্ণপ্রেম অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেননা "ভক্তিকল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর" (আদি, ৯ম পঃ ১০ সংখ্যা)। শ্রীল মাধবেন্দ্রের সহিত প্রিয় সম্বন্ধবিশিষ্ট জাতরুচি ভক্তেরই এই কৃষ্ণপ্রেমেতে অধিকার ; মধ্য, ২য় পঃ ৮৩ সংখ্যাও দ্রষ্টব্য।

গোসাঞির—নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলশিরোমণি কৃষ্ণৈকশরণ শ্রীগুরুদেবের ; তিনিই ষড়্‌বেগজয়ী প্রকৃত 'গোস্বামি'-শব্দবাচ্য,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০০। মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীমদ্‌বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করত 'শঙ্করারণ্য স্বামী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেশভ্রমণ করিতে করিতে 'পাণ্ডরপুর'-তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ চিন্ময়-ধামে প্রবেশ করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই শ্রীরঙ্গপুরী এই সংবাদ মহাপ্রভুকে দিলেন।

অনুভাষ্য

এইজন্য ত্যক্তগৃহ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে 'গোস্বামি'-শব্দে উদ্দেশ করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা 'গোস্বামি-শব্দটী যে রক্ত বা শুক্র অথবা শৌক্র-বংশ-পরম্পরাক্রমে গৃহব্রত-ধর্ম্মে বা গৃহমেধ-যজনে আবদ্ধ নহে, তাহা জানা যায় ; কিন্তু বৈষ্ণব-বিরোধস্পৃহামূলে অন্যায়ক্রমে 'গোস্বামি'-শব্দটী বর্ত্তমানকালে শৌক্রজাতিগত

কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে আগমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে ।
নানা তীর্থ দেখি' তাঁহা দেবতা-মন্দিরে ॥ ৩০৪ ॥

তথাকার ব্রাহ্মণগণ—বৈষ্ণব ও কর্ণামৃত-পাঠক ঃ—

ব্রাহ্মণ-সমাজ সব—বৈষ্ণব-চরিত ।
বৈষ্ণব সকল পড়ে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ॥ ৩০৫ ॥

কর্ণামৃত-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ ও পুঁথির নকল-সংগ্রহ ঃ—

কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল ।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল ॥ ৩০৬ ॥

'কর্ণামৃতে'র মহিমা ঃ—

'কর্ণামৃত'-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে ।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে ॥ ৩০৭ ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-কৃষ্ণলীলার অবধি ।
সেই জানে, যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি ॥ ৩০৮ ॥

প্রভুর দুইটী গ্রন্থ সংগ্রহ—(১) সিদ্ধান্ত ও (২) রসশাস্ত্র ঃ—

'ব্রহ্মসংহিতা', 'কর্ণামৃত' দুই পুঁথি পাঞা ।
মহা যত্ন করি' পুথি আইলা লঞা ॥ ৩০৯ ॥

তাপ্তী ও নর্ম্মদা-তীরস্থ তীর্থদর্শন ও মাহিষ্মতীপুরে আগমন ঃ—

তাপী স্নান করি' আইলা মাহিষ্মতীপুরে ।
নানা তীর্থ দেখি' তাঁহা নর্ম্মদার তীরে ॥ ৩১০ ॥

ধনুস্তীর্থ-দর্শন ও নির্ব্বিন্ধ্যা-নদীস্নান, পরে ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে দণ্ডকারণ্যে আগমন ও 'সপ্ততাল'-বিমোচন ঃ—

ধনুস্তীর্থ দেখি' করিলা নির্ব্বিন্ধ্যে স্নানে ।
ঋষ্যমূক-গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে ॥ ৩১১ ॥
'সপ্ততাল-বৃক্ষ' দেখে কানন-ভিতর ।
অতি বৃদ্ধ, অতি স্থূল, অতি উচ্চতর ॥ ৩১২ ॥
সপ্ততাল দেখি' প্রভু আলিঙ্গন কৈল ।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্দ্ধান হৈল ॥ ৩১৩ ॥

প্রভুকে লোকের রামাবতার-জ্ঞান ঃ—

শূন্যস্থল দেখি' লোকের হৈল চমৎকার ।
লোকে কহে,—"এ সন্ন্যাসী—রাম-অবতার ॥ ৩১৪ ॥
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ।
ঐছে শক্তি কার হয়, বিনা এক রাম ??" ৩১৫ ॥

পম্পা-সরোবরে স্নান ও পঞ্চবটীতে বিশ্রাম ঃ—

প্রভু আসি' কৈল পম্পা-সরোবরে স্নান ।
পঞ্চবটী আসি' তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ৩১৬ ॥

নাসিকে শিবদর্শনান্তে ব্রহ্মগিরিতে ও পরে কুশাবর্ত্তে আগমন ঃ—

নাসিকে ত্র্যম্বক দেখি' গেলা ব্রহ্মগিরি ।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥ ৩১৭ ॥

অনুভাষ্য

উপাধিতে পর্য্যবসিত হওয়ায় উহা অনধিকারী ব্যবহারকারীর ব্যাধির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩০৪। কৃষ্ণবেণ্বা—সহ্যাদ্রি-গিরিস্থ মহাবলেশ্বর হইতে কৃষ্ণা-নদীর ধারাদ্বয়ের উৎপত্তি। এই নদীতীরেই বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের বসতি ছিল। 'বেণ্বা'র পরিবর্ত্তে কেহ কেহ 'বীণা', কেহ কেহ 'বেণী', 'সিনা' ও কেহ 'ভীমা' বলেন।

৩০৫। কৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গলের রচিত ১১২ শ্লোক-বিশিষ্ট গীতিগ্রন্থ। এই নামে দুই-তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন গীতিগ্রন্থ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীচৈতন্যদাস গোস্বামীর কৃত এই গ্রন্থের দুইটী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের পাঠ্য টীকা আছে।

৩০৯। ব্রহ্মসংহিতা—২৩৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩১০। তাপী—বর্ত্তমান নাম 'তাপ্তি'—ইহা মধ্যভারতে মূলতাই-গিরি হইতে উদ্ভূত হইয়া সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে পশ্চিম-সাগরে পতিত হইয়াছে।

মাহিষ্মতীপুর—'চুলিমহেশ্বর'; মহাভারত সভাপর্ব্ব সহ-দেবের দিগ্বিজয়ে ৩১ অঃ ২১ শ্লোক—"ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ। তত্র নীলেন রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধং নরর্ষভঃ।।" পূর্ব্বে গুজরাটের ব্রোচ-জিলায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্থান।

অনুভাষ্য

৩১১। নির্ব্বিন্ধ্যা-নদী—উজ্জয়িনীর নিকটে পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিতা পারা-নদীর পশ্চিমে এবং পাবনী-নদীর দক্ষিণে।

ঋষ্যমূক—কেহ কেহ বলেন, বেলারি-জিলায় হাম্পি-গ্রামের নিকট তুঙ্গাভদ্রা-নদীর তীরস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত গিরি-পথটীর পার্শ্ববর্ত্তী যে পর্ব্বতটী নিজাম-রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাই ঋষ্যমূক পর্ব্বত। কাহারও মতে, মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এবং বর্ত্তমান নাম 'রাম্প' ; কাহারও মতে, ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে 'অনমলয়' এবং কাহারও মতে ঋষ্যমূক-পর্ব্বত হইতেই পম্পা-নদী বাহির হইয়া অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গাভদ্রায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

দণ্ডকারণ্য—উত্তর 'খান্দেশ' হইতে দক্ষিণে আহম্মদনগর এবং মধ্যে 'নাসিক' ও 'আউরঙ্গাবাদ' পর্য্যন্ত গোদাবরী-নদীর তীরস্থ বিস্তৃত ভূভাগটীতে 'দণ্ডকারণ্য'-নামক বিস্তৃত বন ছিল।

৩১২। সপ্ততাল—বানররাজ সুগ্রীবকে বালিহত্যার ব্যাপারে স্বীয় সামর্থ্য জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্দ্ধার সহিত সপ্ততাল-বধপ্রসঙ্গ—রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে ১১শ ও ১২শ সর্গে বর্ণিত আছে।

৩১৬। পম্পা—"ঋষ্যমূকস্তু পম্পায়াং পুরস্তাৎ পুষ্পিত-

গোদাবরীর সপ্তশাখার তীরে তীরে বহু তীর্থোদ্ধারান্তে
বিদ্যানগরে আগমন ঃ—

সপ্ত গোদাবরী আইলা করি' তীর্থ বহুতর ।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥ ৩১৮ ॥

প্রভুসহ রামানন্দ রায়ের মিলন ঃ—

রামানন্দ রায় শুনি' প্রভুর আগমন ।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুসহ মিলন ॥ ৩১৯ ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া ।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাঞা ॥ ৩২০ ॥

উভয়ের প্রেমানন্দ ও ইষ্টগোষ্ঠী ঃ—

দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ।
প্রেমানন্দে শিথিল হৈল দুঁহাকার মন ॥ ৩২১ ॥
কতক্ষণে দুই জনা সুস্থির হঞা ।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিয়া ॥ ৩২২ ॥

প্রভুর তীর্থযাত্রাবৃত্তান্ত-বর্ণন ও সংগৃহীত গ্রন্থদ্বয়-প্রদান ঃ—

তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা ।
কর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা,—দুই পুঁথি দিলা ॥ ৩২৩ ॥
প্রভু কহে,—"তুমি যে 'প্রেম-সিদ্ধান্ত' কহিলে ।
এই দুই পুস্তকে সেই রসের সাক্ষী দিলে ॥" ৩২৪ ॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া ।
প্রভু-সহ আস্বাদিল, রাখিল লিখিয়া ॥ ৩২৫ ॥

প্রভুদর্শনে লোকসমাগম ঃ—

'গোসাঞি আইলা', গ্রামে হৈল কোলাহল ।
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল ॥ ৩২৬ ॥

বহিরঙ্গ লোকদর্শনে রায়ের ও প্রভুর স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রস্থান ঃ—

লোক দেখি' রামানন্দ গেলা নিজঘরে ।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥ ৩২৭ ॥

প্রভু ও রায়ের কৃষ্ণকথালাপে একসপ্তাহ-যাপন ঃ—

রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন ।
দুইজনে কৃষ্ণকথায় কৈল জাগরণ ॥ ৩২৮ ॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে ।
পরম-আনন্দে গেল পাঁচ-সাত দিনে ॥ ৩২৯ ॥

প্রভুর আজ্ঞানুসারে রায়ের পুরীতে যাইবার
উদ্যোগ-জ্ঞাপন ঃ—

রামানন্দ কহে,—"প্রভু, তোমার আজ্ঞা পাঞা ।
রাজাকে লিখিলুঁ আমি বিনয় করিয়া ॥ ৩৩০ ॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে ।
চলিবার উদ্‌যোগ আমি লাগিয়াছি করিতে ॥" ৩৩১ ॥

প্রভুর বিদ্যানগরে আগমনের কারণ ঃ—

প্রভু কহে,—"এথা মোর এ-নিমিত্তে আগমন ।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন ॥" ৩৩২ ॥

রায়ের পূর্ব্বেই প্রভুকে পুরীতে প্রেরণ, পশ্চাতে
নিজের আগমনাঙ্গীকার ঃ—

রায় কহে,—"প্রভু, আগে চল নীলাচলে ।
মোর সঙ্গে হাতী-ঘোড়া, সৈন্য-কোলাহলে ॥ ৩৩৩ ॥
দিন-দশে ইহা-সবার করি' সমাধান ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥" ৩৩৪ ॥

প্রভুর সম্মতি ও পুরীতে গমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া ।
নীলাচলে চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥ ৩৩৫ ॥

বৈষ্ণবতাপ্রাপ্ত ভক্তগণকে কৃপাপ্রদর্শনার্থ
প্রভুর পূর্ব্ব-পথে গমন ঃ—

যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু কৈলা আগমন ।
সেই পথে চলিলা দেখি' সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুভাষ্য

দ্রুমঃ" কেহ কেহ বলেন,—তুঙ্গাভদ্রা-নদীরই প্রাচীন নাম 'পম্বা'; মতান্তরে—বিজয়নগরের প্রাচীন প্রসিদ্ধ রাজধানী হাম্পি-গ্রামটী প্রথমে পম্পা-তীর্থ-নামে প্রসিদ্ধ ছিল ; মতান্তরে—হায়দ্রাবাদের দিকে, অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গাভদ্রার তীরবর্ত্তী একটী সরোবরই 'পম্পা-সরোবর' নামে পরিচিত ; মতান্তরে, পম্পা-সরোবরই ত্রিবাঙ্কুরের পম্বৈ-নদী ; মতান্তরে—স্থির জল বলিয়া নদীর সরোবরাখ্যা।

পঞ্চবটী—দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটী বন ; বর্ত্তমান 'নাসিক'-শহরে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসা ছেদন করেন। নাসিক-শহরে 'ত্র্যম্বক' নামক মহাদেব আছেন (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

৩১৭। কুশাবর্ত্ত—পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রির কুশট্ট-নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরীর মূলধারাসমূহ উদ্ভূত হয় ; উহা নাসিকের নিকটবর্ত্তী ; কাহারও মতে, বিন্ধ্যের পাদমূলে অবস্থিত।

৩১৮। গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান হইতে বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদের উত্তরাংশ দিয়া 'বস্তার' হইয়া উত্তর-সর্কাসে কলিঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন।

৩২৬। গোসাঞি—শ্রীচৈতন্য গোসাঞি।

যাঁহা যায়, লোক উঠে হরিধ্বনি করি'।
দেখি' আনন্দিত-মন হৈলা গৌরহরি ॥ ৩৩৭ ॥

আলালনাথে আসিয়া নিত্যানন্দাদিকে আনয়নার্থ সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে প্রেরণ ঃ—

আলালনাথে আসি' কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইল ॥ ৩৩৮ ॥

প্রভুদর্শনার্থে নিত্যানন্দাদির মহা ব্যস্তভাবে আগমন ঃ—

প্রভুর আগমন শুনি' নিত্যানন্দ-রায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥ ৩৩৯ ॥
জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত, মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥ ৩৪০ ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলিলা আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ্ পাঞা ॥ ৩৪১ ॥

সকলকে প্রভুর প্রেমালিঙ্গন ঃ—

প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ৩৪২ ॥

সমুদ্রতীরে সার্ব্বভৌমসহ মিলন ঃ—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ৩৪৩ ॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৪ ॥

সকলকে লইয়া প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও ভাবাবেশে নৃত্য-গীত ঃ—

প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে।
সবা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দরশনে ॥ ৩৪৫ ॥
জগন্নাথ-দরশন প্রেমাবেশে কৈল।
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রুতে শরীর ভাসিল ॥ ৩৪৬ ॥
বহু নৃত্যগীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
পাণ্ডাপাল আইল সবে মালা-প্রসাদ লঞা ॥ ৩৪৭ ॥

প্রভুর ধৈর্য্যধারণ ও জগন্নাথ-সেবকগণসহ মিলন ঃ—

মালাপ্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হইলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥ ৩৪৮ ॥
কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর পড়িলা চরণে।
মান্য করি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৯ ॥

মধ্যাহ্নে সগণ প্রভুকে ভট্টাচার্য্যের ভিক্ষাদান ঃ—

প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ-ঘরে গেলা।
'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি' নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ৩৫০ ॥
দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইল।
পীঠা-পানা আদি জগন্নাথ যে খাইল ॥ ৩৫১ ॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিল আসিয়া ॥ ৩৫২ ॥
ভিক্ষা করাঞা তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন ॥ ৩৫৩ ॥

ভট্টাচার্য্য-গৃহে রাত্রিবাস ও সকলের নিকট তীর্থযাত্রা-বিবরণ-বর্ণন ঃ—

প্রভু তাঁরে পাঠাইল ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥ ৩৫৪ ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি' কৈল জাগরণ ॥ ৩৫৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের ও রায়ের প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"এত তীর্থ কৈলুঁ পর্য্যটন।
তোমা-সম বৈষ্ণব না দেখিলুঁ একজন ॥ ৩৫৬ ॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।"
ভট্ট কহে,—"এই লাগি' মিলিতে কহিল ॥" ৩৫৭ ॥

প্রভুর তীর্থযাত্রা-বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সংক্ষেপেই বর্ণিত ঃ—

তীর্থযাত্রা-কথা এই কৈলুঁ সমাপন।
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ৩৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪৭। পাণ্ডাপাল—শ্রীজগন্নাথকে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা—পাণ্ডা ; যাঁহারা অন্যপ্রকার টহল করেন, তাঁহারা—'পশুপাল' ; এই দুই একত্রে 'পাণ্ডাপাল' হইয়াছে।

৩৫৫-৩৫৭। সার্ব্বভৌম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে অষ্টমাঙ্কে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। সার্ব্বভৌম! এতাবদ্দূরং পর্য্যটিতম্ ; ভবৎসদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টঃ, কেবলমেব রামানন্দরায়ঃ, স তু অলৌকিক এব ভবতি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সার্ব্বভৌমঃ। দেব! অতএব নিবেদিতং—সোঽবশ্যমেব দ্রষ্টব্য ইতি।

অনুভাষ্য

৩৫৮। এই পরিচ্ছেদের ৭৪ সংখ্যায় "শিয়ালীতে ভৈরবী দেবী করি' দরশন" পাঠের পরিবর্ত্তে "শিয়ালীতে শ্রীভূ-বরাহ করি' দরশন" হইবে। শিয়ালী এবং চিদম্বরমের নিকট সুবিখ্যাত 'শ্রীমুষ্ণম্'-মন্দির। তথায় শ্রীভূ-বরাহদেব-বিগ্রহ আছেন। চিদম্বরম্-তালুকের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ-আর্কট জিলায় শিয়ালী সন্নিকটে 'শ্রীভূ-বরাহদেব'ই বিরাজমান, 'ভৈরবীদেবী' নহে।

চৈতন্যলীলা-বর্ণনে গ্রন্থকারের লালসা ঃ—

অনন্ত চৈতন্যলীলা কহিতে না জানি ।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি ॥ ৩৫৯ ॥

প্রভুর তীর্থযাত্রাছলে লোকোদ্ধার-কথা-শ্রবণের ফল ঃ—

প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন ।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥ ৩৬০ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যে দৃঢ়শ্রদ্ধা ও অকৈতব-মনে হরিসঙ্কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম ঃ—

চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি' ।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৩৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব ; অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্ ; অপরে তু শৈবা এব বহবঃ, পাষণ্ডাস্তু মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য্য! রামানন্দ-মতমেব মে রুচিতম্।"

অনুভাষ্য

৩৫৯। লজ্জা খাঞা—লজ্জার মাথা খাইয়া ; তার—শ্রীচৈতন্যলীলার।

৩৬০। পঞ্চোপাসকগণ জগতে অভিব্যক্ত জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানোপযোগী বস্তুতে উপাস্যত্বের আরোপ করেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাদৃশ ইন্দ্রিয়তর্পণময় অক্ষজজ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তুকে 'পরমার্থ' বলেন না। মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক পরমার্থ-বস্তুর হস্তপদাদি বিচ্ছিন্ন করিয়া অনির্দ্দেশ্য আকাশ-পুষ্পকেই 'অধোক্ষজ' বলিয়া ভ্রান্ত হন। কোন কোন সময়ে তাঁহারা 'উপাস্য'-শব্দে নির্ব্বিশিষ্ট বিচিত্রতা-রহিত 'তমসাচ্ছন্ন' ভাব বা জাড্যের তাণ্ডব নৃত্যকেই লক্ষ্য করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারমুখে তাদৃশ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর অনুভূতির অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতে গিয়া সর্ব্বত্র অদ্বয়জ্ঞানের নামরূপগুণলীলা-পরিচয়াত্মক ভগবদ্বস্তুরই দর্শন করিয়াছেন। শিবাদি বিভিন্ন দেবতার দর্শন, শাক্যসিংহ-দর্শন ('ধর্ম্ম', 'সঙ্ঘ' ও 'বুদ্ধ'-দর্শন) প্রভৃতি যেরূপভাবে অবৈষ্ণবগণ দেখিয়া থাকেন, তাহা যে বৈষ্ণব-দর্শন নহে, তাহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভু অধোক্ষজ-বস্তুরই দর্শন করিয়াছেন। আত্মবৃত্তি অধোক্ষজ-দর্শনের সহিত বাহ্য অক্ষজদর্শন যে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত,—ইহাই গৌরদাসগণের অনুসরণীয় বিষয়। কৃষ্ণপরিকর-গোপীহৃদয়ে গোপীজনবল্লভের দর্শনকে

তদ্ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ঃ—

এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশাস্ত্র, এই কহে মর্ম্ম ॥ ৩৬২ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলার অসমোর্দ্ধ গাম্ভীর্য্য ও গ্রন্থকারের সহজ দৈন্য ঃ—

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা—অগাধ, গম্ভীর ।
প্রবেশ করিতে নারি,—স্পর্শি রহি' তীর ॥ ৩৬৩ ॥

চৈতন্যের অনুশীলনক্রমেই কৃষ্ণে প্রীতি-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন ।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন ॥ ৩৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬১-৩৬২। অন্যজীবের প্রতি স্বাভাবিক দয়ার সহিত অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি হিংসাবৃত্তি (ভোগবুদ্ধিমূলে কৃষ্ণ হইতে বিমুখ করিবার চেষ্টা) একেবারে পরিত্যাগ করিয়া মুখে 'হরি' 'হরি' বল। (এতদ্ব্যতীত) এই কলিকালে অন্যধর্ম্ম নাই ;—শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবা, শুদ্ধবৈষ্ণব-শাস্ত্র পাঠ করাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ভোগযন্ত্ররূপা "মহামায়া" প্রভৃতি নানা-দেবতার দর্শনের সহিত 'এক' বা 'সমান' বলিয়া বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত হন। হৈতুক তর্কপন্থিগণ শ্রৌতপন্থা বুঝিতে না পারিয়া "হেনোথিষ্ট" বা "পঞ্চোপাসক" হইয়া পড়েন। বাহ্যজগতের ঐশ্বর্য্যের বিভিন্ন অনুভূতির অন্যতম বলিয়া ধ্যান করিয়া পাঁচটী উপাস্য দেবতার একটীকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া বিশ্বাস এবং অপর-গুলির তজ্জাতীয়তা সত্ত্বেও তাহাদিগকে গৌণভাবে অনাদরমুখে সমগ্র বিশ্বে যে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের প্রতীক-দর্শন, উহাই 'পঞ্চোপাসনা'। তাদৃশ দর্শন পৌত্তলিকবাদের বা প্রতিমা-পূজারই অন্তর্গত ; উহাই পরবর্ত্তী-সময়ে মায়াবাদীর 'নির্ব্বিশেষ-বাদে' পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণদর্শনের দুর্ভিক্ষেই জীব অবৈষ্ণব হইয়া পঞ্চোপাসক হয়, কখনও বা নাস্তিক হয়। কিন্তু মহাপ্রভু "স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার (স্থাবরজঙ্গমের) মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি।।"

৩৬২। বৈষ্ণবগণের ও বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের সার কথা এই যে, বিশ্বাসসহ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণ করিলেই জীবের মাৎসর্য্য থাকিতে পারে না। কলিকালে নির্ম্মৎসর শুদ্ধজীবের শ্রীগৌরপদাশ্রিত হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সনাতন-ধর্ম্ম।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৬৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশতীর্থ-ভ্রমণং নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

বৈষ্ণব—শুদ্ধভক্ত মহাজন বা বিদ্বদনুভবী ; বৈষ্ণব-শাস্ত্র—শ্রুতি বা শব্দ-প্রমাণ ; উভয়ের অনুসরণই শ্রৌতপন্থায় অবস্থান। চরম-কল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। (ভাঃ ১১।১৯।১৭)—"শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্। প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে।।"*

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু দক্ষিণ-যাত্রা করিলে সার্ব্বভৌমের সহিত রাজা প্রতাপরুদ্রের অনেক কথোপকথন হয়। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, সার্ব্বভৌম কহিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার সহিত কোনপ্রকারে সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। মহাপ্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীমিশ্রের গৃহে বাস করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ক্ষেত্রবাসি-বৈষ্ণবদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রামানন্দের পিতা ভবানন্দরায় মহাপ্রভুর নিকট বাণীনাথ পট্টনায়ককে রাখিলেন। মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারি-সংযোগ-দোষ ব্যক্ত করিয়া তাহাকে বিদায় দিবার প্রস্তাব করিলে, নিত্যানন্দপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ যুক্তি করিয়া, তাহার দ্বারা শ্রীনবদ্বীপে এবং গৌড়দেশে সর্ব্বত্র প্রভুর প্রত্যাগমন-সংবাদ পাঠাইলেন। নবদ্বীপাদি-স্থানে সংবাদ গেলে ভক্তবৃন্দ প্রভুর দর্শনে আসিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পরমানন্দপুরী নদীয়া-নগরে আসিয়া প্রভুর নীলাচলে পৌঁছান-সংবাদ-শ্রবণে দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য বারাণসীতে 'চৈতন্যানন্দ' গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করত 'স্বরূপ'-নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। শ্রীঈশ্বর-পুরীর দেহান্তে তদীয় দাস 'গোবিন্দ' তদাজ্ঞায় মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। কেশব-ভারতীর সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ-ভারতী—প্রভুর মান্য ; তিনি উপস্থিত হইলে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার চর্ম্মাম্বর ছাড়াইলেন। প্রভুর প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করায় মহাপ্রভু সে-কথাকে 'অতিস্তুতি' বলিয়া অনাদর করিলেন। (ইতোমধ্যে একদিন) কাশীশ্বর গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদে, সমুদ্রে নদ-নদী-মিলনের ন্যায় মহাপ্রভুর সহিত বহুদেশস্থিত ভক্তগণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তজীবনধন গৌরের প্রণাম ঃ—

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে রাজা প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সংলাপ ঃ—

পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি স্বীয় দর্শনামৃত-বর্ষণদ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিদ্বারা ম্লানভূত ভক্ত-শস্যগণকে জীবিত করিয়াছিলেন, সেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) স্বস্য (নিজশ্রীমূর্ত্তেঃ) দর্শনামৃতৈঃ (নিজদর্শনান্যেব অমৃতানি পীযূষাণি তৈঃ) বিচ্ছেদাবগ্রহ-ম্লানভক্তশস্যানি (বিচ্ছেদঃ অনুপস্থিতিজন্য-বিরহঃ এব অবগ্রহঃ

* *শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই প্রমাণ চতুষ্টয়দ্বারা স্বর্গাদি-ভোগরূপ বিকল্পসকলের সার্ব্বকালিক অবস্থানের অভাব অর্থাৎ নশ্বরতা দৃষ্ট হওয়ায় জীব তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া থাকেন।*